প্রথম আলো

Prothom Alo North America

5 September 2024, Thursday, 8th Year, Issue 390, 40 Pages

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ২১ ভাদ্র ১৪৩১, ২ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৯০, পৃষ্ঠা: ৪০

গাজা যুদ্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভকালে গ্রেটা থুনবার্গ গ্রেপ্তার
পৃষ্ঠা ১৭

'ট্রাম্পকে ঘৃণা করেন মেলানিয়া'
পৃষ্ঠা ২৬

শেখ হাসিনা আর আ.লীগের ভবিষ্যৎ কি এক সূত্রে বাঁধা?

নির্বাচন ও সংস্কার

আ.লীগকে পুনর্বাসন করার মতো কোনও নেতা এখন দলটিতে অবশিষ্ট নেই। শেখ হাসিনা এ পথ বন্ধ করেছেন হয়তো সতর্ক ভাবেই।

ইব্রাহীম চৌধুরী

শেখ হাসিনার ওপর ভারত 'রাজনৈতিক বিনিয়োগ' করেছে গত অর্ধ শতাব্দী। এতদিনের এ বিনিয়োগকে এখনই খরচের খাতায় ফেলতে রাজি নয় ভারত। যদিও অদূর ভবিষ্যতে শেখ হাসিনাকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কি না, এ নিয়ে সংশয়ে আছেন ভারতেরই রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত থেকে কোথাও যাচ্ছেন না। সেখান

শেখ হাসিনা

থেকেই আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করবেন এবং এ কাজে ভারত প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়ে যাবে। যদিও শেখ হাসিনাকে পুনর্বাসিত করাটা খুবই কঠিন কাজ হবে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে আওয়ামীলীগকে পুনর্বাসন করার মতো কোনও নেতা এখন দলটিতে অবশিষ্ট নেই। তিনিই এ পথ বন্ধ করেছেন হয়তো সতর্ক ভাবেই।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ইকোনমিক টাইমসের খবর

শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতকে কড়া বার্তা ইউনূসের

ঢাকা ডেস্ক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতকে কঠোরবার্তা দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ ফেরত চাওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে যদি ভারত রাখতে চায় তাহলে তাকে চুপ থাকতে হবে।

৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকায়

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

আ.লীগ নেতার কাছে বিএনপি নেতার চাঁদা দাবির ভিডিও ভাইরাল

ঢাকা ডেস্ক

খুলনায় আওয়ামী লীগ নেতার কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবির বিএনপির দুই নেতা কল রেকর্ডের অডিও-ভিডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে। গতকাল বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই রেকর্ড ছড়িয়ে পড়লে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। পরে রাতেই ওই দুজনকে শোকজ করেছে মহানগর বিএনপি।

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক চৌধুরী শফিকুল ইসলাম হোসেন ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ঐক্যের গান শুনিয়ে হলো চার বিভক্ত সম্মেলন

ফোবানা সম্মেলন

ফলে বছরজুড়ে ঐক্যের গান গাইলেও এবার পৃথক ৪ স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফোবানা সম্মেলন।

মনজুরুল হক

'অদম্য বাংলাদেশে অবাক বিশ্ব' স্লোগানকে সামনে রেখে তিন দশক আগে যাত্রা শুরু করে উত্তর আমেরিকার প্রবাসীদের সবচেয়ে বড় মিলনমেলা ফোবানা সম্মেলন। মূলত প্রবাসে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং বাংলাদেশের ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতির ঐতিহ্য তুলে ধরতে আয়োজন শুরু হয় এই সম্মেলনের।

তবে বর্তমানে সংগঠনটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে কিছু ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতা প্রদর্শন এবং সন্মান বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে। যার ফলে বছরজুড়ে ঐক্যের গান গাইলেও এবার পৃথক ৪ স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফোবানা সম্মেলন। যা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

জানা গেছে, ৩০ ও ৩১ আগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে শুক্র, শনি ও রোববার লেবার ডে উইকেন্ডে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, মিশিগান এবং নিউইয়র্কে পৃথক আয়োজনে ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ম্যারিল্যান্ডে ফোবানার ৩৮তম মিলনমেলার আয়োজনে স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

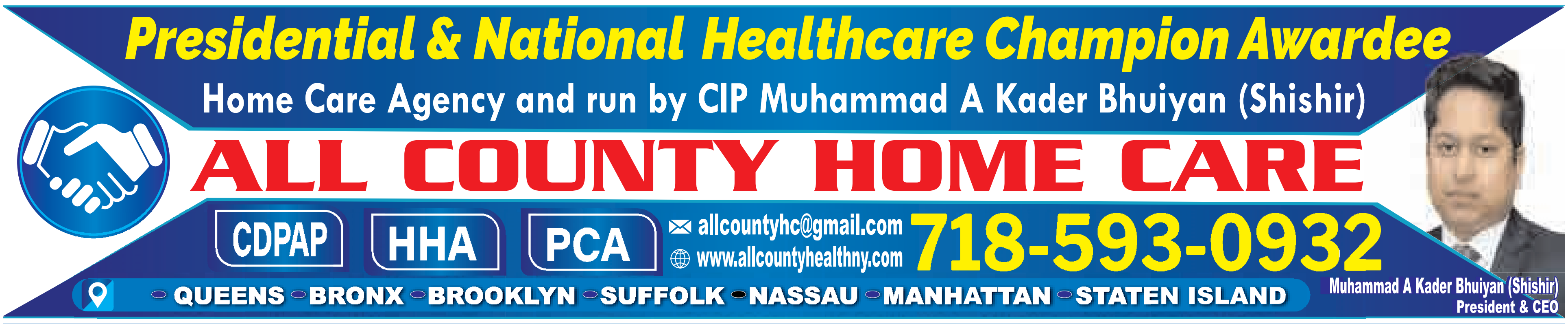

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

SECURITY
Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

raju law
ONE OF THE TOP IMMIGRATION LAW FIRMS IN THE USA
আপনি জানেন কি?
মিথ্যা স্টেটমেন্ট এবং ভুল তথ্য দেবার কারনে ফ্লোরিডা এবং নিউ ইয়র্কে ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছিল।
লাইসেন্স ছাড়া নিজেকে অ্যাটর্নি দাবি করায় অনেকে দণ্ডিত হয়েছেন।
রাজু'ল, ইমিগ্রেশন বিষয়ক যে কোনো সেবা পেতে বিশ্বস্ত নাম।
Head Office 301-919-3610
New York 934-345-7003 347-472-7050
Los Angeles 323-499-5815 213-729-9345
Atlanta 770-655-9166 458-272-5793
Dhaka 01602-270365 01728-383454
Savar 01730214236
info@rajulaw.com
www.rajulaw.com
833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you being deported?
Are you having credit card problems?
Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed?
Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
সুরাইয়া রহমান

বললেন তারেক রহমান

দেশ পরিচালনায় জাতীয় সরকার চায় বিএনপি

ঢাকা অফিস

তারেক রহমান

দেশ পরিচালনায় জাতীয় সরকার ও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুধবার ঢাকা বিভাগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি এ কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, 'আমাদের পূর্বসূরিরা রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে একটা স্বাধীন দেশ আমাদের দিয়েছেন। এই যুদ্ধ জয়ের মূল শক্তি ছিল, প্রশ্নহীন জাতীয় ঐক্য। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, স্বাধীনতার পর আমরা সেই ঐক্যের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারিনি। অত্যাবশ্যকীয় একটা জাতীয় সরকারের পরিবর্তে আওয়ামী লীগের দলীয় সরকার ক্ষমতায় আসায় দেশ বিভক্ত হয়ে পড়েছে প্রথম দিন থেকেই। ফলে একটা বিরাট অংশ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশ গঠন কোনো অবদান রাখতে পারেনি।'

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা দেখেছি দলীয় সরকারে কিভাবে একটি দলের লোকজন বিচরণ করে সর্বত্র; আর অন্য সবার অবস্থান হয়ে পড়ে তুচ্ছ আর গৌণ। ফলে একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর সেবা থেকে দেশ বঞ্চিত হয়। স্বাধীনতার পরপর জাতীয় ঐক্যের শক্তিকে ব্যবহার না করে যে সুযোগ সেদিন হাতছাড়া করা হয়েছে, আগামী দিনে আমরা সেটার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। জনগণের সমর্থন নিয়ে বিএনপি আগামীতে জাতীয় সরকারের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা দেখতে চায়।''

আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'আশাকরি জনগণ নিশ্চয়ই সেই সব দল বা ব্যক্তিকে জাতীয় সরকারে শামিল দেখতে চাইবেন না, যারা পুরো দেশটাকে একটা দল আর পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল। যারা তথাকথিত উন্নয়নের নামে আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে দেড় লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা চাপিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা

শহীদদের তালিকা হচ্ছে, এখন পর্যন্ত ৮০০ জনের নাম পাওয়া গেছে: নাহিদ

ঢাকা অফিস

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের তালিকা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৮০০ জনের নাম পাওয়া গেছে। বুধবার রাজধানীর মিরপুর পাইকপাড়ায় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত কলেজশিক্ষার্থী শফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফের বাসায় তাঁর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এ কথা বলেন। সংবাদ পিআইডির

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, 'ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে অর্জিত নতুন বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্ররা যেভাবে রাস্তায় নেমে এসেছিল, তাদের আত্মত্যাগের ফলে আজ আমরা নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। খুব শিগগির সব শহীদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি স্মরণসভা করা হবে।'

নাহিদ বলেন, 'ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের কথা দেশ মনে রাখবে। নাম না জানা অনেক ছাত্র-জনতা এ আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন। তাঁদের তালিকা করা হচ্ছে।

এখন পর্যন্ত ৮০০ জনের নাম পাওয়া গেছে। তাঁদের জন্যই আমরা বেঁচে আছি। স্বাধীনভাবে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছি।'

মিরপুরের পাইকপাড়ায় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত আহনাফের পরিবারের সঙ্গে উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।

তথ্য উপদেষ্টা আহনাফের ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার খোঁজখবর নেন এবং এখন থেকে যেকোনো সময়, যেকোনো প্রয়োজনে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন। এ সময় আহনাফের মা, বাবা, দুই ভাই ও খালা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, শফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ (১৭) রাজধানীর বিএএফ শাহীন কলেজের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ৪ আগস্ট মিরপুর-১০ নম্বরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন শফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র
গৌরব, ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও
সাফল্যের
বিএনপি'র ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে
দোয়া মাহফিল
৪৬ বছর
আলোচনা সভা এবং খাবার বিতরণ
স্থানঃ Drew St. 101 Ave, Ozone Park (Between Liberty Ave)
তারিখঃ 9 September, 2024 (Monday)
সময়ঃ বিকাল ৪টা
আপনারা সবাই আমন্ত্রিত
যোগাযোগঃ
347-429-5932 646-726-8909 347-922-4196 718-810-0229 718-536-9094
347-955-6609 718-306-7465 347-200-1291 347-386-0863 646-637-2850
929-246-7313 646-523-4434
আয়োজনেঃ ওজন পার্ক বিএনপি পরিবার

সম্পাদকীয়

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরে প্রজন্মের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং শেষমেশ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন একেকটা নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে। আমাদের এই বর্তমান জেনারেশনকে জেন জি বলা হচ্ছে এবং ডিজিটাল এই যুগে দেশের তরুণসমাজ বিভিন্ন নেশায় আসক্ত, ফোন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসক্ত বলেই সবার ধারণা। ঠিক যেই জেনারশন নিয়ে সুশীলসমাজের এত উদ্বিগ্নতা ছিল, সেই জেনারশনই এক প্রকারর বাধ্য করল দেশের বৈষম্য দূর করতে, স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে। ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলতে। কীভাবে একটি স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়-রংপুরের শহীদ আবু সাইদের বুক পেতে গুলিবিদ্ধ হওয়া আমাদের প্রতিবাদী চেতনার এক চূড়ান্ত প্রতিফলন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসক্ত তরুণসমাজ এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেই তাদের আন্দোলন বেগবান করেছে। কেন্দ্রীয় সমন্বয়কদের বার্তা এবং আন্দোলন কৌশল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেই প্রচারিত হতো। এক দিনের জমায়েতের ছবি পরের দিনের জমায়েতের জন্য অনুপ্রেরণা দিত। ফেসবুকে নিমগ্ন তরুণসমাজ ফেসবুক দিয়েই আন্দোলন চালিয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, এটাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে দীর্ঘ সপ্তাহ ধরে দেশের পুরো নেটওয়ার্ক অচল হলেও আন্দোলন দমাতে পারেনি। এর অর্থ কী দাঁড়াল? শুধু ইন্টারনেটনির্ভরতাও না। আসলে এই ছাত্রসমাজের আন্দোলনকে শক্তি জুগিয়েছে সেই বৈষম্যবিরোধী চেতনা, যা এই ছাত্রসমাজ দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে দেখে এসেছে। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া চেতনা তারা গ্রহণ করেনি। কোনটা অতিরিক্ত, কোনটা ভুল, কোনটা বৈষম্য তা ছাত্র ও তরুণসমাজ বুঝতে পেরেছে।

বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলন-২০২৪ রিজিম পরিবর্তন করে সফল হয়েছে। তবে এ আন্দোলনের প্রভাব আরো অনেক গভীর ও ব্যাপক। কেউ কেউ এ আন্দোলনকে তাৎক্ষণিক স্বার্থগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করলেও শিক্ষার্থীরা সংঘবদ্ধ স্থায়ী স্বার্থগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অনুঘটক। তাদের ঐক্য ও আন্দোলনের বিস্তৃত ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থাকে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হলো, এ আন্দোলনে প্রাথমিকভাবে অংশ নিয়েছিলেন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এমনকি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা। পরবর্তী সময়ে সীমিত পরিসরে সরাসরি যুক্ত হয়েছেন শিক্ষক, অভিভাবক ও অন্যান্য সামাজিক শ্রেণী। চূড়ান্ত পর্যায়ে এ আন্দোলনে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। কারফিউ ও পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় ধাপে শাসক শ্রেণী ও তাদের লেজুড়বৃত্তিকারী ছাড়া বাকি সব নাগরিকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল এ আন্দোলনে।

শোষণ, বঞ্চনা আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে তারুণ্যের প্রতিবাদে সৃষ্ট গণজোয়ারে নতুন যুগে পদার্পন করেছে বাংলাদেশ। এখন রাষ্ট্র সংস্কারের পালা। আর সেই গুরুদায়িত্ব পালনে পাঞ্জেরীর ভূমিকায় তরুণরা। তাদের ঘিরে ১৮ কোটি মানুষের প্রত্যাশা যেন একটু বেশিই। তরুণরাও ঢেলে সাজাতে চান বাংলাদেশকে। জেঁকে বসা দলীয় লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতির অবসান ঘটাতে চান তরুণরা। ছাত্র অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংসদ সক্রিয় করার পরিকল্পনা তাদের। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সংস্কার করতে চান শিক্ষা ব্যবস্থার, ঢেলে সাজাতে চান স্বাস্থ্য খাতও।

ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে এ গণঅভ্যুত্থানে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে শহরের শ্রমজীবী-মেহনতি সাধারণ মানুষ। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, আর নানা শ্রেণি-পেশার বিক্ষুব্ধ লাখ লাখ মানুষ। যে এক-দেড় হাজার (সঠিক সংখ্যা এখনো জানা যায়নি) মানুষ শহিদ হয়েছেন, তার মধ্যে শিক্ষার্থীদের বাইরে শহরাঞ্চলের সর্বহারা-আধা সর্বহারা শ্রেণির মানুষের সংখ্যাই বেশি। এ মানুষদের হারানোর কিছু ছিল না। কিন্তু তাদের শত বঞ্চনা, বেকারত্ব, না খাওয়া আর মানবেতর জীবনের গ্লানি তাদের গণপ্রতিরোধ-গণঅভ্যুত্থানের মিছিলে শামিল করেছে।

এ গণঅভ্যুত্থান সমাজের প্রতিটি অংশ, রাষ্ট্রের প্রতিটি অংশকে প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়েছে, অনেক কিছু ভেঙেচুরে দিয়েছে। কেবল স্থাপনা নয়; প্রচলিত ধারণা, অচলায়তন, চিন্তা-দর্শন, মূল্যবোধ, গতানুগতিক রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বহুক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে; অযুত ইতিবাচক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। কিন্তু বাস্তবে এসব সম্ভাবনা কতখানি কী কাজে লাগানো যাবে, তা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করছে।

বাংলাদেশে ২০২৪-এর এ গণঅভ্যুত্থান ছাত্র-তরুণদের প্রায় সমগ্র একটি প্রজন্মকে রাতারাতি বড় করে তুলেছে, করে তুলেছে দায়িত্বশীল। রংপুরের শহিদ আবু সাঈদের বীরোচিত আত্মদান হাজারো, লাখো তরুণকে জুলুম আর জালেমশাহি রাজত্বের বিরুদ্ধে দেশাত্মবোধের চেতনায় জাগিয়ে তুলেছে। তাদের অনেকের কাছে এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধে শামিল হওয়ার মতো গৌরবের বিষয়। হাজার হাজার তরুণ শিক্ষার্থী, নারী-পুরুষ আবু সাঈদের মতো আত্মদানে গুলির মুখে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

এ শক্তিকে কে পরাজিত করে! অভ্যুত্থানের পর তারা যেভাবে সারা দেশে ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্ব পালন করেছে, ডিবি অফিস, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, থানাগুলোকে পরিষ্কার করেছে, থানা থেকে শুরু করে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মন্দির ও অঞ্চলগুলোকে পাহারা দিয়ে আসছে, তা দায়িত্ব ও সম্প্রীতির নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে। কোমলমতি বলে যাদের ছোট করা হতো, প্রয়োজনে তারা কীভাবে অভিভাবকের ভূমিকায় আবির্ভূত হলো, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। আমাদের সব যে শেষ হয়ে যায়নি, 'জেন জি:-এর এ প্রজন্ম তা দেশবাসীকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে।

ছাত্র-জনতার এ গণআন্দোলন-গণঅভ্যুত্থান অনেক বিপ্লবী উপাদানের জন্ম দিয়েছে, বিপ্লবী সম্ভাবনার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এ গণঅভ্যুত্থান রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের শক্তিকে পরাজিত করেছে, ছাত্র-জনতার গণকর্তৃত্ব, বিশেষ করে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক ও নৈতিক গণক্ষমতারও এক ধরনের উত্থান ঘটিয়েছে। ছাত্র-তরুণরা বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে জাগরণ সৃষ্টি করেছে, পুরোনো শাসনব্যবস্থা, পুরোনো জমানা পরিবর্তনে যে জনমত তৈরি করেছে, তার মধ্যে বিপ্লবী সম্ভাবনা রয়েছে।

যেসব দেশে গণতন্ত্র নেই এবং যেসব দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন রয়েছে, সেসব দেশের চেয়েও বাংলাদেশে দুর্নীতির মাত্রা বেশি। যেখানে প্রতিটি শাখার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, অনিয়ম ও ঘুষ বাণিজ্যে সয়লাব, সেখানে এহেন অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী ছিল। স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম, প্রশাসনিক সহায়তায় দানবীয় রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ, পুলিশ বাহিনীর শোষণ, বিচার ব্যবস্থায় দলীয়করণসহ সকল অনিয়ম উচ্ছেদ হোক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপে। বাংলাদেশে আর কখনো স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে না এমনটাই প্রত্যাশা আপামর জনতার। ছাত্র-জনতার এ উত্থান হোক দুর্নীতি বিরোধী উত্থান, সংস্কারের উত্থান, বৈষম্যবিরোধী উত্থান। দেশকে ঢেলে সাজানোর সময় ও সুযোগ তৈরি হয়েছে শিক্ষার্থীদের এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

এ গণঅভ্যুত্থান সমাজের প্রতিটি অংশ, রাষ্ট্রের প্রতিটি অংশকে প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়েছে, অনেক কিছু ভেঙেচুরে দিয়েছে। কেবল স্থাপনা নয়; প্রচলিত ধারণা, অচলায়তন, চিন্তা-দর্শন, মূল্যবোধ, গতানুগতিক রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বহুক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে; অযুত ইতিবাচক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। কিন্তু বাস্তবে এসব সম্ভাবনা কতখানি কী কাজে লাগানো যাবে, তা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করছে।

যেহেতু রাষ্ট্রীয় বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদেই জন্ম নিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, তাই তরুণ ছাত্রসমাজকে প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকাটাও বাঞ্ছনীয়। দেশের সকল শাখার দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান দৃঢ় হওয়াটাও সময়ের দাবি। মুক্তিযোদ্ধা ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের সব শহীদদের সত্যিকার অর্থে স্মরণ করতে হবে, এই প্রজন্মকে সকল শহীদদের যথাযথ মূল্যায়নেও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে। ছাত্র-জনতার এই অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবেনা, দেশকে নূতন করে গড়ে তোলার কাজে ঐক্য বদ্ধ প্রচেষ্টার হউক জয়।

ভারতের 'শেখ হাসিনা সমস্যা' সহজেই দূর হচ্ছে না

আহমেদ হুসাইন

দেড় দশক ধরে ভারত রাখঢাক না রেখেই শেখ হাসিনার নৃশংস ও স্বৈরাচারী শাসনকে সমর্থন করেছে। দেশটিতে ২০ দিনের সরকারবিরোধী সহিংস আন্দোলন তাঁকে সেনা কার্গো বিমানে করে ভারত যেতে বাধ্য করেছে। এই আন্দোলনে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫৪২ জনের।

বছরের পর বছর হাসিনার দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে অন্ধ সমর্থন দিয়ে গেছে দক্ষিণ ব্লক (ভারত)। ওই শাসনামলে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে, যা দেশটির জাতীয় বাজেটের দ্বিগুণ।

হাসিনার শাসনামলে ভারতের নরেন্দ্র মোদি সরকার কখনোই বাংলাদেশ অথবা দেশটির জনগণকে বন্ধু বানানোর চেষ্টা করেনি। বরং হাসিনা ও আওয়ামী লীগের জন্য ভারত নিজেদের সুনাম ও জাতীয় স্বার্থ ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। যখন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দিতে চেয়েছে, তখন ভারত হাসিনাকে সুযোগ দিতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে তদবির চালিয়ে গেছে। দিল্লি ওয়াশিংটনকে বলেছে, (উভয় দেশের) একই ধরনের কৌশলগত ঐকমত্য না থাকলে ভারতকে কৌশলগত অংশীদার হিসেবে তারা (যুক্তরাষ্ট্র) নিতে পারবে না।

গত ১৯ জুলাই বাংলাদেশে পুলিশের গুলিতে ৭৫ জন নিহত হন। ওই দিন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এর কয়েক দিন পর গণঅভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতন হয়। ক্ষমতা নিয়ে দেশটির অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস এটিকে 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' হিসেবে আখ্যা দেন। এরপরেও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পার্লামেন্টে দেওয়া ভাষণে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেননি যে, কেন প্রতিবেশী দেশের মানুষজন তাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছে।

কারণ না খুঁজে ভারতের কিছু গণমাধ্যম হাসিনার পতনের পেছনে সন্দেহভাজন হিসেবে পাকিস্তান, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের নাম বলেছে। এটা সত্যিই পরিহাসের বিষয় যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্নায়ুযুদ্ধ ২.০-এর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়কেই বাংলাদেশের মিত্র হিসেবে দেখা হয়। এই গণঅভ্যুত্থানে পাকিস্তানের সম্পৃক্ততাও হাস্যকর।

গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশ মাথাপিছু জিডিপিতে ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে। দেশটির জনগণের গড় বয়স ২৬। যে জেন-জি প্রজন্মের নেতৃত্বে হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে, তারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি। ভারত ও পাকিস্তান তাদের কাছে নিতান্তই দুটি দেশ, যা নিয়ে তারা বিভিন্ন সময়ে মিম তৈরি করে থাকেন।

কিছু কিছু ভারতীয় গণমাধ্যম আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করেছে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য। এই ধরনের প্রচার সমগ্র উপমহাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়নের বড় ইস্যুটিকে 'তুচ্ছ' বিষয়ে পরিণত করে।

গণমাধ্যমের মতো ভারত সরকারও বুঝতে পারছে না যে, হাসিনা তাদের জন্য একটি বোঝা। এরই মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত এই স্বৈরশাসক একাধিক অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের প্রতিবেদনে অনুযায়ী, বাংলাদেশে আন্দোলনে ৩২ জন শিশু নিহত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট শিশুটির বয়স পাঁচ। রিয়া গোপ নামের এই হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিশুটি ছাদে খেলার সময় গুলিবিদ্ধ হয়। যার নির্দেশে এমন অমানবিক কর্মকাণ্ড হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় দেওয়া ও রক্ষা করা অসম্ভব।

বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টাতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের সাহায্য আমাদের ইতিহাসের অংশ। কিন্তু ৫৪ বছর আগে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল, তা বাংলাদেশকে ঋণী মনে করার জন্য যথেষ্ট নয়।

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। হাসিনার প্রতি বছরের পর বছর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। তবে সাধারণ বাংলাদেশিদের জন্য ভারতকে আওয়ামী লীগ থেকে আলাদা করে ভাবাটা অনেক কঠিন। হাসিনার পতনের কয়েক ঘণ্টা পরই ঢাকায় ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ করার মতো ঘটনা ঘটেছে। তবে গত সপ্তাহে ঢাকায় সীমিত আকারে ভারতের ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

হাসিনাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভারতে থাকতে দিলে বাংলাদেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও খারাপ হতে পারে। হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ চূড়ান্ত হলে বাংলাদেশের নতুন সরকার তাঁর প্রত্যর্পণ চাইতে পারে। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটি প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে। এর অধীনে হত্যা মামলার আসামি হাসিনাকে ফেরত চাইতে পারে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সরকার এরই মধ্যে হাসিনার বিশেষ পাসপোর্ট বাতিল করেছে। তিনি ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় এটি ব্যবহার করেছিলেন। বিষয়টি দিল্লিতে তাঁর থাকার বিষয়টি আরও জটিল করে তুলেছে।

হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে ভারত হাজার হাজার তরুণকে তাঁদের থেকে বিচ্ছিন হওয়ার ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে এসব তরুণের চীনমুখী হওয়ার ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এটি একটি বিশৃঙ্খলা, যা স্পষ্টতই ভারতের অদক্ষ এবং অলস আমলাতন্ত্র নিজের ওপর নিয়ে এসেছে।

একটি সমস্যা সমাধানের জন্য বড় পদক্ষেপ হলো সমস্যাটিকে স্বীকার করা। ভারতের জন্য বাংলাদেশের জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার এখনই সময়। বাংলাদেশে পুরোনো বন্ধুদের কাছ থেকে সহায়তা নেওয়া বন্ধেরও মোক্ষম সময় এটি। ভারতকে বাংলাদেশে নতুন বন্ধু খুঁজে বের করতে হবে। তাদের পুরোনো নীতি ব্যর্থ হয়েছে, এটি তাদের বুঝতে হবে। এটিও বুঝতে হবে যে, বাংলাদেশে তার পুরোনো বন্ধুকে ঘৃণার চোখে দেখা হচ্ছে।

এর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টাতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের সাহায্য আমাদের ইতিহাসের অংশ। কিন্তু ৫৪ বছর আগে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল, তা বাংলাদেশকে ঋণী মনে করার জন্য যথেষ্ট নয়।

যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের বেশির ভাগ দেশ স্বাধীন করেছে। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের কলোনি না। ওয়াশিংটন, ফ্রান্স, ইতালি বা জার্মানিতে গণতন্ত্রকে গলা টিপে দেওয়ার চেষ্টা করে না। ভারত যদি একটি আঞ্চলিক পরাশক্তি হতে চায়, তার পররাষ্ট্রনীতিকে আমেরিকার মতো ভূমিকা পালন করতে হবে। সাধারণ বাংলাদেশিরা ভারতের শত্রু নয়। সমস্যাটা হচ্ছে বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের নীতি।

বাংলাদেশকে ঘিরে পরাশক্তির উত্থান সম্ভাবনা

আবু জাফর মাহমুদ

২০২৪ এর অভ্যুত্থানে আমি শুধু কৈশোর পেরুনো তারুণ্যের ঝড় দেখিনি, উচ্ছ্বসিত হয়েছি শিশুর মুখে ফুটে ওঠা দেশপ্রেমের অমোঘ উচ্চারণে। সেখানে দেশপ্রেমের যে তীব্র গভীরতা এবং প্রখর উত্তাপ তা যেন আমাদের আগামী বিপ্লবের শক্তিকে স্পষ্ট করে।

বাংলাদেশের এই শিশু বংশধররাই এশিয়া মহাদেশ জুড়ে চিন্তা, মনন এবং মানবিক আদর্শের জগতে অনুকরণীয় পাঞ্জেরি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সমাজে এরাই ভবিষ্যতের বাতিঘর।সর্বভয় জয় করার মহাশক্তি।অমানবিক হিংস্র দানবদের অস্তিত্ব বিনাশের মহাপ্রলয়। তথাকথিত প্রচলিত সকল তত্ত্বকে ছাড়িয়ে যে জাতির নয়াপ্রজন্ম রাষ্ট্র এবং সমাজজীবনের মুখোশধারী শত্রুদের ঘৃণা করতে জেনে গেছে।

অপশক্তির সর্বগ্রাসী আঞ্চলিক ও বিশ্বথাবার নীচে থেকেও নিরস্ত্র অথচ প্রত্যয়ী দৃঢ়তায় অগ্রাহ্যের তুফান জাগিয়ে কম্পন তুলেছে শত্রুর সামরিক শিবিরে। তছনছ করে দিয়েছে অহংকারীর কূটকৌশল। নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে ঘাতকদের অত্যাধুনিক বলে পরিচিত সকল মারণাস্ত্র। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ছড়িয়ে লুকিয়ে থাকা বিশাল বিস্তৃত কম্যান্ডো জাল নীরবে পালিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে।

কখন কিভাবে বাড়ীর উঠান থেকে শুরু করে কেজি, প্রাইমারি মাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা সর্বত্র তারা বেড়ে উঠেছে জালেম শাসকদের রক্তচক্ষু ও প্রাণনাশী ঘৃণ্য নৃশংসতা সমুলে রুখে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে।

এই শিশুরাই আছে নিয়ম গড়ার উদ্ভাবনে। ওরাই আছে রাষ্ট্রশক্তির বিডিআর হয়ে, ওরাই হচ্ছে আইন শৃঙ্খলার রক্ষক, ওরাই হতে চলেছে দেশরক্ষার আস্থা ভরসার দুর্ভেদ্য কান্ডারী। দেড় দশকের বেশি সময় ধরে হায়েনার শাসনতলে থেকে বেড়ে ওঠা এই বিজয়ী তারুণ্যে কি তাহলে দেখা মিলছে এক একজন মুসা, যে ফেরাউন বিলোপে বেড়ে উঠেছিলো তারই আখড়ায়?

প্রতিটি ফেরাউন আসে নিজের অজান্তে তারই ধ্বংসের প্রতিপক্ষ নিয়ে। ফেরাউনরা বিলুপ্তি পায় পরবর্তীদের শিক্ষার ঘৃণ্য মডেল হয়ে।বাংলাদেশের আকাশে আমি আলোকিত বিশ্বধারায় অনাগত পরাশক্তির আভাস দেখি।

তাই,আবর্জনার ধ্বংসস্তূপে আগুনের উত্তাপ শেষে নতুন পরাশক্তির নিশ্চিত উত্থান ঘিরে যেনো অচিরেই আয়োজন হয় বিশ্বশক্তির মহামেলা। মিলিটারি বেইজ।

দিকে দিকে বাজতে শুরু করেছে দুঃশাসন প্রতিরোধের দামামাঅমিত সাহস এর জন্য পৃথিবীবাসীর সামনে এখন এক দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ। লাল সবুজের পতাকার সঙ্গে এখন গভীরভাবে যুক্ত হয়ে গেছে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'।পৃথিবীর যেখানে দুঃশাসন সেখানেই এই একই ভাষায় প্রতিবাদ, একই শক্তির ঝাণ্ডা উড়িয়ে প্রতিরোধ "তুমি কে আমি কে, 'বাংলাদেশ' 'বাংলাদেশ'। যেমন করে পাকিস্তানে, ভারতে এবং এর ধারাবাহিকতায় নেপালে। এ যেন সময়েরই দাবি, ভূ পৃষ্ঠের বুক চিরে উত্থিত এক প্রতিবাদী হাতিয়ার।এই সময়ে কার বুকের ভেতর থেকে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়নি ?

আমরা নতুন করে আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে শুনলাম, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিপ্লব জাগ্রত করা সুর শব্দের গোলা।

"দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।"

নব্য উপনেবিশেকতার অস্বাভাবিক বল প্রয়োগে পথহারা শাসকগোষ্ঠী যখন ভোগ বিলাসিতা ছাড়া সম্মুখে কিছু দেখছে না, অর্থ সম্পদ যখন কোনো কিছুর শেষ সমাধান নয়, সমরাস্ত্র যখন নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিতে ব্যর্থ, ঐশ্বর্যরে অহংকার যখন শুধুই ধংসের পথ দেখাতে থাকে তখন মানুষ খুঁজতে থাকে বুকের ভেতর থেকে উৎসরিত সাহস। যে সাহসের চূড়ায় কোনো সুসজ্জিত বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তোলা যায় না, সেই অমিত সাহস ম্যালথাসের থিওরির মতো প্রকৃতি থেকেই উৎসারিত। আমাদের শিশু, কিশোর তারুণ্যের রক্তে সঞ্চারিত জীবনীশক্তি। যা পথ দেখাতে পারে শুধু আমাদের দেশ বা অঞ্চল নয়, পথ দেখাতে পারে গোটা বিশ্বকে।

KARNAFULLY
HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

বৃহস্পতিবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

ইউনূস সরকারকে যে ভুলগুলো এড়াতে হবে

জন ড্যানিলোভিজ

চলতি বছরের শুরুতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের নির্বাচনেরও আগে বেশ কয়েকটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলাম। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া ও তাঁদের সহকর্মীদের উদ্দেশে ওই বার্তা দিয়েছিলাম। একই চেতনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবং তাঁর পরিষদকে আমি কী পরামর্শ দেব তা নিয়ে ভাবছিলাম। আমি যদি লিফটে তাদের কয়েক মিনিট একা পাই তাহলে কিছু কথা শোনাতে চাই।

আমার মনে আছে, ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার করতে গিয়ে বেশকিছু ভুল করেছিল। এবার সে ভুলগুলো এড়ানো খুবই জরুরি বলে মনে করি। একই সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে, ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক শক্তি বেশকিছু ভুল করেছিল। প্রতিটি ইস্যু নিয়েই বিস্তৃত আলোচনা দাবি রাখে কিন্তু আমার লিফটে এসব কথা বলার লক্ষ্য হচ্ছে জরুরি কথা অল্প সময়ে বলে ফেলা। শুরুতেই আমি এটাও বলতে চাই, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ড. ইউনূস নেতৃত্বাধীন সরকারের সাফল্য। তারা যেন একটি সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের পথনির্দেশ করতে পারে সেই শুভকামনা নিয়ে আমার আলাপ।

প্রথমত বেসামরিক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আমার পরামর্শ হবে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর ওপর তাদের আধিপত্য স্পষ্ট করে তোলা। যদি তারা তা না করতে পারে তাহলে সেনাদের ক্ষমতায় আসতে দেওয়ার চেয়ে নিজেদের সরে দাঁড়ানোই উত্তম।

বেসামরিক সরকারের আড়ালে সামরিক শাসনের প্রক্রিয়া জারি রাখার কোনো মানে নেই। ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বাংলাদেশ বা বিদেশে কেউ আসলে বিশ্বাস করেনি যে, প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ বা তাঁর সহকর্মীরা সরকার চালাচ্ছেন। কিছু উপদেষ্টা সেই সরকারে সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও চাবিকাঠি ছিল সেনাপ্রধানের হাতে। সেনাপ্রধানকে সহায়তা করত ইউনিফর্মধারী আরেকটি ছোট অংশ, যারা প্রায়ই তাঁকে পরস্পরবিরোধী পরামর্শ প্রদান করছিল। বর্তমান বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর কোনো ভূমিকা নেই এমনটা বলার কোনো সুযোগ নেই। বরং সামরিক বাহিনীকে অবশ্যই বেসামরিক সরকারের অধীন হতে হবে এবং একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। বেসামরিক প্রশাসনের অনুরোধে বা নির্দেশক্রমে তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

২০০৭-০৮ সালের হাইব্রিড সরকারের সংস্কার এজেন্ডার মূল উপাদানগুলোর (দুর্নীতিবিরোধী অভিযান এবং রাজনৈতিক দলের সংস্কারসহ) দায়িত্ব ছিল সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কয়েকজন ব্রিগেডিয়ারের কাঁধে। এর ফলে কুখ্যাত মাইনাস টু নীতি তৈরি হয়েছিল, যা ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে দলের ভেতর থেকে সংস্কারবাদী অংশটাও দুর্বল হয়ে গেল এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অনেক আত্মবিশ্বাস নিয়ে কার্যক্রম শুরুর পরও সেনা কর্মকর্তারা ধূর্ত রাজনীতিবিদদের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন।

> ওয়ান-ইলেভেনের সরকার বার বার জোর দিয়ে বলে আসছিল, তারা ‘রাজনৈতিক সরকার’ নয়। সরকার কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে একটি মৌলিক ভুল বোঝাবুঝি ছিল এখানে। যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার দলীয় সরকার ছিল না (বাংলাদেশের ঐতিহ্য মাথায় রেখে বলতে গেলে), কিন্তু প্রকৃতগত কারণেই যেকোনো সরকারই রাজনৈতিক।

আরও সহজ করে বললে, ২০০৭-০৮ হাইব্রিড তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অগ্রাধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না এবং সহজেই পথভ্রান্ত হয়েছিল। এছাড়া সরকারের বেসামরিক অংশের লোকবল কম থাকায় অনেক কাজই তারা করতে পারছিল না। এতে সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব আরও শক্তিশালী রূপ পায়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও সরকারের বেসামরিক অংশকে প্রয়োজনীয় সমর্থন দিয়ে যায়নি।

ওয়ান-ইলেভেনের সরকার বার বার জোর দিয়ে বলে আসছিল, তারা ‘রাজনৈতিক সরকার’ নয়। সরকার কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে একটি মৌলিক ভুল বোঝাবুঝি ছিল এখানে। যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার দলীয় সরকার ছিল না (বাংলাদেশের ঐতিহ্য মাথায় রেখে বলতে গেলে), কিন্তু প্রকৃতগত কারণেই যেকোনো সরকারই রাজনৈতিক। আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার নাগরিকদের সঙ্গে সংযোগের সুতো হারিয়ে ফেলেছিল যেটা রাজনীতিবিদরা করে আসতেন। রাজনীতিবিদদের বদলে ওই শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে এসেছিলেন আমলা বা জুনিয়র সেনা কর্মকর্তারা।

স্বভাবগত দিক থেকে বেশ অন্তর্মুখী চরিত্রের মানুষ ড. ইউনূস। দেশের মানুষের সঙ্গে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত নন তেমনি বিদেশি কূটনীতিকদের দিকেও তাঁকে ঘেঁষতে দেখা যাচ্ছে না। ২০০৭-০৮ সরকারে পররাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল অভিজ্ঞদের হাতে। কিন্তু এবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহজ যোগাযোগের উপায় না থাকায় এ সরকারকে বোঝাপড়া কিংবা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিপরীতে ওয়ান-ইলেভেনের সরকারে সেনাপ্রধানের কাছে খুব সহজে যাওয়া যেত। তিনি নিজেকে সবসময় দৃশ্যমান করে রেখেছিলেন।

যেহেতু লিফটটি এখনই তার গন্তব্যে পৌঁছাবে তাই আমি সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এবার বলব যে তা এ অন্তর্বর্তী সরকারের মনে গেঁথে থাকে। ২০০৭-০৮ সালের নির্বাচিত সরকারের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে তড়িঘড়ি করা। একটি নমনীয় শর্তভিত্তিক সময়সূচি সময় নির্ধারণ না করে ওই সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উৎসাহে তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ ঘোষণা করেছিল। আরেকবার এমনটি ঘটলে বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী রাজনৈতিক শ্রেণি জানে যে তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত। তারা বুঝতে পারছে যে, ক্ষমতা এখন সরকার থেকে অসংগঠিত রাজনৈতিক শ্রেণীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে; সুতরাং দাবি পূরণের জন্য এখন থেকে কেবল মুখের কথাই যথেষ্ট।

লিফটের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সরকারকে আমার শেষ মুহূর্তের পরামর্শ হবে অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে। শেখ হাসিনা তাঁর শাসনের অবসান ঘটাতে পারে এমন স্ফুলিঙ্গের আভাস পাননি। তেমনি সব সরকারকেই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বৈশ্বিক খাদ্য ও জ্বালানির আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি ঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারেনি ওয়ান-ইলেভেনের সরকার। এরই মধ্যে খেলার মাঠে ছাত্রদের সঙ্গে একটি বিরোধ বৃহত্তর ক্ষোভ সঞ্চার করে এবং ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হয়। বিশ্বব্যাপী সাম্প্রতিক ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করলে এটা দেখা যাবে যে, নিকট ভবিষ্যতে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

গাড়িকাণ্ডে ওমরায় যেতে পারলেন না বিএনপির সেই নেতা

ঢাকা অফিস

চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানা বিএনপির সভাপতি মঞ্জুরুল রহমান চৌধুরীকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আটক করার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁকে বিদেশে যেতে দেয়নি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় শাহ আমানত বিমানবন্দর হয়ে সৌদি আরবে ওমরাহ করতে যাওয়ার পথে তাঁকে আটক করা হয়। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

দেশের একটি বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন। ওই কর্মকর্তা বলেন, এস আলমের গাড়িকাণ্ডের ঘটনায় ওই বিএনপি নেতাকে আটক করা হয়েছিল। তিনি বিদেশে যেতে পারেননি। তাঁর বিরুদ্ধে দেশ ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

গতকাল বুধবার রাতে নগরীর জামালখানের একটি আবাসিক ভবনের পার্কিং থেকে এস আলম গ্রুপের একটি গাড়ি জব্দ করে পুলিশ। পার্কিং লটে আরও দুটি গাড়ি ছিল। পুলিশ সেখানে পৌঁছার আগেই সেই গাড়ি দুটি সরিয়ে ফেলা হয়। ওই ভবনের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন বিএনপির এই নেতা।

বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইব্রাহিম খলিল বলেন, একটি বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা এস আলমের গাড়ি কেলেঙ্কারি কাণ্ডের বিষয়ে মঞ্জুরুল রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। সেটির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বিমানবন্দরে আটক করে রাখা হয়। তিনি সৌদি আরবে ওমরাহ পালন করতে যাচ্ছিলেন। আজ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তাঁর ফ্লাইট ছিল।

নিজের ফ্ল্যাটের নিচে পার্কিং থেকে এস আলমের গাড়ি আটক করার বিষয়ে জানতে চাইলে মঞ্জুরুল রহমান বলেছিলেন, 'আমাদের পার্কিংয়ে এস আলমের গাড়ি কে রেখেছিল আমি জানি না। আমিও অন্য সবার মতো এই ভবনে থাকি।'

ঐক্যের গান শুনিয়ে হলো চার বিভক্ত সম্মেলন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্পাদক শাহনেওয়াজ। সম্মেলন হোস্ট করে বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইনক।

ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনের ক্রিস্টাল গেটওয়ে ম্যারিয়ট হোটেলে অনুষ্ঠিত ফোবানার সম্মেলনের আহবায়ক ছিলেন রোকসানা পারভীন ও সদস্য সচিব আবু রুমি, প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন নুরু, চেয়ারপারসন এটর্নি মোহাম্মদ আলমগীর। এই সম্মেলনের আয়োজন করেন আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি (বাগডিসি)।

নিউইয়র্কে মূলধারার রাজনীতিবীদ ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদের নেতৃত্বাধীন ফোবানার কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় নিউইয়র্কে।

এ কনভেনশনের কনভেনর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও লায়ন্স সিনিয়র ভাইস গর্ভনর আসেফ বারী টুটুল। গিয়াস আহমেদ জানিয়েছেন, এবারের কনভেনশন দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মুক্তযোদ্ধাদের উৎসর্গ করা হয়।

'মোদের গর্ব, মোদের দেশ-হৃদয়ে বাংলাদেশ' প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাতৃভূমির প্রতি এমন ভালবাসার স্লোগান নিয়ে মিশিগানে অনুষ্ঠিত হয় ফোবানার ৩৮ তম কনভেনশন। সেখানে ফোবানার মূল কারিগত ছিলেন ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান বেদারুল ইসলাম। যেখানে শুধু মিশিগান নয়, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ছাড়াও পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র কানাডা এমনকি যুক্তরাজ্য থেকেও বাংলাদেশিদের আগমণ ঘটে।

আয়োজকরা আরো জানান, এবারের ৩৮তম ফোবানা কনভেনশনে বাংলাদেশ ও নিউইয়র্কের গুণী চিত্রাভিনেতা, ব্যান্ড তারকা, কণ্ঠশিল্পীসহ স্থানীয় অনেক প্রতিভাবান শিল্পীরা একের পর এক

মনোমুগ্ধকর গান পরিবেশন করেন। এছাড়াও এই কনভেনশনকে ঘিরে থাকছে, প্রবাসীরা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য দিক নির্দেশনামূলক বিজনেস নেটওয়ার্কিং সিস্টেম উত্থাপন, স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে প্রবাসীদের ভূমিকা শীর্ষক কার্যক্রম, নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক কার্যক্রম, সাহিত্য ও কবিতার আসর, ইয়থ ফোরাম, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ, টেলেন্ট শো, ফোবানা স্কলারশীপ প্রদান সহ আরও নানান আয়োজনের মাধ্য দিয়ে ফোবানা শেষ হয়।

এদিকে প্রত্যেক আয়োজক নিজেদের অয়োজনের প্রশংসা করেছেন। তাদের দাবি, সম্মেলন ব্যতিক্র এবং সফল হয়েছে। এছাড়া দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ছিলো নজরকাড়া উপস্থিতি।

যদিও বিভক্তির কুফল দৃশ্যমান হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অনেক প্রবাসী। সংস্কৃতির চর্চা কিংবা কমিউনিটির কল্যাণে কাজের বিপরীতে ফোবানা যেন হয়ে উঠেছে ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদা বৃদ্ধির হাতিয়ার। তাইতো প্রবাসীরা ফোবানার এ রকম বিবক্ত কার্যক্রমের কড়া সমালোচনা করেছেন। সাধারণ প্রবাসীরা বলছেন, গত দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে ফোবানায় ভাঙন চলে আসছে। প্রায় প্রতিবছর একটি ফোবানা ভেঙে আরেকটি ফোবানার জন্ম হয়।

তারা বলছেন, যদি ফোবানা নিয়ে এসব বন্ধ না হয় তবে আমাদের নতুন প্রজন্ম কি শিখবে? অনুষ্ঠানের নাম করে যদি এভাবে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা চলে তবে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশিদের ঐক্য কোনভাবেই সম্ভব না।

প্রসঙ্গত, ১৯৮৭ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংকের একটি ছোট অডিটরিয়ামে অত্যন্ত ছোট পরিসরে ফোবানার জন্ম হয়েছিল।

আ.লীগ নেতার কাছে বিএনপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিএনপির আহ্বায়ক রিয়াজ শাহেদ।

জানতে চাইলে মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এস এম শফিকুল আলম মনা আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'আমি যুগ্ম-আহ্বায়ক চৌধুরী শফিকুল ইসলাম হোসেন ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক রিয়াজ শাহেদের কল রেকর্ডটি শুনেছি। বুধবার রাতেই তাদের শোকজ (কারণ দর্শানো) করা হয়েছে।' তাদের জবাব সন্তোষজনক না হলে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে জানান তিনি।

অডিও-ভিডিও ক্লিপে বিএনপি নেতা চৌধুরী শফিকুল ইসলাম হোসেনকে বলতে শোনা যায়, 'আমাদের মেইন লোক হলো রিয়াজ, হয়তো জানেন। এখন যে পজিশন, সেই পজিশানের মধ্যে ওই এলাকায় কী পরিমাণ ক্ষতি করেছে, আমাদের ওই এলাকায় অনেক ক্ষতি করেছে সে। যাই হোক লোকাল পলিটিকসে আপনি (শেখ খালিদ আহমেদ, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক), বারবার বলতিছে যে, সে আমার ছোট বেলার বন্ধু, সে যেন না আসে। তার ব্যাপারটি একটু দেখতি হবে নে, যেন না ফাঁসে। ওর দিকে একটু খেয়াল-টেয়াল রাইখেন। তারপরও ওর জন্যি একটু করতি হবে।

প্রতি উত্তরে আরেকজনকে বলতে শোনা যায়, ভাই কী করতে হবে, বলেন না? ও তো আমার ভাই, বন্ধু সমস্যা নেই। কী করতে হবে বললি, আমার জন্য একটু সুবিধা হয়। তখন হোসেনকে বলতে শোনা যায়, কিছু হেল্পটেল্প করা লাগবে। পাশ থেকে ফিসফিসিয়ে আরেকজন বলে দুই লাখ টাকা দিতে হবে।

এ সময় হোসেনকে বলেন, এখন তো কম-বেশি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ম্যানেজ করা লাগবে। অপর ফোন থেকে বলা হয়, আপনি বলেন, আপনি বললে আমার মনটা ঠান্ডা হয়ে যায়।

হোসেন বলেন, লাখ দুই টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েন। উত্তরে সে বলে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি ভাই, কোনো সমস্যা নেই।

এরপর হোসেন যার সঙ্গে কথা বলছিলেন তার আরেকটি ফোনে শোনা যায়, ভাইকে অনেক কষ্টে ম্যানেজ করেছি। তুই ওইটা ম্যানেজ কর বন্ধু। তখন সে জানতে চায়, তোকে কে ফোন দিয়েছিল। সে উত্তরে বলে উনি হলেন, আমাদের মহানগরের যুগ্ম আহ্বায়ক হোসেন ভাই। খবরদার কারও কাছে নাম বলবি না। বললে অসুবিধা আছে। তখন সে বলে না কারও কাছে বলব না দোসত।

তবে এটিকে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করে বিএনপির রিয়াজ শাহেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'কল রেকর্ডটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে নানামুখী ষড়যন্ত্র করছে একটি স্বার্থান্বেষী মহল। যারা আমাকে হত্যার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তারাই এখন আমার রাজনৈতিক ইমেজ নষ্ট করতে বেনামে অপপ্রচারে পোস্টারিং করছে।

তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে অডিও ক্লিপ বানিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। এই রেকর্ড ভয়েস নকল করার অ্যাপস দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এতে ৬০/ ৭০ ভাগ মিল থাকলেও বাকি কণ্ঠের মিল নেই।'

একই কথা বলেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক চৌধুরী শফিকুল ইসলাম হোসেন। তিনি বলেন, 'অ্যাপসের মাধ্যমে ভয়েস কল নকল করে এখন এগুলো করা হচ্ছে। এই কল রেকর্ডটি একদম ফেক, মিথ্যা, নকল, বানোয়াট। আমরা একটি পরিচ্ছন্ন পরিবার। আমার নিজের ব্যবসা আছে, আর আমি দুই লাখ টাকা চাঁদা এটা কেউ বিশ্বাসও করবে না। আমি প্রতিবাদও দিয়েছি। প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

শেখ হাসিনাকে নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিজের সরকারি বাসভবনে ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই কথা জানান তিনি। খবর ইকোনমিক টাইমসের।

ড. ইউনূস বলেন, ভারতে তার অবস্থান নিয়ে কেউ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে না। কারণ তাকে বিচারের আওতায় আনতে আমরা তাকে ফেরত চাই। তিনি ভারতে আছেন। মাঝে মাঝে তিনি কথা বলছেন। এটাই সমস্য সৃষ্টি করছে। যদি তিনি চুপ থাকতেন, তাহলে আমরা তাকে ভুলে যেতাম। মানুষ তাকে ভুলে যেত। তিনি তার নিজের জগতে থাকতেন। কিন্তু তিনি ভারতে বসে কথা বলছেন, নির্দেশনা দিচ্ছেন; এটা কেউই পছন্দ করছে না।

তিনি বলেন, সবাই এটা বুঝতে পারছে। আমরা বেশ দৃঢ়ভাবে বলেছি যে তার চুপ থাকা উচিত। এটি আমাদের প্রতি একটি অবন্ধুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত; তাকে সেখানে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এবং তিনি সেখান থেকে প্রচার চালাচ্ছেন। এমন নয় যে তিনি স্বাভাবিকভাবে সেখানে গেছেন। গণঅভ্যুত্থান ও জনরোষের কারণে তিনি পালিয়ে গেছেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মূলত গত ১৩ আগস্ট হাসিনার দেওয়া বিবৃতির কথা বোঝাতে চেয়েছেন। সেই বিবৃতিতে বাংলাদেশের 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড', হত্যা ও ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িতদের তদন্ত, চিহ্নিত ও শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান হাসিনা।

ইউনূস জোর দিয়ে বলেন, ভারতের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ককে বাংলাদেশ সম্মান করে এবং এই কারণে নয়াদিল্লিকে অবশ্যই এমন ধারণা বাইরে যেতে হবে যেটাতে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য সব রাজনৈতিক দলকে ইসলামপন্থি হিসেবে চিত্রিত করে এবং শেখ হাসিনা ছাড়া দেশ আফগানিস্তানে পরিণত হবে বলে মনে করা হয়।

তিনি বলেন, হ্যাঁ, তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তা না হলে বাংলাদেশের মানুষ শান্তিতে থাকবে না। তিনি যে ধরনের নৃশংসতা করেছেন, তাকে এখানে সবার সামনে বিচার করতে হবে। এটাই বাংলাদেশের জনগণের চাওয়া।

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। তারপর থেকে তিনি সেখানে অবস্থান করছেন। প্রাথমিকভাবে তিনি অল্প সময়ের জন্য ভারতে থাকবেন বলে আশা করা হলেও এখন শোনা যাচ্ছে তার যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে আশ্রয় নেয়ার প্রচেষ্টা এখনো পর্যন্ত সফল হয়নি। ভারতে হাসিনার অব্যাহত উপস্থিতি অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দিল্লির জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

শেখ হাসিনা আর আ.লীগের ভবিষ্যৎ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিবিসি বাংলাসহ একাধিক সংবাদমাধ্যমে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে এমন ভবিষ্যতবাণীই করছে। ৫ আগস্ট বাংলাদেশের ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন শেখ হাসিনা। সেসময় তার কূটনৈতিক পাসপোর্ট থাকায় কোন ভিসা ছাড়াই এমন প্রবেশে কোন বাঁধা ছিল না। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে সংসদ বাতিল এবং কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল হওয়ার ফলে শেখ হাসিনার ভারত অবস্থান নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

কোন পাসপোর্ট ছাড়া শেখ হাসিনা এখন অন্য কোন দেশেও যাওয়ার সুযোগও সীমিত। অন্য কোনও দেশে যাওয়ার মাধ্যমে শেখ হাসিনা রাজনৈতিকভাবে নির্বাসনে চলে যাবেন। ঘনিষ্ঠ সূত্রটি বলেছে, তিনি রাজনীতিতে ঘুরে দাঁড়াতে চাচ্ছেন। ক্ষমতা থেকে এমন বিতাড়নের বিষয়টি তার কল্পনার বাইরে ছিল এবং এখন সব সামলে কেমন করে ঘুরে দাঁড়ানো যায়, এ নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। যাদের সাথে আলাপ করছেন টেলিফোনে, তারা চরম গোপনীয়তা রক্ষা করছেন। আপাতত নিরাপদ থেকে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদিও দেশবাসী বা দলের সাধারণ নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনার কোনও সরাসরি বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি। ৫ আগস্ট দেশ ছাড়ার আগে তিনি বক্তব্য রেকর্ড করে যেতে চেয়েছিলেন বলে জানানো হয়েছিল। ভারতে নিরাপদে থাকা অবস্থায়ও এখন পর্যন্ত তার কাছ থেকে সরাসরি কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তার বরাত দিয়ে হাসিনা পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের বক্তব্যে কোন সুস্পষ্ট কিছুই অনুমান করা কঠিন। জয়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দল হিসেবে আওয়ামীলীগের ভবিষ্যৎ নিয়ে দলীয় লোকজনের মধ্যেই উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

ভারতের আইনে ৪৫ দিন পর বাংলাদেশের শেখ হাসিনার অবস্থান অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। তখন তাঁকে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন জানাতে হবে। এরমধ্যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অন্যান্য অপরাধীর মতো ইন্টারপোলের মাধ্যমে ওয়ারেন্ট জারী করা হতে পারে। এমন ওয়ারেন্ট জারী হলে ভারতীয় কতৃপক্ষ নিয়মিত ব্যবস্থায় শেখ হাসিনার আশ্রয় আবেদন মঞ্জুর করা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

অনেকেই মনে করছেন শেখ হাসিনাকে ব্যবহার করে ভারত বাংলাদেশের সাথে তাদের স্বার্থের দর কষাকষির খেল শুরু করতে পারে। ভারত ও শেখ হাসিনার কাছে খুব একটা বিকল্পও এখন সামনে নেই। সংবাদ মাধ্যম বিবিসি বাংলা তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলেছে, চরম গোপনীয়তা ও কড়া সুরক্ষার মধ্যে ভারত সরকার আপাতত তার (সঙ্গে তার ছোট বোন শেখ রেহানার) থাকার ব্যবস্থা করেছে ঠিকই– কিন্তু হাসিনা সম্বন্ধে কী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কিছুই জানানো হয়নি।

ভারতের শীর্ষ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকদের সঙ্গে কথা বলে বিবিসি যেটা আভাস পেয়েছে, তা হলো এই মুহূর্তে শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের সামনে কার্যত তিনটি 'অপশন' বা রাস্তা খোলা আছে। প্রথম রাস্তাটা হলো, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জন্য তৃতীয় কোনও দেশে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, যেখানে তিনি নিরাপদে ও সুরক্ষিত পরিবেশে থাকার নিশ্চয়তা পাবেন। দ্বিতীয় অপশনটা হলো, শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় ('পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম') দিয়ে ভারতেই এখনকার মতো রেখে দেওয়া। তৃতীয় পথটার হয়তো এখনই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়– কিন্তু ভারতে কর্মকর্তা ও পর্যবেক্ষকদের একটা অংশ বিশ্বাস করেন কিছুদিন পরে উপযুক্ত পরিস্থিতি এলে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার 'রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনে'র জন্যও ভারত চেষ্টা করতে পারে– কারণ দল বা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগ এখনও ফুরিয়ে যায়নি এবং দলের সর্বোচ্চ নেত্রী হিসেবে তিনি দেশে ফিরে সংগঠনের হাল ধরতেই পারেন!

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলাওয়্যার ভ্যালীর পিকনিক ও সাধারন সভা ৮ সেপ্টেম্বর

উত্তর আমেরিকা অফিস

মুক্তিযুদ্ধের সময় যে তিনটি বাংলাদেশি সংগঠন আমেরিকাতে গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ফিলাডেলফিয়ার প্রথম বৃহত্তর সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালীর বাৎসরিক পিকনিক ও সাধারন সভা আগামী ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

নিউজার্সির ফোর্টমট পার্কে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এই দিন বাংলাদেশের বন্যাদূর্গতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হবে। এবারই প্রথমবারেরমত অনুষ্ঠানস্থলে রান্না করা সকালের নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হবে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীদের জন্য থাকবে নানা আয়োজন। অংশ নেওয়া নারী-পুরুষ ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলারও আয়োজনো থাকছে।

এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক হলেন নাইমুল ইসলাম ও সহ-আহ্বায়ক হলেন মুনমুন কোরেশী।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালীর সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া জানান, বাংলাদেশের বন্যাদূর্গতদের জন্য ইতিমধ্যে অর্থ সংগ্রহ শুরু হয়েছে। আর্ন্তজাতিক অর্থ সংগ্রহ প্লাটফর্ম গোফান্ডমি এর মাধ্যমে এই অর্থ সংগ্রহ চলছে। এছাড়া সংগঠনের পিকনিক ও সাধারণ সভা অনুষ্টানস্থলেও অর্থ সংগ্রহ করা হবে। ব্যক্তিগত ভাবে সংগৃহিত অর্থ ও সংগঠনের টি-শার্ট, ক্যাপসহ অন্যান্য সামগ্রি কিছু বিক্রির অর্থ বন্যাদূর্গতদের জন্য দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

> ব্যক্তিগত ভাবে সংগৃহিত অর্থ ও সংগঠনের টি-শার্ট, ক্যাপসহ অন্যান্য সামগ্রি কিছু বিক্রির অর্থ বন্যাদূ-র্গতদের জন্য দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বর্তমান দূর্যোগেও ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে থাকছে সংগঠনটি।

সালথায় কলেজ অধ্যক্ষকে পিটিয়ে পদত্যাগপত্র নেওয়ার অভিযোগ

ঢাকা অফিস

ফরিদপুরের সালথা উপজেলার যদুন্দী নবকাম পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ মো. ওবায়দুর রহমানকে হাতুড়ি দিয়ে পেটানোর অভিযোগ ওঠেছে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। পরে জোর করে তাঁর কাছ থেকে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর নেয় শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে কলেজে এ ঘটনা ঘটে।

এদিকে জোরপূর্বক পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর নেওয়া একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

নবকাম পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থীদের ভাষ্য, অধ্যক্ষ ওবায়দুর রহমান কলেজের যোগদানের পর থেকে স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের দোসর হিসেবে দুর্নীতি-অনিয়ম করে আসছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সমর্থন না করে কলেজের ছাত্রদের পুলিশ দিয়ে হয়রানি করেছিল। স্বৈরাচারের পতনের পর থেকে আমরা এই দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলন করে আসছি। মানববন্ধনও করেছি। অবশেষে বৃহস্পতিবার তিনি নিজ ইচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। এতে আমরা খুশি।

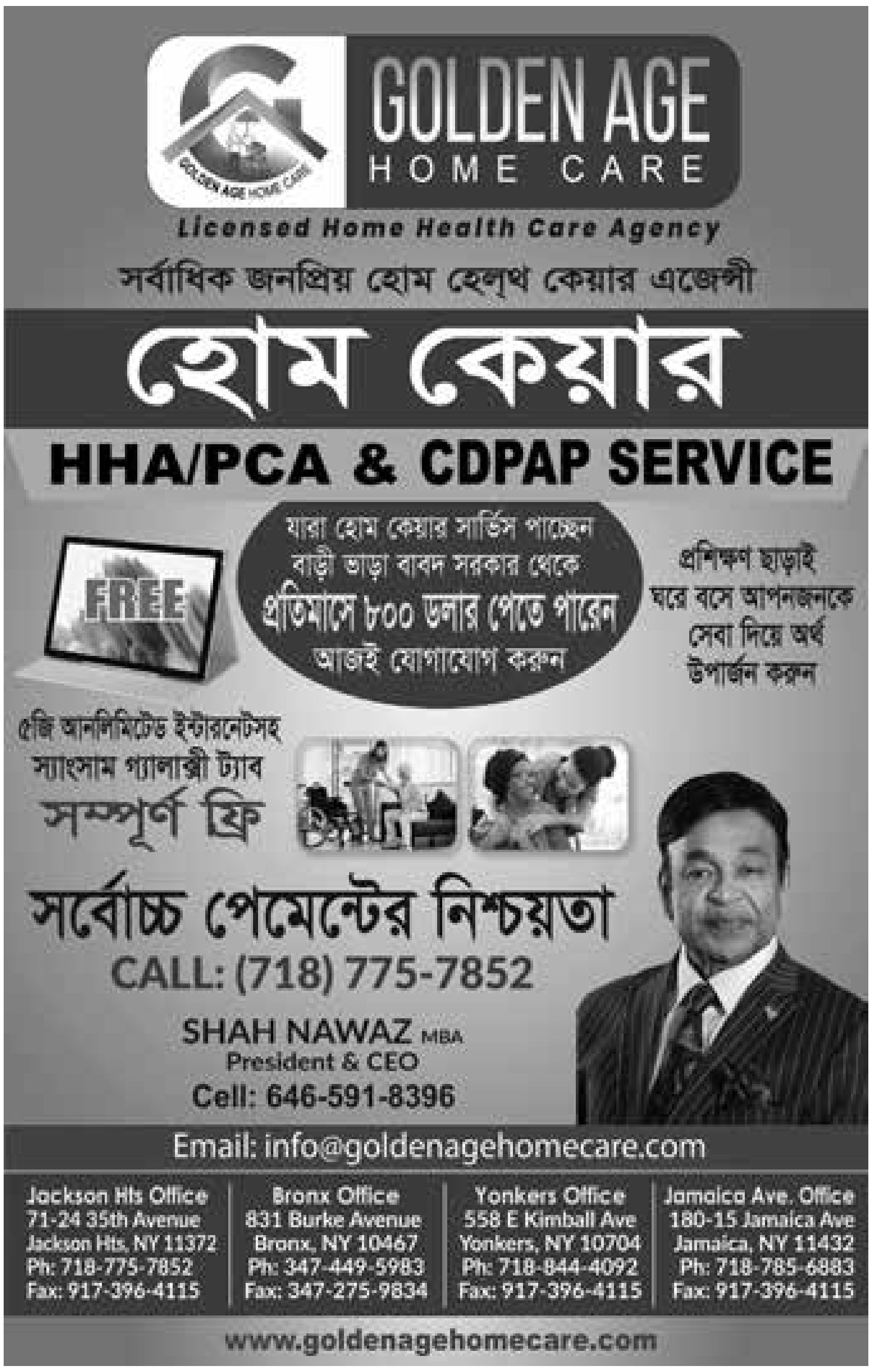

আরব আমিরাতে সেই ৫৭ বাংলাদেশিকে ক্ষমা

ছাত্র-জনতা হত্যার প্রতিবাদ

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে মিছিল করেছিল প্রবাসী বাংলাদেশিরা। দেশটিতে মিছিল বা সমাবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় মিছিলে অংশ নিয়ে আটক হন ৫৭ বাংলাদেশি। যাদের শাস্তি মওকুফ করার ঘোষণা দিয়েছে আরব আমিরাত। তবে তাদের সেই দেশে না রেখে শিগগিরই বাংলাদেশে পাঠানোর কথা জানিয়েছে দেশটি।

আটক হওয়া ৫৭ জন প্রবাসী বাংলাদেশিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতি হিজ হাইনেস শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। তাদের শীঘ্রই বাংলাদেশে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে। ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যখন উত্তাল পুরো বাংলাদেশ। একের পর এক বাড়ছে নিহতের সংখ্যা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সে সব আন্দোলনের ভয়াবহতা দেখে বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশেরাও। বিভিন্ন দেশে হয়েছে মিছিল। তেমনই এক মিছিল করতে গিয়ে আরব আমিরাতে আটক হন ৫৭ বাংলাদেশি।

আরব আমিরাতের আইনানুযায়ী দেশটিতে মিছিল বা আন্দোলন করার সুযোগ নেই। যে জন্য মিছিলে জড়ো হওয়া ৫৭ জন প্রবাসী বাংলাদেশিকে আটক করে দেশটির পুলিশ। পরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফেডারেল আদালতের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করা হয় ৫৭ জন বাংলাদেশিকে।

ক্ষমা পাওয়া ৫৭ বাংলাদেশি আমিরাতে কাজ করতে পারবেন

বাংলাদেশে আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ করা সংযুক্ত আরব আমিরাতে ক্ষমাপ্রাপ্ত ৫৭ বাংলাদেশিকে দেশে ফিরতে হবে না বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ক্ষমা পাওয়া ৫৭ বাংলাদেশিকে আরব আমিরাত থেকে ফেরত আসতে হবে না। তাদেরকে সেখানেই কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, আরব অমিরাতে বিভিন্ন সময় দণ্ডিত হয়ে যারা জেলে আছেন তাদেরকেও মুক্ত করার জন্য সরকার চেষ্টা করছে।

যুক্তরাষ্ট্রসহ ১০ দেশে ৩৮ কর্মকর্তার তথ্য চেয়ে দুদকের চিঠি

ঢাকা অফিস

দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ ১০ দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের ৩৮ কর্মকর্তা–কর্মচারীর তথ্য চেয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা–১ থেকে এ চিঠি পাঠানো হয়েছে। দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

সূত্রটি জানায়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তথ্য চেয়ে এসব চিঠি পাঠিয়েছে দুদক। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ছাড়াও সৌদি আরব, চীন, দুবাই, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, ফিলিপাইনে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত রাষ্ট্রদূত, হেড অব চ্যান্সেলর, প্রধান কনস্যুলার পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের তথ্য চেয়ে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ ৩৮ কর্মকর্তা–কর্মচারীর বিরুদ্ধে অনিয়ম–দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান করছে কমিশন।

এ ছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠিতে সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে এই কর্মকর্তাদের বর্তমান কর্মস্থল, পদবি, স্থায়ী ঠিকানা এবং বর্তমান ঠিকানা আগামী ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরবরাহ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

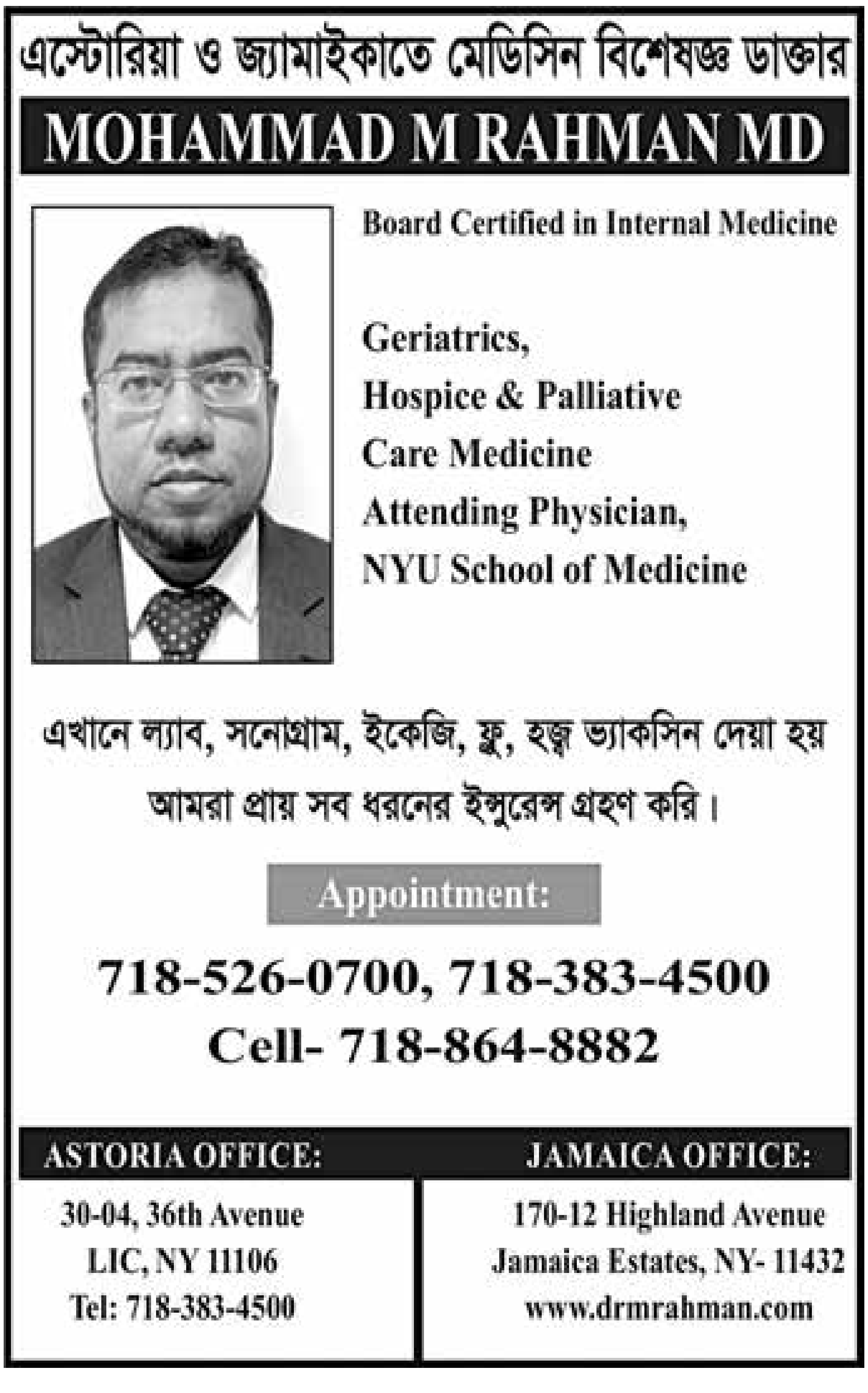

বাড়ি বিক্রয়!

ব্রঙ্কস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশন

ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

আলি: 917-442-8648

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি, এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------------------------রবিবার ------------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------------------মঙ্গলবার -------------(দু:১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার -----------------শনিবার----------------(বি:৩ টা ---বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)-----------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**

148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মের্সি

(সাটফিন ব্লুবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে চলতি বছর চালু হচ্ছে ব্ল্যাক স্টাডিজ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলে চলতি বছর চালু হচ্ছে ব্ল্যাক স্টাডিজ। দীর্ঘ তিন বছরের প্রচেষ্ঠার পর ব্ল্যাক স্টাডিজকে দ্য স্টাডি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হিসেবে প্রি-স্কুল থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শহরব্যাপী চালু করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। নতুন এই পাঠ্যক্রম চালুর প্রক্রিয়াকে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বলে অবহিত করছেন শিক্ষাবিদরা।

জানা যায়, এই পাঠ্যক্রম থেকে প্রাক-বিদ্যালয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত লোকদের অবদানের একটি প্রসারিত ধারণা পাবে। ব্ল্যাক স্টাডিজ অ্যাজ দ্য স্টাডি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হল টিচার্স কলেজ, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল এবং নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলের শিক্ষকদের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার ফল।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সনি ডগলাস বলেন, আমি মনে এটি এমন কিছু যেটি নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলের সমস্ত শিশুদের জন্য আশ্চর্যজনক ঘটনা হবে। এরকম একটি ব্যাপক পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম থাকা সত্যিই সেই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতিফলিত করে, যারা এই দেশে অবদান রেখেছেন। একই সাথে আমরা আজও যে সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলি অনুভব করছি তার কিছু ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে।

ডগলাস আরও বলেন, এই নতুন পাঠ্যক্রমটি শিক্ষার্থীদের জন্য এর অর্থ কী তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। এটি পাঠ্যক্রমের জন্য একটি সংশোধনমূলক যা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার একটি নির্দিষ্ট সেটের উপর জোর দিয়েছে।

ডগলাস বলেন, আমরা সহযোগিতামূলক কথোপকথন, গবেষণা, বিশ্লেষণ এবং ননফিকশন দেখার মতো যানবাহন ব্যবহার করি। সুতরাং এটি এমন নয় যে আমরা আলাদা কিছু করছি। আমরা এটিকে আমাদের বিল্ডিংয়ে ইতিমধ্যেই যে ভাল অনুশীলন করেছি তার সাথে মিশ্রিত করছি।"

ডগলাস বলেন, "আমরা তরুণ শিক্ষার্থীদের সামনে যে ধরনের বিষয়বস্তু রাখি সে সম্পর্কে আমরা কীভাবে চিন্তা করি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি প্রধান দৃষ্টান্ত পরিবর্তন। এটি একটি ধারণা যা দীর্ঘ সময়ের জন্য বিলম্বিত, এবং আমরা ইতিহাসের অংশ হতে উত্তেজিত।"

ব্ল্যাক স্টাডিজ বা আফ্রিকানা স্টাডিজ (জাতীয়ভাবে নির্দিষ্ট শর্তাবলীসহ, যেমন আফ্রিকান আমেরিকান স্টাডিজ ও ব্ল্যাক কানাডিয়ান স্টাডিজ), একটি আন্তঃবিভাগীয় একাডেমিক ক্ষেত্র যা প্রাথমিকভাবে আফ্রিকান ডায়াস্পোরা এবং আফ্রিকার জনগণের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির অধ্যয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই ক্ষেত্রটিতে আফ্রিকান-আমেরিকান, আফ্রো-কানাডিয়ান, আফ্রো-ক্যারিবিয়ান, আফ্রো-ল্যাটিনো, আফ্রো-ইউরোপীয়, আফ্রো-এশিয়ান, আফ্রিকান অস্ট্রেলিয়ান এবং আফ্রিকান সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি এবং ধর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন শাখার পণ্ডিতরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সান ফ্রান্সিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ব্ল্যাক স্টাডিজের জন্য পাঁচ মাসের ধর্মঘটের কারণে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃ-জাতিগত ছাত্র এবং অনুষদ সক্রিয়তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যয়নের প্রোগ্রাম এবং বিভাগগুলি প্রথম ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সান ফ্রান্সিসকো স্টেট প্রথম ব্ল্যাক স্টাডিজ প্রোগ্রামের সমন্বয় করতে এবং ব্ল্যাক স্টাডিজের প্রথম বিভাগের জন্য একটি প্রস্তাব লিখতে সমাজবিজ্ঞানী নাথান হেয়ারকে নিয়োগ দেয়; বিভাগটি ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে তৈরি করা হয়েছিল এবং ১৯৬৯ সালের বসন্তে পাঁচ মাসের ধর্মঘটের শেষে সরকারী মর্যাদা লাভ করে। ব্ল্যাক স্টাডিজে প্রোগ্রাম এবং বিভাগ তৈরি করা ছিল সংখ্যালঘু ছাত্রদের বিক্ষোভ এবং অবস্থানের একটি সাধারণ দাবি।

ড. আনোয়ার জাহিদ পুন্ড্র ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার

নিউজ ডেস্ক

ড. জাহিদ

ড.আনোয়ার জাহিদ সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পুন্ড্রা ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে রেজিস্ট্রার হিসেবে যোগদান করেছেন। ডঃ জাহিদ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে গবেষণা পরিচালক এবং স্টেপ টু হিউম্যানিটি-বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক হিসাবে তার পূর্ববর্তী ভূমিকা থেকে অভিজ্ঞতার ভান্ডার নিয়ে এসেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীনে পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য যুবক-যুবতী, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যের উচ্চ মানের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা। প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্ব দেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহামান্য, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভাইস-চ্যান্সেলর, অধ্যাপক ড. চিত্তরঞ্জন মিশ্র, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান এবং পৃষ্ঠপোষক সংস্থা টিএমএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, অধ্যাপক ড. হোসনে আরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

শিক্ষা, শাসন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে ফোকাস করে অসংখ্য প্রকল্পে ড. জাহিদ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

প্রশাসন, গবেষণা এবং উন্নয়ন প্রশিক্ষণে তার ব্যাপক অভিজ্ঞতার কারণে, ড. জাহিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অসাধারণ সম্পদ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৭০ বছর সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা হাবিব জামিনে মুক্ত

ঢাকা অফিস

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে হামলার মামলায় ৭০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘ দিন কারাভোগের পর জামিন মুক্তি পেয়েছেন সাতক্ষীরা-১ আসনের সাবেক এমপি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুল ইসলাম হাবিব।

উচ্চ আদালত থেকে জামিনের আদেশ পাওয়ার পর মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে কেরাণীগঞ্জস্থ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তিপান তিনি।

কারাগারে থাকা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব জামিনে মুক্তি পাওয়ার খবরে মঙ্গলবার দুপুর থেকে সাতক্ষীরাসহ তালা-কলারোয়া এলাকার সহস্রাধিক নেতা কর্মী তাকে স্বাগত জানানোর জন্য কেরাণীগঞ্জস্থ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে ভিড় জমান।

মিছিল শ্লোগানসহকারে বিএনপি নেতা হাবিবকে নিয়ে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসেন। এসময়ে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল তাকে স্বাগত জানান। পরে সবার সাথে সাক্ষাত করে কুশলাদি বিনিময় করেন।

শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় পরে ধানমন্ডি বাসভবনে চলে যান। এসময় সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমানে যুগ্ম আহবায়ক তারিকুল হাসান, জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আবুল হাসান হাদি, জেলা যুবদলের প্রধান সমন্বয়ক আইনুল ইসলাম নান্টাসহ সাতক্ষীরা জেলা, তালা ও কলারোয়ার বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত সোমবার বিএনপি নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব এর পৃথক তিনটি জামিননামা সম্পাদন করেন সাতক্ষীরা জেলা জজ আদালতের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট আব্দুল মজিদ। গত ২৭ আগস্ট দুপুরে উচ্চ আদালতের ১১ নং বেঞ্চ থেকে তিনিসহ কারাগারে থাকা ৪৬ বিএনপির সকল নেতা-কর্মীদের জামিন দেওয়া হয়। জামিনপ্রাপ্ত বাকিরা বুধবার সাতক্ষীরা কারাগার থেকে মুক্তি পাবেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দ।

হাবিবুল ইসলাম হাবিব

অ্যাডভোকেট আব্দুল মজিদ বলেন, '২০০২ সালে কলারোয়ায় শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে হামলার ঘটনার ১২ বছর পর কলারোয়া থানায় একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে পৃথক তিনটি চার্জশীট দাখিল করেন। যার প্রেক্ষিতে আদালত সাবেক এমপি হাবিবসহ ৫০ জন বিএনপি নেতাকর্মীকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করে। এর মধ্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবকে সর্বোচ্চ ৭০ বছরের সাজা প্রদান করে আদালত।'

তিনি আরো বলেন, নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কারাবন্দী বিএনপি নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতে আপিল করা হয়। ইতিমধ্যেই এই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে চারজন বিএনপি নেতা কর্মী কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। সাবেক এমপি হাবিবসহ ৪৬ জন বিএনপি নেতাকর্মী দীর্ঘদিন কারা ভোগের পর গত ২৭ আগস্ট মঙ্গলবার দুপুরে উচ্চ আদালতের ১১ নং বেঞ্চ থেকে তিনিসহ সকল নেতা-কর্মীর জামিন প্রদান করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচন: তাহের-আরিফ প্যানেলের মনোনয়ন সংগ্রহ

উত্তর আমেরিকা অফিস

'চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক' (চট্টগ্রাম সমিতি)'র ২০২৪ কার্যকরী কমিটি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তাহের-আরিফ প্যানেল। কার্যকরী কমিটির ১৯টি আসনের জন্য এই প্যানেল থেকে মনোনয়ন সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করেন সভাপতি প্রার্থী মো. আবু তাহের এবং সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মো. আরিফুল ইসলাম।

তারা বলেন, আমরা মোট ১৯ পদের জন্য নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইঞ্জিনিয়ার মো. শেখ খালেদ, নির্বাচন কমিশনার রুহুল আমিন হোসেন, মোহাম্মদ সেলিম হারুন ও ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এ হান্নান চৌধুরীর কাছ থেকে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছি। আমরা চাই ভবিষ্যত নেতৃত্ব ভোগের নয়, ত্যাগ এবং সেবক মানসিকতার হোক।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় আরও উপস্থিত ছিলেন—চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মনির আহমেদ, তাহের-আরিফ পরিষদের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান, মো. সেলিম, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ মীর কাদের রাসেল, সাবেক অডিট কমিটির মেম্বার ইব্রাহীম দিপু, অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ, আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ সওদাগর, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান, ব্যাবসায়ী নজরুল ইসলাম, সোহেল মাহমুদ, তখির আহমেদসহ আরও অনেকে।

নির্বাচনের সভাপতি প্রার্থী মো. আবু তাহের এবং সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মো. আরিফুল ইসলাম আরও বলেন, সবার জন্য নিরাপদ এবং গ্রহণযোগ্য যুক্তরাষ্ট্র চট্টগ্রাম সমিতি হোক এটাই আমাদের অঙ্গীকার। আমরা কাউকে কখনও কষ্ট দিয়ে থাকলে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

আগস্টে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৩৯%, এসেছে ২২২ কোটি ডলার

ঢাকা ডেস্ক

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যে আগস্ট মাসে দেশে এসেছে ২২২ কোটি ১৩ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। এই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ৭ কোটি ১৭ লাখ ডলার রেমিট্যান্স।

১ সেপ্টেম্বর রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, আগস্ট মাসে দেশে এসেছে ২২২ কোটি ১৩ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আর গত জুলাইয়ে এসেছিল ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স। সে হিসাবে আগস্টে বেড়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহ।

আগস্টে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৩৮ কোটি ৩৪ লাখ ৬০ হাজার ডলার। এছাড়া বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ৭ কোটি ৮১ লাখ ২০ হাজার ডলার, বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ১৭৫ কোটি ৫০ লাখ ৪০ হাজার ডলার ও বিদেশি খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৪৭ লাখ ১০ হাজার ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংক আরও জানায়, ২৫ থেকে ৩১ আগস্ট দেশে এসেছে ৫০ কোটি ২৯ লাখ ৯০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স। আগস্টের ১৮ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রবাসীরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ৫৮ কোটি ৪১ লাখ ১০ হাজার ডলার। ১১ থেকে ১৭ আগস্ট দেশে এসেছে ৪০ কোটি ৪৪ লাখ ১০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স।

এছাড়া গত ৪ থেকে ১০ আগস্ট দেশে এসেছিল ৩৮ কোটি ৭১ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আর গত ১ থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত প্রবাসীরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ৯ কোটি ৫৬ লাখ ৫০ হাজার ডলার। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্যে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে গত ১০ মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম রেমিট্যান্স পেয়েছে বাংলাদেশ। জুলাই মাসে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল প্রায় ১৯১ কোটি ডলার। তবে, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। বৈদেশিক মুদ্রার সংকট কাটিয়ে উঠতে ও রিজার্ভ বাড়াতে রেমিট্যান্স বাড়াতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত কয়েক মাসে এসব পদক্ষেপের ফলে দেশে আসা প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

ফোবানায় নিউইয়র্ক প্রথম আলো ফাউন্ডেশন

জনসমাজের মধ্যে দৃঢ় সংযোগের আহ্বান

পার্থ সারথী দেব

আমেরিকার মিশ্র সংস্কৃতির প্রবাহে সবাই নিজ নিজ আত্মপরিচয় ধারণ করে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই বিশ্বের কাছে অনন্য হয়ে উঠেছে। আসছে নভেম্বরে নির্বাচনে ভোট প্রদানের মাধ্যমে নাগরিক দায়িত্ব আমরা পালন করবো। সব কমিউনিটির সাথে সংযুক্তই স্থাপন করে, সকলের অধিকারকে সমুন্নত করে আমরা সমাজ সভ্যতায় শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবো।

মিশিগানে অনুষ্ঠিত ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনে নিউইয়র্ক প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের 'দেখা সাক্ষাৎ' অনুষ্ঠানের সূচনাতেই এসব কথা উচ্চারিত হয়েছে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী দূর দেশে একটি সংবাদমাধ্যম শুধু বাংলাদেশি নয়, অন্যান্য কমিউনিটির সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যেভাবে কাজ করছে তার সংক্ষিপ্ত উদাহরণ তুলে ধরেন।

উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম বাংলাদেশী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ফোবানার ৩৮তম সম্মেলন ৩০ আগষ্ট শুক্রবার থেকে শুরু হয় মিশিগানের ডেট্রয়েটে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলা টাউনখ্যাত ডেট্রয়েটের জেইন ফিল্ডে এবং হোটেল একোমডেশান, সেমিনার, ওয়ার্কশপ সাউথ ফিল্ড শহরের হিলটন গার্ডেনে। গতকাল শুক্রবার ছিল মেলার দ্বিতীয় দিন, এদিন ছিল বিশেষ সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা, বিজনেস নেটওয়ার্কিং সামিট, কাব্য জলসা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আয়োজন। এরমধ্যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নিউইয়র্ক প্রথম আলো ফাউন্ডেশন এর 'দেখা সাক্ষাৎ' নামে অনুষ্ঠানটি। হিলটন গার্ডেনে এ অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেল তিনটায়।

দেখা সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানের শুরুতেই মিশিগানে বাংলাদেশি সফল ব্যবসায়ী বদরুল আলম এবং শফিউল আলম হারুনকে পরিচয় করইয়ে দেয়া হয়। 'আমার পিজা' নামের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা শুধু নিজেদের উদ্যম আর সাফল্যের সাক্ষরই রাখছেন না। আমেরিকার অভিবাসী প্রজন্মের এসব উদ্যোক্তারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিজেদের আমেরিকার সমাজের জন্য প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন।

দেখা সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের প্রধান ইব্রাহীম চৌধুরী প্রথম আলো পত্রিকার উত্তর আমেরিকায় বিগত কয়েক বছর যাবত বাঙালি কমুউনিটি সেবায় যে বিরাট ভূমিকা রাখছে তার উল্লেখ করে আগামীতে পত্রিকাটি আরো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও নতুনত্ব নিয়ে আসছে বলে জানান। এরপর বক্তব্য রাখেন প্রথম আলো পরিবারের মাহবুব রহমান, ইশতিয়াক রুপু ও পার্থ সারথী দেব। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন আনোয়ারুল লাভলু। বক্তব্য রাখেন ফোবানার চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান, ফোবানার প্রাক্তন চেয়ারপারসন ও আউটস্ট্যান্ডিং মেম্বার বেদারুল ইসলাম বাবলা, ফোবানার একজিকিউটিভ জয়েন্ট সেক্রেটারি মো: কবির কিরণ, মানবজমিন পত্রিকার সাংবাদিক, বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ'র সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানাসহ আরো অনেকে।

যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিটির নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে কথা বলেন মিশিগান প্রেসক্লাবের সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা। তিনি আসছে নির্বাচনে দল মত নির্বিচারে সবাই ভোট প্রদান নিশ্চিত করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং ভোট প্রদানের আহ্বান জানান।

দেখা সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি মিলটন বড়ুয়া, সঙ্গীতা বড়ুয়া, হারান সেন, সঞ্জয় দেব, শফিক রহমান, মাহমুদুল হক লিটু, দেবাশীষ দাশ, আব্দুল মালিক, রেজাউল করিম, সাইফুল আলম, আলী হাসান, এম ওয়াদুদ, মাসুক আহমেদ, কামরুল হুদা রাসেল, মো: আবদুর রৌফ, মো: আয়ুব আলী, সৈয়দ এন. সাকিল, সাবরিনা কবির, কাজী এম. হুদা, জাহিদ হোসেন, জিয়াউল হক জিয়া, ইকবাল কবির, সৈয়দ এম. ডি. আলী রেজাসহ আরো অনেকে।

প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে গিফট কার্ড উপহার দেয়া হয়। আমার পিজা প্রতিষ্ঠানের সুস্বাদু পিজা দিয়ে সবাইকে আপ্যায়িত করা হয়। ভিন্ন ধর্মী অনুষ্ঠান ও আলাপে প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

আশুলিয়ায় পোড়ানো হয় গুলিবিদ্ধ ৪৬ লাশ, ২১ পুলিশের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ

ঢাকা অফিস

নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের সঙ্গে আশুলিয়া থানার সংযোগ সড়ক

আশুলিয়ায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ৪৬ জনকে গুলি করে হত্যার পর লাশ পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাসহ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় পৃথক তিনটি অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে। ঢাকার উত্তরা পূর্ব থানা এলাকায় নিহত সাইফুল ইসলাম সেকুলের ভাই খায়রুল ইসলাম, আশুলিয়া এলাকায় নিহত আহনাফ আবীর আশরাফুল্লাহর বোন সাইয়েদা আক্তার এবং সাভারে নিহত মেহেদী হাসানের বাবা বাচ্চু সরকার বৃহস্পতিবার পৃথক অভিযোগ জমা দেন।

এ নিয়ে গত কয়েকদিনে তদন্ত সংস্থায় মোট ১১টি অভিযোগ জমা হয়েছে। যার মধ্যে ১০ টি সাম্প্রতিক সময়ের গণহত্যার ঘটনায় ও একটি হেফাজতে ইসলামের শাপলা চত্বরের ঘটনায়।

আশুলিয়ার ঘটনায় অভিযোগ

অভিযোগে বলা হয়, গত ৫ আগস্ট আশুলিয়ায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে মানারাত ইউনিভার্সিটির ইইই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আহনাফ আবীর আশরাফুল্লাহসহ ৪৬ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরে আশুলিয়া থানায় কয়েকজন এসআই লাশ পুড়িয়ে ফেলে। ওই ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, কয়েকজন সাবেক মন্ত্রী, ২১ পুলিশ সদস্যসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ৩৬ জনের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ঢাকার উত্তরা পূর্ব থানা

অভিযোগে বলা হয়, মালয়েশিয়া প্রবাসী সাইফুল ইসলাম সেকুল ঢাকার উত্তরা পূর্ব থানা এলাকায় ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নিয়ে গুলিবিদ্ধ হন। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওই ঘটনায় শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, আনিসুল হক, হাছান মাহমুদ, হাসানুল হক ইনু, মতিয়া চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক, মহিবুল হাসান চৌধুরী, জুনাইদ আহমেদ পলক, মোহাম্মদ এ আরাফাত, চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

এ ছাড়া গত ২০ জুলাই সাভার বাজার রোডের আমিন টাওয়ারের সামনে নিহত মেহেদী হাসানের বাবা বাচ্চু সরকারের অভিযোগেও শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খাঁন কামালসহ ২৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ১ মিনিট ১৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। এতে দেখা যায়, একটি ভ্যানে নিথর দেহ তুলছেন কয়েকজন; গায়ে পুলিশের ভেস্ট ও মাথায় পুলিশের হেলমেট। সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নিশ্চিত না হলেও হাত দেখে অন্তত ৩ ব্যক্তি বুঝা যায়। চাদর ও ব্যানার জাতীয় কিছু দিয়ে দেহগুলো ঢেকে দেয়া হয়েছে—এমন দৃশ্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওটি ঢাকার আশুলিয়া থানার সামনের সড়কের বলে অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে।

ভিডিওতে দেখা যায়, নিথর দেহের স্তূপবোঝাই ভ্যানটির পাশে কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। এদের মধ্যে দুজনের মুখ দেখা গেছে। একজন পুলিশের ভেস্ট পরা, আরেকজন ছিলেন সাদা পোশাকে। পুলিশের ভেস্ট পরা ব্যক্তি হলেন ঢাকা জেলা উত্তর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পরিদর্শক (তদন্ত) আরাফাত হোসেন। আর সাদা পোশাকের ব্যক্তির পরিচয় মেলেনি। বাকিরাও ডিবি পুলিশের সদস্য হতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সেদিন পুড়ে যাওয়া লাশের পাশে আইডি কার্ড দেখে সাজ্জাদ হোসেন সজলের লাশও শনাক্ত করেন মা শাহিনা বেগম। তিনি বলেন, ৫ আগস্ট বিকেল ৩টা থেকে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়। পরদিন সকালে থানার সামনে পুড়ে যাওয়া লাশের সঙ্গে থাকা আইডি কার্ড দেখে সাজ্জাদের পুড়ে কয়লা হওয়া মৃতদেহ শনাক্ত করি। সেখানে ছয়টি পোড়া লাশ ছিল।

নবীনগর–চন্দ্রা মহাসড়কের পাশে আশুলিয়া থানায় ঢোকার সড়কের মাথায় বাইপাইল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের অবস্থান। সেই মসজিদের ইমাম মাওলানা মোফাজ্জল হোসেন বলেন, সেদিন (৫ আগস্ট) দুপুরের পর থেকে মসজিদে আসতে পারিনি। রাতে শুধু এশার নামাজ হয়েছিল। পরদিন (৬ আগস্ট) সকালে পুড়ে যাওয়া ৬টি মরদেহের জানাজা আমি পড়িয়েছি।

উল্লেখ্য, গত ৫ আগস্ট সাভারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে সংঘর্ষে অন্তত ৩১ জন নিহতের খবর পাওয়া যায়। এ ছাড়া গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়। ওই দিনের ঘটনায় অন্তত ৪৫ জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ ছাড়া গুলিবিদ্ধ আরও অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। ওই দিন তিন পুলিশ সদস্যও নিহত হন। এর মধ্যে দুইজনকে হত্যার পর নবীনগর–চন্দ্রা মহাসড়কের বাইপাইলের একটি ওভারব্রিজের ওপর উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এক পুলিশ সদস্যের পোড়া মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া থানা সংলগ্ন এলাকায় একটি পুলিশ ভ্যানে কয়েকটি পোড়া মরদেহ পাওয়া যায়।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

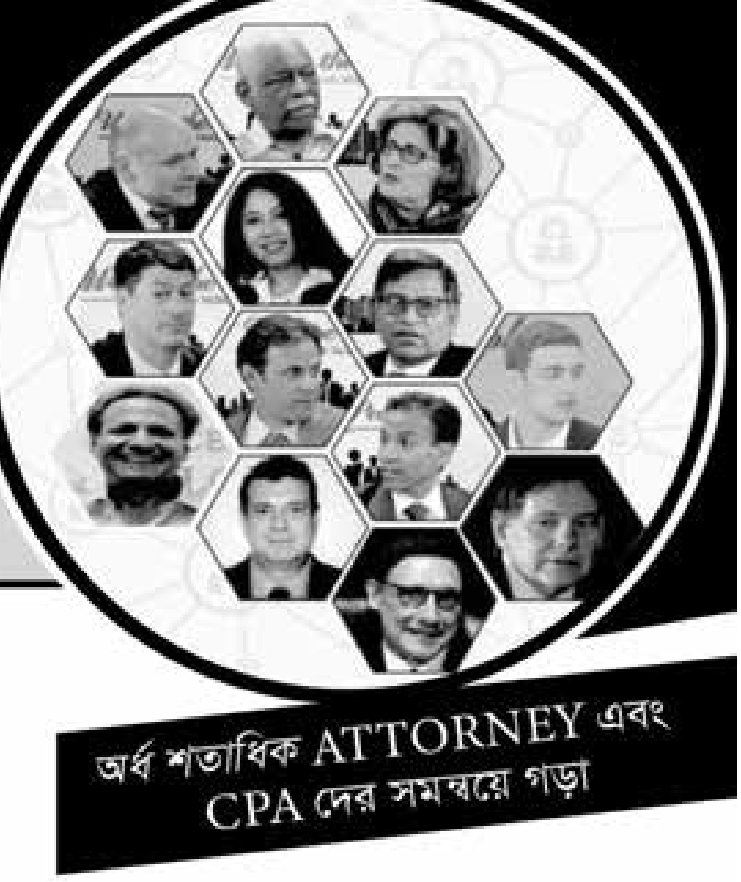

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

NY STATE APPROVED
ELHAAM ACADEMY
নতুন
স্কুল
ওপেনিং
GRADES KG - 6
ADMISSIONS GOING ON NOW
FOR 2024-2025 YEAR
OPENING
SEP 9TH
(866) 935 4226
WWW.ELHAAMACADEMY.ORG
87-41 165TH ST
JAMAICA, NY 11432

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপির বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বাংলাদেশের বন্যার্তদের সাহায্যার্থে দোয়া মাহফিল ও ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সংগ্রামী সুযোগ্য সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সুযোগ্য সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বদিউল আলম এবং অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান হোসাইন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ,

বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভুঁইয়া, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন মৃধা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই জ্যাকসন হাইটস মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা সাদেক দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। দোয়া পরিচালনায় ২০২৪ ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদ ও আহতদের, বন্যার্তদের, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া ,তারেক রহমান এবং সুন্দর বাংলাদেশ কামনায় দোয়া করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন সবুজ, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক শাহ আলম,

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সাবেক যুগ্ম যুগ্ম আহ্বায়ক রুহুল আমিন নাসির, নাসির উদ্দিন, শাহাদাত হোসেন রাজু, কামাল উদ্দিন দিপু, অ্যাডভোকেট রেজবুল কবির, জোহরা বেগম, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ।

সাবেক সদস্য গোলাম এন হায়দার মুকুট, কামাল হোসেন হাওলাদার, আব্বাস উদ্দিন, জামাল হোসেন, ফারদিন রনি, মোঃ মহসিন, মোঃ হাসান

আরও উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, মোঃ লিয়াকত হোসেন, অহিদুজ্জামান নিলু, মোঃ রাকিব হোসেন, সুলতান মাহমুদ সিদ্দিকী,গোলাম মাহমুদ, জসিম উদ্দিন, মোঃ নুরে আলম চৌধুরী, কাজী কাজী মতিয়ার রহমান, এস এম ফেরদৌস, জামশেদ উদ্দিন হৃদয়, মোঃ রুবেল গাজী,হুমায়ুন কবির, মহসিন আহমেদ, মোঃ তোফাজ্জল রহমান, মোঃ ওবায়দুল হক,মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, আতিক মুন্সী,বাবুল শিকদার, মোঃ সোহেল, মাজহারুল ইসলাম মিরন, মোঃ সালেহ উদ্দিন, মোঃ নাজমুল, কাজী মতিয়ার রহমান, তপন চৌধুরীসহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, জনাব গিয়াস আহমেদ, জসিম উদ্দিন ভুঁইয়া, মোহাম্মদ বদিউল আলম, মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান হোসাইন, আলমগীর হোসেন মৃধা।

প্রধান অতিথি গিয়াস আহম্মেদ তার বক্তব্যে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশের গুরুত্ব আরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে একজন উপদেষ্টা নিয়োগের জোড় দাবী জানান।

গাজা যুদ্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভকালে গ্রেটা থুনবার্গ গ্রেপ্তার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

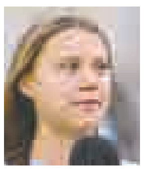
গ্রেটা থুনবার্গ

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে গাজা যুদ্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভে অংশ নিলে সুইডিশ পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানের প্রতাবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছে, আন্দোলনকারী অন্তত ২০ শিক্ষার্থী কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবনের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়। পরে তাদের মধ্য থেকে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ গ্রেপ্তারকৃতদের পরিচয় প্রকাশ করেনি। তবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে গ্রেটা থুনবার্গ রয়েছেন।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

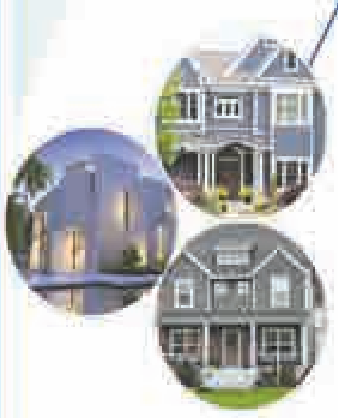

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

ইয়ামিন হত্যা মানবতাকে স্তম্ভিত করেছে

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান

ইয়ামিন রাজধানীর মিরপুরের এমআইএসটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

ঢাকা ডেস্ক

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, এক যুবককে আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) থেকে হাইওয়েতে ফেলে দেয়া হচ্ছে, তার হাত ছড়িয়ে আছে এবং পা ভাঁজ করা। এরপর এপিসির এক পুলিশ অফিসার বাম দিকের দরজা খুলে দেন এবং আরেকজন অফিসার ওপরের ঢাকনা খুলে যুবকটিকে টেনে বের করে অমানবিক ও নৃশংস কায়দায় রাস্তায় ফেলে দেন। যুবক তখনও জীবিত ছিল এবং শ্বাস নিচ্ছিল। যখন তাকে এপিসি থেকে ফেলে দেওয়া হয়, তখন তার হাত ছড়িয়ে ছিল এবং একটি পা এপিসির চাকার নিচে আটকা পড়েছিল। এমন নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ মানবতাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

শাইখ আসাবুল ইয়ামিন গত ১৮ জুলাই সাভারে ছাত্র-জনতা আন্দোলনের সময় এভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে ফেলে দেওয়ার পর এক পুলিশ অফিসার এপিসি থেকে নেমে গুরুতর আহত প্রায় অচেতন ইয়ামিনকে হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে হাইওয়ের মাঝখানে নিয়ে যায় এবং আরো দু'জন পুলিশ অফিসার বের হয়ে তাকে মূল সড়ক থেকে টেনে-হিঁচড়ে সড়ক বিভাজকের দিকে নিয়ে যায়। এরপর তাকে ডিভাইডারের ওপর দিয়ে সার্ভিস লেনে ফেলে চলে যায়।

নৃশংস এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের এমন আচরণ মানবতাকে নাড়া দিয়েছে, যা মানবাধিকারের প্রতি চরম অসম্মান।

ইয়ামিনের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ২৩ বছর বয়সী ইয়ামিন রাজধানীর মিরপুরের মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

জানা যায়, ইয়ামিন ১৮ জুলাই সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে (বৃহস্পতিবার) ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। সেদিন সকাল থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত সাভারের সার্বিক পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু বেলা ১১টার দিকে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পাকিজা মোড়ে জড়ো হয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে কোটা সংস্কারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় সেখানে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্য মোতায়েন ছিল। এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে স্লোগান দিতে থাকেন।

পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়তে শুরু করলে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ চলাকালে বেশ কয়েকটি যানবাহন ভাংচুর করা হয়। পুলিশের নির্বিচারে কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেটের মুখে বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় হেলমেট পরা এবং লোহার রড, বাঁশের লাঠি, পিস্তল ও শটগানে সজ্জিত আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের কয়েক শতাধিক নেতাকর্মী ওই এলাকায় পুলিশ ও বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালায়।

শাইখ আসাবুল ইয়ামিন

পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা সেখানে কঠোর অবস্থান নিলে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের হামলার মুখে বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

বেলা সাড়ে ১২টার দিকে আন্দোলনকারীরা আবার সংগঠিত হয়ে সাভার মডেল মসজিদের সামনে রাস্তায় নেমে আবার বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করলে সেখানে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

একপর্যায়ে সাভার বাসস্ট্যান্ড, সিটি সেন্টার, রাজ্জাক প্লাজার পুরাতন ওভারব্রিজ ও সাভার বাসস্ট্যান্ড থেকে মহাসড়কের বিপরীত পাশের সার্ভিস লেন ও গলিতে অবস্থান নেয় আন্দোলনকারীরা।

এ সময় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়তে থাকে। আন্দোলনকারীরা কিছুটা পিছু হটলেই আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা তাদের ওপর নতুন করে হামলা চালায়।

দুপুর ২টার দিকে পুলিশ-বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে পুলিশের নেভি-ব্লু রংয়ের একটি এপিসি রাস্তার প্রধান সড়কে পুলিশের সঙ্গে যোগ দেয় এবং বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে রাবার বুলেট, ছররা গুলি ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ শুরু করে।

ইয়ামিন তার শিক্ষিকার ছেলে গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করতে রাস্তার ডিভাইডার পেরিয়ে পিছন দিক থেকে এপিসিতে উঠে যান।

ইয়ামিন এপিসিতে ওঠার পরপরই এর ওপরের কভারটি বন্ধ হয়ে যায় এবং বুকের বাম পাশে গুলিবিদ্ধ হয়ে এপিসির ওপর পড়ে যান। তাকে এপিসি থেকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সার্ভিস লেনে ফেলে দেওয়া হয়।

প্রায় এক ঘণ্টা পর বিক্ষোভকারীদের কয়েকজন ইয়ামিনকে উদ্ধার করে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ডাক্তাররা ইয়ামিনের বুক ও ঘাড়ের বাম পাশে অসংখ্য ছররা গুলির ক্ষত রয়েছে বলে জানান।

ইয়ামিনের পরিবারে বাবা-মা ছাড়া তার এক বড় বোন আছে। তিনি তার পরিবার নিয়ে সাভারের ব্যাংক টাউন আবাসিক এলাকায় থাকতেন। ইয়ামিনের বাবা মহিউদ্দিন ব্যাংকার ছিলেন।

বাসসের সঙ্গে আলাপকালে ইয়ামিনের বাবা জানান, ওই দিন (১৮ জুলাই) তিনি একটি মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন। এ সময় ইয়ামিনের মা তাকে ফোন করে বলেন, ইয়ামিন তার ফোন রিসিভ করছে না।

বাবা মহিউদ্দিন বলেন, 'আমি ফোনে তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। ইয়ামিনের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

কিছুক্ষণ পর আমি একজনের কাছ থেকে একটি ফোন কল পাই এবং আমাদের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেখানে গিয়ে ইয়ামিনের লাশ দেখতে পাই।

ইয়ামিনের বাবা বলেন তারা ইয়ামিনের ময়নাতদন্ত করতে দেয়নি এবং শহিদ হওয়ায় তাকে জানাজা ছাড়াই দাফন করা হয়।

মহিউদ্দিন জানান, কুষ্টিয়ায় গ্রামের কবরস্থানে এবং সাভারের তালবাগ কবরস্থানে ইয়ামিনকে দাফন করতে চেয়ে বাধার সম্মুখীন হন তারা। পরে ইয়ামিনকে ব্যাংক টাউন কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মহিউদ্দিন বলেন, মেধাবী ছাত্র হওয়ায় ছেলেকে ঘিরে আমাদের অনেক স্বপ্ন ছিল। ইয়ামিনের বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে শিক্ষক হিসেবে এমআইএসটিতে যোগদানের স্বপ্ন ছিল।

তিনি বলেন, কিন্তু এখন সেই সমস্ত স্বপ্ন দুঃখে পরিণত হয়েছে। ইয়ামিনের বাবা ইয়ামিনের খুনিদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

মৃত ভেবে কম্বল পেঁচিয়ে নবীকে রেখে যায় পুলিশ

ঢাকা ডেস্ক

গাজীপুরে একটি সোয়েটার কারখানার শ্রমিক নবী হোসেন। এর ফাঁকেই যোগ দেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে। গত ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সেদিন শহরের বাইপাস এলাকায় মাদ্রাসাশিক্ষার্থী বড় ভাই জামাল মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেন তিনি। বিকেল ৪টার দিকে আন্দোলনে বেপরোয়াভাবে গুলি ছোড়ে পুলিশ। সড়কের মাঝখানে থাকায় পাঁচ শতাধিক ছররা গুলি লাগে নবীর শরীরে। মুহূর্তেই রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। রাস্তায় পড়ে থাকা নবীকে পুলিশ বুট জুতা দিয়ে আঘাত করতে থাকে। আর ছাত্রলীগ-যুবলীগের আট-নয়জন মিলে রড দিয়ে পেটাতে থাকে। একপর্যায়ে জ্ঞান হারালে মৃত ভেবে পাশের একটি ভবনের ভেতর নিয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে রেখে দেয়।

নবী নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার বাউসী ইউনিয়নের দেওপুর গ্রামের

নসর জমার ছেলে। সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি পঞ্চম। গ্রামের স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন তিনি। কয়েক বছর আগে গাজীপুরে গিয়ে একটি সোয়েটার কারখানায় কাজ নেন। জুলাই মাসের শেষের দিকে ছোট ভাইকে দেখতে গাজীপুরে গিয়েছিলেন জামাল মিয়া। সেখানে যাওয়ার পর দুই ভাই মিলে যোগ দেন আন্দোলনে।

নবী জানান, ঘণ্টা দুয়েক পর জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে কম্বলে ঢাকা অবস্থায় দেখতে পান। কোনো রকমে মুখ বের করে সেই ভবনের লোকজনের কাছে সহায়তা চেয়ে বলেন, 'আমি জীবিত আছি, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।' পরে তাঁরা গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। রাত ৮টার দিকে খবর পেয়ে বড় ভাই জামাল মিয়া হাসপাতালে গিয়ে তাঁর সন্ধান পান। তার পর থেকে সুদে আনা টাকায় চলছে চিকিৎসা। এ পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসায় ব্যয় হয়েছে প্রায় তিন লাখ টাকা। বর্তমানে ঢাকা সিএমএইচে চিকিৎসাধীন নবী। তবে এখনো ঠিকমতো কথা বলতে পারেন না তিনি।

সেদিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বড় ভাই জামাল বলেন, 'শিক্ষার্থীদের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ দেখে আর থাকতে পারিনি। দুই ভাই মিলে যোগ দিই আন্দোলনে। ৪ আগস্ট সকাল থেকে দুজন একসঙ্গেই ছিলাম। বিকেল ৪টার দিকে পরিস্থিতি বেগতিক হয়ে যায়। পুলিশ ব্যাপকভাবে গুলি, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়তে থাকে। চলতে থাকে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। একপর্যায়ে অগণিত ছররা গুলি নবীর শরীরে বিদ্ধ হলে সে রাস্তায় পড়ে যায়। ধাওয়া খেয়ে আমরা তখন অন্য গলিতে গিয়ে আশ্রয় নিই। তারপর থেকে তাকে আর পাইনি। রাত ৮টার দিকে খবর পেয়ে তাজউদ্দীন মেডিকেলে গিয়ে নবী হোসেনকে পাই। শরীরে তার পাঁচ শতাধিক ছররা গুলি দেখতে পাই।'

Bangladeshi Homeowners Association of NYC

Basement Environmental Health & Safety

আপনার বেসমেন্ট, গ্যারেজ, অ্যাটিক বা পিছনের উঠোনকে বৈধ করতে বিনামূল্যে NYC ADU অনুদানের অর্থ ব্যবহার করুন

সাবধান Do Not SLEEP in an Unhealthy Toxic Basement without a Safety Inspection

Potential Serious Health Hazards in your basement: Various Health Issues, Chronic Respiratory illness, Cancer, Kidney, liver, Brain damage, Risk of Severe Mental Health Depression and Central Nervous System even death. (অসুস্থতার 79.5% অস্বাস্থ্যকর বেসমেন্টে দীর্ঘায়িত ঘুমের জন্য দায়ী। বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার, মস্তিষ্কের ক্ষতি, গুরুতর স্বাস্থ্যের অবনতি এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ঝুঁকি, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে)

Obligatory Safety Inspection: Avoiding Liability and Property Loss

• Indoor/Outdoor Air Quality-Lead-Based Paint Analysis, Removal, and Abatement • Mold, Asbestos, Radon Gas, and other Toxicity Inspections • Free NYC Accessory Dwelling Unit (ADU) Program Advice and Legal Conversion of Basement, Attic, Garage, and Backyard (PlusOneADU@hpd.nyc.gov or 311) • Private Investigation, and Community Mediation: আইনজীবী ছাড়া বেজমেন্ট ভাড়াটিয়ার উচ্ছেদ, ব্যক্তিগত তদন্তের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, এবং সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতা • Construction: কম মেরামতের খরচের জন্য NYCHA স্বাধীন কন্ট্রাক্টরের রেফারেল।

Call for Safety Inspection

718-297-9313 | 917-618-0740 Bcsafetymediator@gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ইনভেষ্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain

PROBASHI BANGLADESHI FORUM INC.

New York, NY
jtvuniverse@gmail.com
1 (917) 714-2360

প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরামের মতবিনিময় ও প্রবাসীদের দাবি আদায়ের সভা

জীবিন জীবিকাসহ নানা কারণ আর প্রয়োজনে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন। দেশ ত্যাগ আসলে রক্তক্ষরণের বিষয়। তারপরেও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং দায়বদ্ধতার কারণে প্রবাসী বাংলাদেশীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছেন। স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকারই প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ রক্ষার কথা বলেন, নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি তারা প্রবাসীদের কোন স্বার্থই রক্ষা করেননি। প্রবাসীদের সাথে তারা বিমাতাসুলভ আচরণ করেছেন। আমরা প্রবাসী ফোরামের পক্ষ থেকে প্রতিটি সরকারকে আমাদের প্রাণের দাবি ১৩ দফা নানা সময়ে উপস্থাপন করেছি। আপনারা জানেন বর্তমানে দেশে আন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কোন দলীয় সরকার নয়। ছাত্রজনতার প্রত্যাশিত রাষ্ট্র সংস্কারের সরকার। যে সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রবাসী বাংলাদেশীদেরও বিরাট ভূমিকা ছিলো। তাই আমরা আশাবাদী এই সরকার আমাদের দাবিসমূহ পূরণ করবেন। আমরা আমাদের দাবিসমূহ তাদের কাছে উপস্থাপন এবং প্রেরণ করতে চাই। সেই লক্ষ্যে সকল শ্রেণী পেশার প্রবাসীদের নিয়ে এক মতবিনিময় ও দাবি আদায়ের সভা আয়োজন করা হয়েছে।

তারিখ: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪
সময়: বিকেল ঠিক ৫:০০টা

স্থান: জুইস সেন্টার (জ্যাকসন হাইটস)
37-06 77th St, Jackson Heights, NY 11372

প্রধান অতিথি : **জনাব খালেদ মুহিউদ্দীন**
জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সিইও এবং এডিটর ইন চিফ ঠিকানা টেলিভিশন

উক্ত মতবিনিময় সভায় আপনারা সকলে আমন্ত্রিত।

আমাদের দাবিসমূহ

০১. জাতীয় সংসদে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রবাসীদের অংশিদারিত্ব নিশ্চিত করা।
০২. নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু
০৩. নিউইয়র্কসহ সারা বিশ্বের বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র (ন্যাশনাল আইডি কার্ড) চালু করা, যা ইতিমধ্যেই ব্রিটেনে চালু হয়েছে।
০৪. নিউইয়র্ক সহ সারা বিশ্বের বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোট প্রদান করার ব্যবস্থা করা।
০৫. দেশের বসুন্ধরাসহ ভূমিদস্যুদের হাত থেকে প্রবাসীদের রক্ষা। বিশেষ করে চুক্তি মোতাবেক ক্রয় করা জমি, প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট সহজে সংশ্লিষ্ট প্রবাসীর কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা
০৬. ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা।
০৭. দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা।
০৮. বাংলাদেশের অফিস-আদালতে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বন্ধ করা ও প্রবাসীদের জন্য ঢাকায় চালু করা 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' কার্যকর করা।
০৯. প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের অর্থে গড়ে উঠা অর্থনীতির লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার বন্ধ করাসহ পাচারকারীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা
১০. প্রিয় জন্মভূমি সফরকালে প্রবাসীদের জানমালের নিরাপদের ব্যবস্থা করা
১১. বাংলাদেশে প্রবাসীদের ঘরবাড়ি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা
১২. কনস্যুলেট সেবা বৃদ্ধি করে প্রবাসীদের পাসপোর্ট নবায়ন, জন্মসনদ, মৃত্যুসনদ, দেশের সম্পত্তি হস্তান্তরে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রদানের মতো কাজগুলো সহজ করা এবং
১৩. যেকোনো প্রবাসী বাংলাদেশির মরদেহ বিনা খরচে দেশে নেওয়ার ব্যবস্থা করা

যোগাযোগ:
646-260-4212, 347-863-8971, 646-247-2657, 718-687-2470, 914-303-9433, 646-388-2229, 347-283-9556, 917-580-6324, 917-601-1650, 347-666-7565, 347-476-6527, 646-606-8775 I 917-714-2360

Thinking of
**BUYING
SELLING
INVEST, RENT**

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050

- Residential
- Commercial
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
917-631-5050

EXIT
EXIT REALTY PRIME

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com

Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

MIJAN Real Estate
Reg.No.C-187784

বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়

বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট, ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050

USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542

Email: RealtorMijan@gmail.com

UtshobGroup

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে
বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইন্যান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন

516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিজিট করুন
www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK
BUILD
RUPAYAN GROUP
FDL lifestyle awaits

Change of Visa Status (CoS)
Stay long in the USA
FROM
B1/B2/A3/I/H4
TO
F1 (Study Visa)
CIVA
CENTRE FOR IMMIGRATION AND
VISA ASSISTANCE (CIVA)
PREMIUM
SERVICES
AVAILABLE
CoS
Approval
WITHIN
25 DAYS
Hot Line
+1 347 507 1209
+1 347 729 8366
+1 347 476 7522
Per Person $1000 Only
Give us your file and be relaxed, CIVA Team will do everything for you
INADITION
Non-Immigration Visa Extension (Up To 240 Days)
Asylum Filing Within 10 Days With All Supporting
Reentry permit / Travel documents (From In / Out side of the USA)
Canada / Mexico Visa With All Support (Within 30 days)
EB3 (Unskilled) Application Process (AoS / NVC), Within $18K
F1 (Student) School Transfer within 02 business days
write2civa

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
জব, স্কুল, টিএলসি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
যাদের হেলথ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস – রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
জ্যাকসন হাইটস অফিস – রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

CS
SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
WITH
Best income
Up to
$85.000
Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK
AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301,
Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave,
Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

বাংলা টাউন **মিশিগানের হ্যামট্রামিক ও ডেট্রয়েট পাশাপাশি দুই শহর। বাংলাদেশিদের বিচরণ এ শহর-গুলোতে দীর্ঘদিনের। হ্যামট্রামিক শহরে প্রবেশ করলেই দেখা যায় স্বদেশীদের দাপুটে বিচরণ। গড়ে উঠেছে বাংলা টাউন। বাংলায় সম্ভাষণ জানিয়ে এমন একটি ফলকও শোভা পাচ্ছে সড়ক পাশে।** ছবি: প্রথম আলো

শিক্ষার্থীদের কারা উস্কে দিচ্ছে?

এইচ বি রিতা

একটি শিশুর প্রথম স্কুল তার পরিবার। একটি শিশু আপনাকে অনুকরণ করে। আপনি যা করবেন, সে তা-ই গ্রহণ করবে। আপনি যেভাবে বিশ্বকে তার সামনে উপস্থাপন করবেন, সে সেভাবে বিশ্ব সম্পর্কে জানবে। শিক্ষকদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। আপনি যদি শিক্ষায়, নৈতিকতায়, মানবিকতায় আদর্শবান হন, তবে আপনার ছাত্ররা আপনাকে অনুসরণ করে ভালো কিছু শিখবে। কিন্তু যদি আপনি দলদাস হয়ে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অনৈতিক এবং অমানবিক আচরণ করেন, তাহলে আপনি ছাত্রদের কাছ থেকে কী আশা করতে পারেন?

অনেক শিক্ষার্থীকে দেখেছি বখাটে, গুণ্ডাপান্ডা; কিন্তু শিক্ষককে দেখলে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে মাথা নত করে দাঁড়ায়। কেন দাঁড়ায়? একজন শিক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রশ্ন করুন। আপনার সম্মান কীভাবে অর্জিত হয়েছে?

আজকাল শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেই অশ্রদ্ধা দেখা যাচ্ছে, তা শুধুমাত্র তাদের দোষ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভদ্রভাবে শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করেছেন, কিন্তু এখন গ্রামে বা শহরের স্কুলগুলোতে সপ্তম কিংবা নবম শ্রেণীর ছাত্ররা শিক্ষকদের গালাগালি করছে, গায়ে হাত তুলছে। বাচ্চারা এত সাহস কোথা থেকে পাচ্ছে?

এটা নিছক শিক্ষার্থীদের অসদাচরণ নয়, এটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ। বর্তমান সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণ করার জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হয়েছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের উস্কে দিয়ে এ কাজগুলি করাচ্ছে তিনটি গ্রুপ—একটি হল এলাকার সরকার বিরোধী লোকজন, একটি হল লীগবাহিনী, এবং আরেকটি হল শিক্ষকদের একটি দল।

শিক্ষকদের মধ্যে কে কার উপরে যাবে, এই রেষারেষিও বেশ প্রবল। যখন হাসিনা ক্ষমতায় ছিলেন, তখন একদল শিক্ষক বেশ দাপটের সাথে শাসন করতেন। আজ যখন সেই সুযোগ এসেছে, তখন সেই শোষিত শিক্ষকরাও ছোট বাচ্চাদের উস্কে দিচ্ছেন সরকারপক্ষীয় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। আর শিক্ষার্থীরা ভাবছে, 'যে শিক্ষকরা এতদিন আমাদের উপর অন্যায় করেছে, তাদেরকে এখন শাস্তি দেওয়া উচিত।' বাচ্চারা এমন ভাবছে কারণ তাদের পাশে আছেন একদল শিক্ষক যারা তাদের সমর্থন দিচ্ছেন। আর এই শিক্ষকদের সমর্থন করছেন এলাকার সরকার বিরোধী লোকজন।

আর লীগবাহিনী তো সর্বদাই তৎপর কোনো না কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি করে সরকারের বদনাম করতে। যেমন সংখ্যালঘু নির্যাতনের ক্ষেত্রে তাদের কিছু সদস্যই উস্কানিমূলক কাজ করেছে—মন্দিরে বোমা ফাটিয়েছে, বা ছোট অপরাধীদের টাকা দিয়ে ডাকাতি করিয়েছে। এখন যখন বন্যায় সব স্বাভাবিক হচ্ছিল, তখন শুরু হয়েছে শিক্ষক নির্যাতন ইস্যু।স্কুল পড়ুয়া বাচ্চাদের পক্ষে এসব রাজনীতি বোঝা

আমাদের এখন প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য। সরকারকে সমর্থন করে ভালো কিছু করার জন্য পাশে দাঁড়াতে হবে। সময় দিতে হবে। এদিকে সরকারকেও আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

সম্ভব কি?

এক মাস হয়নি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হয়েছে। লীগ এবং ভারতের ষড়যন্ত্র, আন্তর্জাতিকভাবে চাপ—এসব মোকাবেলা করতেই সরকার হিমশিম খাচ্ছে। এলাকায় এলাকায় কী হচ্ছে, সব সমস্যা কীভাবে মোকাবেলা করবে! তার মধ্যে ভারতের বাঁধ খুলে দেওয়ায় বন্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের বিপদ, কোটি কোটি টাকার ক্ষতি—কতদিকে নজর দিবে সরকার! হাসিনার সিস্টেমকে বুঝে উল্টে দিকের চাকা ঘুরাতে হলেও ছয় মাস সময় দরকার। দুর্নীতির মাধ্যমে সরকার যে অর্থনৈতিক ধস করে গেছে, তার আধা পূরণ করতেও ৫-৬ বছর লাগবে। এখনো নিহত শিক্ষার্থীদের রক্তের দাগ শুকায়নি। তাদের পরিবারকে সমর্থন করতে হচ্ছে। এখনো হাজার হাজার শিক্ষার্থী হাসপাতালে, কেউ পঙ্গু, কেউ অন্ধ। তাদের চিকিৎসা সেবা দিতে হচ্ছে। তারপর না আসবে সংস্কার আর জনগণের দাবির বিষয়গুলো।

বর্তমান সমাজের বাস্তবতায় শিক্ষক, অভিভাবক এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিশুর প্রথম শিক্ষা শুরু হয় পরিবার থেকে, তারপর শিক্ষাঙ্গন যেখানে তাদের মানসিক ও নৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। যদি পরিবার এবং শিক্ষকেরা নিজেরা আদর্শ হয়ে উঠতে না পারেন, তবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে সঠিক আচরণের প্রত্যাশা করাই বৃথা।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজকের সমাজে শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধাবোধ কমে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের নিজেদেরও আত্মসমীক্ষা করা প্রয়োজন। একজন শিক্ষক শুধু জ্ঞানদানকারী নন, তিনি একজন পথপ্রদর্শকও। যদি শিক্ষক নিজে নৈতিক আদর্শ এবং সঠিক মূল্যবোধের প্রতিফলন না ঘটান, তাহলে ছাত্ররা কীভাবে তা শিখবে?

বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা একটি গভীর ষড়যন্ত্রের ফলাফল। সমাজের একটি বিশাল অংশকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করার জন্য, ছাত্রদের উস্কানি দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। শিক্ষার্থীরা যদি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। এই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে এবং দেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিবে।

এখানে দায়িত্বশীলদের—শিক্ষক, অভিভাবক, এবং সমাজের সব স্তরের মানুষদের—দায়িত্ব হলো পরিস্থিতি শান্ত করা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বীজ বপন করা। আমাদের বুঝতে হবে, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের নেতা। তারা যদি এখনই ভুল পথে পরিচালিত হয়, তবে দেশের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের মুখে দাঁড়াবে। শিক্ষার্থীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি, শিক্ষকদের নিজেদেরও উন্নত করতে হবে। তাদের উচিত হবে এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মাধ্যমে শিক্ষকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। শিক্ষকদের উচিত নিজেদের চরিত্র এবং কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শ হয়ে ওঠা, যাতে তারা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে।

আমাদের এখন প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য। সরকারকে সমর্থন করে ভালো কিছু করার জন্য পাশে দাঁড়াতে হবে। সময় দিতে হবে। এদিকে সরকারকেও আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। শিক্ষার মান উন্নয়নের পাশাপাশি, শিক্ষাঙ্গনে যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায়, আমরা যেসব সমস্যা আজ দেখছি, তা আরও বড় আকারে ফিরে আসবে।

দক্ষিণ সীমান্তে অভিবাসী ডিপোর্টেশন দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে

অভিবাসন

বিশেষ প্রতিনিধি

২৯ আগস্ট বৃহস্পতিবার মেক্সিকান এবং আমেরিকান শহর নোগালেসের মধ্যে প্রবেশের একটি বন্দরে অসংখ্য ডিপোর্টেড অভিবাসীদের হতাশা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। পরিবার, বৃদ্ধ ও ছোট শিশুদের নিয়ে তারা মেক্সিকান সরকারী ভবনের স্বেচ্ছাসেবক এবং সরকারী প্রতিনিধিদের সহায়তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। জুনের শুরুতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অতিরিক্ত চাপযুক্ত ইউএস অ্যাসাইলাম সিস্টেমে অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করার জন্য বিস্তৃত প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা আহ্বান করেছিলেন। তাই নোগালেসের মতো মেক্সিকান সীমান্ত শহরগুলিতে অভিবাসীদের প্রত্যাবর্তন তীব্রভাবে বেড়েছে।

প্রতিদিন অসংখ্য ট্রাক, গাড়ি এবং পথচারীরা আইনিভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে, তবে এই জায়গাটিতেই মার্কিন অভিবাসন কর্মকর্তারা মেক্সিকান অভিবাসীদের ডিপোর্ট করে যারা অ্যারিজোনায় অবৈধভাবে পাড়ি দেয়।

অনেক অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে আসেন কাজ করে দেশে তাদের পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করতে। কিন্তু বেআইনিভাবে অ্যারিজোনায় প্রবেশের পরপরই, অনেককেই মার্কিন সীমান্ত এজেন্টদের দ্বারা আটক হয়ে নিজ দেশে ফিরে যেতে হচ্ছে। আমেরিকান কর্মকর্তাদের দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, যদি আবার তারা বেআইনিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেন তবে তাদেরকে জেলের মুখোমুখি হতে হবে।

সেদিন, ডিপোর্টেড অনেকের জুতার ফিতা ছিল না বলে তাদেরকে নিজেদের ক্ষতি করার উদ্বেগের কারণে মার্কিন অভিবাসন কর্মকর্তারা বাজেয়াপ্ত করে। তবে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ইউএস বর্ডার টহল দ্বারা জারি করা স্ট্যান্ডার্ড পোশাক পরেছিলেন। আমেরিকান স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল ডিপোর্টেডদের কিছু ফল ও শিশুদেরকে খেলনা সর্বরাহ করে এবং পরামর্শ দেয় যে, নোগালেসের অভিবাসীরা যেন তাদের আশ্রয়কেন্দ্র ফিরে যায়।

রোজালিস নামে এক ম্যাক্সিকান মহিলা তার শিশুকন্যা সহ ডিপোর্টেড হয়। শেনমহিলা স্পেনিস ভাষায় জানান, তিনি এবং তার কন্যা নেগোলেসে নিরাপদ নয় বলেই মার্কিন সীমান্তে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বিষয়টি মার্কিন অভিবাসন কর্মকর্তাদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন - কিন্তু কোন লাভ হয়নি। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে বিপদে আছে, আমি তাদের বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা শুনেনি।'

জো বাইডেনের একতরফা পদক্ষেপের কারণে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয় আইন বাতিল করা হয়েছিল। পূর্বে, অভিবাসীরা যারা এ দেশে শারীরিকভাবে উপস্থিত ছিল তারা ডিপোর্টেশন এড়াতে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করতে পারতো। কিন্তু বাইডেনের জুনের ঘোষণার অধীনে, যেসব অভিবাসী আইনী প্রবেশপথের মধ্যে দক্ষিণ সীমান্ত অতিক্রম করে তারা সাধারণত আশ্রয়ের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। পূর্বে, অভিবাসীরা ডিপোর্টেড হলে এবং নিজ দেশে ফিরে গেলে তারা কোনো প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা, তা জিজ্ঞাসা করা হতো এবং ইন্টারভিউ নেয়া হতো মার্কিন অভিবাসন কর্মকর্তাদের দ্বারা। কিন্তু সংশোধিত প্রবিধানগুলির কারণে এখন মার্কিন অভিবাসন কর্মকর্তাদের দ্বারা অভিবাসীদের জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনীয়তাও বাতিল করে দিয়েছে। নতুন প্রবিধান, কর্মকর্তাদের মেক্সিকো, সেনট্রাল আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ থেকে অভিবাসীদের আরও দ্রুত ডিপোর্ট অনুমতি দিয়েছে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন অভিবাসন কর্মকর্তা রয়েস মারের সাম্প্রতিক আদালতের ঘোষণা অনুসারে বাইডেনের আদেশের পরে দক্ষিণ সীমান্তে মুখোমুখি হওয়া অভিবাসীদের ডিপোর্টেশন দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। মারের মতে, আদেশের বাস্তবায়নের প্রথম দুই মাসে, বিভাগটি প্রতি ১০০টি সীমান্ত এনকাউন্টারে ৬২টি প্রত্যাবাসন পরিচালনা করেছে, যেখানে প্রতি ১০০ এনকাউন্টারে ২৬টি প্রত্যাবাসন হতো।

‘দেশটা তোমার বাপের নাকি’-এর আদলে গান গেয়ে গ্রেপ্তার ভারতীয় শিল্পী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশে ছাত্র–জনতার আন্দোলনের মধ্যে আলোচনায় আসা গান ‘দেশটা তোমার বাপের নাকি’–এর কথার আদলে গান গেয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন ভারতের এক শিল্পী।

আসাম পুলিশের হাতে রোববার গ্রেপ্তার আলতাফ হোসেন একজন ইউটিউবারও। বিহু গানের বিতর্কিত সংস্করণের জন্য তিনি পরিচিত। ধুবরি জেলার বাসিন্দা তিনি।

প্রতিবেদন বলছে, গানের মাধ্যমে রাজ্যের জাতিগত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উসকানি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আলতাফকে। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সমালোচনা সত্ত্বেও তার গান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাজার হাজার ভিউ পেয়েছে।

‘দেশটা তোমার বাপের নাকি’ গানের কথা ইথুন বাবুর। গেয়েছেন মৌসুমী চৌধুরী। বাংলাদেশি এ গানের অনুসরণে গান গেয়েছেন আলতাফ, যার অর্থ– ‘দেশটা কি তোমার বাবার?’

তার গ্রেপ্তারে নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। জনসাধারণকে অসমীয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, সমাজে ভালোভাবে থাকতে অবশ্যই এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলোকে সম্মান করতে হবে। যদি কেউ আমাদের সভ্যতা, ঐতিহ্যে বা সাংস্কৃতিক চর্চাকে এমনভাবে প্রচার করে যা আমাদের নিয়ম থেকে বিচ্যুত হয়, তবে তা গ্রহণ করা হবে না।

আগ্রাবাদ: আমাদের শেকড়ের সাথে বন্ধনের এক মেলবন্ধন

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল।

আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় নিউ ইয়র্কের কুইন্সের আল আকসা পার্টি হলে পরানে আগ্রাবাদ ইউ.এস.এ মিলনমেলার সপ্তম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই বিশেষ সন্ধ্যায় সবাই মিলিত হবেন সেই চেনা মুখগুলোর সাথে, যারা একসময় জীবনের অংশ ছিল এবং একসাথে উদযাপন করবেন আগ্রাবাদের সেই সোনালী স্মৃতিগুলোকে। সবাই একসাথে স্মৃতির পাতায় থাকা সেই দিনগুলোকে ফিরে দেখার সুযোগ পাবেন , যেখানে পুরনো হাসি, গল্প, আর আনন্দের মুহূর্তগুলো জীবনের রঙিন অধ্যায় হয়ে উঠেছিল।

এই পুনর্মিলনী কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি শেকড়ের সাথে সবার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার একটি অনন্য সুযোগ হবে। মিলনমেলায় সবাই ফিরে যাবেন তাদের শৈশবে, যেখানে ছিলো হাসি-খুশির, কল্পনার, এবং স্বপ্নের এক অপরূপ ভুবন। একে অপরের সাথে গল্প করে, স্মৃতিচারণ করে, আবারও সেই দিনগুলোর স্বাদ গ্রহণ করবেন, প্রতিটি স্মৃতি যেনো জীবনের গল্পের একেকটি পৃষ্ঠা, যেখানে বন্ধুত্ব, প্রেম, আর হাসি এক সুতায় গাঁথা - এই প্রত্যাশা করেন আয়োজকরা।

আয়োজকরা জানান, এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ হলো স্মৃতিচারণ। একে অপরের সাথে গল্প করে, সেই পুরনো দিনের স্মৃতির পাতা উল্টিয়ে ফিরে যাবেন শৈশবে, যেখানে হাসি, আনন্দ, আর

কল্পনার এক রঙিন জগৎ ছিলো। আমাদের সেই সময়ের বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষিকা, খেলার মাঠের গল্প, ক্লাসের দুষ্টুমি সবকিছু যেনো আবারো জীবন্ত হয়ে উঠবে।

এটি কেবল একটি পুনর্মিলনী নয়, বরং শেকড়ের সাথে আমাদের বন্ধনকে পুনরুজ্জীবিত করার এক বিশেষ মুহূর্ত, একসাথে পুরনো দিনের স্মৃতিতে হারিয়ে যাওয়া ও নতুন স্মৃতির জাল বুনবে - তাই সবার উপস্থিতির আহবান জানিয়েছেন আয়োজকরা।

এই বছরের পুনর্মিলনীতে থাকছে নানান রকমের বিশেষ আয়োজন। সঙ্গীত সন্ধ্যা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুইজ প্রতিযোগিতা, এবং পুরস্কার বিতরণী সহ আরও অনেক আকর্ষণীয় আয়োজন থাকবে। ছোটদের জন্য আলাদা খেলার জায়গা, সুস্বাদু খাবারের আয়োজন, এবং সবার জন্য থাকবে একসাথে আনন্দে মেতে উঠার অসাধারণ সুযোগ থাকবে এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে।

এই পুনর্মিলনীতে অংশগ্রহণের জন্য নিচের যে কোনো একটি নাম্বারে যোগাযোগ করে নাম নিবন্ধন করার জন্য আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে - বাবু: 917 731 3975, জুয়েল: 347 335 2187, বকুল: 347 852 6332, রুশো: 917 600 0185, আতিক: 646 240 6062

শহিদদের পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব সরকারের

ঢাকা অফিস

তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহিদদের পরিবারের দেখাশোনাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে এক শহিদ পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি এ কথা জানান।

সাভারের বাইপাইলে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে নিহত হন মো. রমজান আলী। তার পরিবার আজ নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন।

এসময় উপদেষ্টা নাহিদ বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে এসেছিলো। তাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। শহিদদের জন্যই আমরা বেঁচে আছি, বাক স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছি।

তথ্যউপদেষ্টা শহীদ রমজান আলীর পরিবারের খোঁজখবর নেন। একইসঙ্গে তাদেরসহ সকল শহিদ পরিবারের মাসিক ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় শহীদ রমজানের পরিবার থেকে তার বাবা ও ছোট বোন উপস্থিত ছিলেন।

রমজান আলী নাটোরের সিংড়ায় ডিগ্রিতে পড়াশোনা করতেন। তার পরিবারের কেউ উপার্জনক্ষম না থাকায় বাইপাইলে একটি মাছের আড়তে কাজ করে তিনি পুরো পরিবারের খরচ চালাতেন। ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে গত ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে তিনি মারা যান।

ভারতে বাংলাদেশি সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা লোকসভার সদস্য রাহুল গান্ধী ও তাঁর মা কংগ্রেসের সাবেক প্রধান সোনিয়া গান্ধীকে নিয়ে ভুয়া সংবাদ প্রচারের অভিযোগে বাংলাদেশি এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ভারতে মামলা হয়েছে। গত শনিবার এই অভিযোগ দায়ের করেন কংগ্রেসের লিগ্যাল টিমের সদস্য শ্রীনিবাস।

এরপর মামলা নেয় ব্যাঙ্গালুরু পুলিশ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও দ্য ওয়্যারের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

মামলায় বাংলাদেশি সাংবাদিক সালাহউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী ছাড়াও অদিতি নামের এক ভারতীয় নারীও রয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়্যার বলছে, সালাহউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশি সংবাদপত্র ব্লিজের সম্পাদক। অন্যদিকে অদিতি জয়পুর ডায়লগস নামের একটি প্ল্যাটফর্মে কাজ করেন।

অভিযোগে কংগ্রেসের লিগ্যাল টিমের সদস্য শ্রীনিবাস বলেন, সোনিয়া গান্ধী পাকিস্তানের আইএসআইয়ের এজেন্ট ছিলেন বলে মাইক্রো ব্লগিং সাইট এক্সে অভিযোগ করেছেন সালাহউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী। দুই ধর্মের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর টুইটে এও দাবি করেন, বিবাহ ও ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন সত্ত্বেও সোনিয়া গান্ধী এখনো খ্রিস্টধর্ম অনুসরণ করেন।

এ ছাড়া শ্রীনিবাস অভিযোগে বলেন, বিদেশি এক বন্ধুকে নিয়ে এক নারীকে রাহুল গান্ধী হয়রানি করেছেন বলেও দাবি করেছেন সালাহউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী। জয়পুর ডায়লগস নামের প্ল্যাটফর্মে কাজ করা অদিতি এই পোস্ট শেয়ার করে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

বেঙ্গালুরু পুলিশের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ভারতের আরেক সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুকে বলেন, গান্ধী পরিবারের নামে ভুয়া তথ্য ছড়ানোর অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর মামলা করা হয়েছে। এরই মধ্যে মামলার তদন্তও শুরু হয়েছে।

হামাস নেতাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলায় ঘটনায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারসহ আরও বেশ কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে মামলা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আজ বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

গতকাল এক ভিডিও বিবৃতিতে মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড বলেন, হামাসের ছয় নেতার বিরুদ্ধে সাতটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

‘ট্রাম্পকে ঘৃণা করেন মেলানিয়া’

উত্তম আমেরিকা ডেস্ক

স্বামী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নয়, বরং কমলা হ্যারিসকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট দেখতে চান মেলানিয়া ট্রাম্প। বিস্ময়কর এমন দাবি করেছেন হোয়াইট হাউসের সাবেক যোগাযোগ পরিচালক অ্যান্থনি স্কারামুচি। স্কারামুচি সম্প্রতি মিডিয়াস টাচ নামের একটি পডকাস্টে এমন মন্তব্য করেন বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

অ্যান্থনি স্কারামুচি বলেন, ‘ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প গোপনে ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করছেন। মেলানিয়া তাঁর স্বামী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঘৃণা করেন। মনে মনে তিনি কমলার জয় কামনা করছেন।’

পডকাস্টে উপস্থাপক বেন মেইসেলাসকে স্কারামুচি বলেন, ‘মেলানিয়া ট্রাম্প সম্ভবত আমার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী কমালা হ্যারিসকে হোয়াইট হাউসে দেখতে। কারণ, তিনি ট্রাম্পকে ঘৃণা করেন। নিজের স্ত্রীও ট্রাম্পকে ঘৃণা করেন।’

স্কারামুচির এই মন্তব্য এমন সময় এসেছে যখন রিপাকলিকার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণায় মেলানিয়া প্রায় অনুপস্থিত ছিলেন। কয়েকটি তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকার পর,

মেলানিয়া ট্রাম্প

কেবলএকটি সমাবেশে অংশ নিয়েছেন তিনি। বর্তমানে ছেলে ব্যারন ট্রাম্পের শিক্ষাজীবন নিয়ে ব্যস্ত এবং বেশিরভাগ সময় নিউইয়র্কে কাটাচ্ছেন মেলানিয়া।

এদিকে মেলানিয়ার বিষয়ে স্কারামুচির দাবিকে পুরোপুরি ‘বাজে কথা’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। স্কারামুচি একজন ‘উগ্র’ ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

উল্লেখ্য, অ্যান্থনি স্কারামুচি ২০১৭ সালে মাত্র এগারো দিনের জন্য হোয়াইট হাউসের যোগাযোগ পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ২১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত এই দায়িত্বে ছিলেন তিনি। বেশ কয়েকটি বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁকে বরখাস্ত করেন।

আমোরিকার ওয়াশিংটন ফোবানায় বায়োগ্রাফি অফ নজরুল

জুয়েল সাদত

৩৮ তম ওয়াশিংটন ফোবানার ৩ দিনের কনভেনশনের তৃতীয় দিনে ১ সেপ্টেম্বর ফোবানার ভেন্যু মেরিয়েট ক্রিস্টাল গেইটওয়ে তে তৃতীয় দিন বিকাল ৫ টায় বায়োগ্রাফি অব নজরুল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

৯৪ মিনিটের ডকুমেন্টরীতে পুরো নজরুলের জীবনী ফোবানায় আগত দর্শকরা উপভোগ করেন। নজরুলের বর্নাট্য জীবনী অসাধারন ভাবে ফুটিয়ে তুলা হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বিদ্রোহী কবি, প্রেমের কবি, সাম্যের কবি। নজরুল ইসলাম কে ছাড়া বাঙ্গালীর অচল, জীবনের প্রত্যেকটা মাধ্যমে কাজী নজরুল দৃশ্যমান। কাজী নজরুল ইসলাম এর বায়োগ্রাফি র পরিচালক ফেরদৌস খান অসাধারন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ডকুমেন্টরী। প্রযোজনায় ছিলেন ড.আল আমিন খান। গ্লোবাল স্ক্রিনিং পার্টনার আর্টিসান।

ফোবানায় প্রদর্শিত নজরুলের

ডকুমেন্টরীরা সকল মহলে প্রশংসিত হয়। ডকুমেন্টরী প্রদর্শনীর পর এর সুধিমহল তাদের প্রতিক্রিয়া আমেরিকার নানা শহরে এটা প্রদর্শনের আগ্রহ ব্যাক্ত করেন লস এনজেলস এর ড. জয়নাল আবেদিন, ডালাসের হাসান মোবিন, ভার্জিহিয়ার হিরন চৌধুরী, ফ্লোরিডার বাবুল হাই, ওয়াশিংটন এর সামশুদ্দিন মাহমুদ।

কাজী নজরুল ইসলাম এর ডকুমেন্টরী প্রদর্শনীর আলোচনা করেন প্রযোজক ডক্টর আল আমিন, সাংবাদিক জুয়েল সাদত, সামসুদ্দিন মাহমুদ, খালেদ আহমদ রউফ ও হাসনাত সানি।

সেইন্ট গ্রেগরীজের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্নিলনী ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর

দ্রুত রেজিস্ট্রেশনের অনুরোধ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বর্নাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দেড়শতবর্ষ-পেরুনো বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেইন্ট গ্রেগরীজ হাই স্কুল এর প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলনী। গ্রেগরীয়ানস অফ্ নর্থ আমেরিকার উদ্যোগে আগামী ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউ জার্সী অঙ্গরাজ্যের দ্য ওয়েস্টিন প্রিন্সটন হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, দেশ-বিদেশে অবস্থানরত প্রাক্তন ছাত্ররা সপরিবারে এ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবে। এছাড়া যারা গ্রেগরিয়ান নয় তারাও রেজিস্ট্রেশন করে অংশ নিতে পারবে। অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য Gregorians of North America website https://gregoriansofna.org অথবা Wahid Shams (Tel/WhatsApp : 848-213-1768, Mohammad Naqibuddin (Tel/WhatsApp : 410-440-7046) এর ফোনে সরাসরি অথবা হোয়াটস অ্যাপে অতিসত্বর যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ল সোসাইটির ঐক্যবদ্ধ বনভোজন ৭ সেপ্টেম্বর

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ ল সোসাইটি সকল সদস্যদের নিয়ে ৭ সেপ্টেম্বর বার্ষিক বনভোজন করবে। গত ২৯ আগস্ট জ্যাকসন হাইটসের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংগঠনের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। পুরনো সব ভুল বুঝাবুঝির কারণে ল’ সেসাইটির একটি পক্ষ মুল দল থেকে বিভক্ত হয়েছিলো বলে সভার পরে দেয়া বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে এখন আমরা সব ভুলের অবসান ঘটিয়ে পূর্বের মতো এক সারিতে অবস্থান করতে চাই এবং বাংলাদেশ ল'সোসাইটির সকল সদস্যদের নিয়ে একসাথে পিকনিক আয়োজন ও পরবর্তী পথ চলতে চাই।

বনভোজন মিলন মেলা হয়ে উঠুক-এমন প্রত্যাশা উল্লেখ করে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অতীতের ভুল বুঝাবুঝি থেকে যারা সোসাইটি থেকে দুরে সরে গেছেন তাদের সোসাইটিতে পুনরায় ফিরে আসা এবং একসাথে বনভোজন উপভোগ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বর্তমান কার্যকরী পরিষদ আগামী দিনে একসাথে পথ চলার সকল প্রতিবন্ধকতা দুর করে সবাইকে নিয়ে পথ চলতে বদ্ধপরিকর বলে বলা হয়েছে। এডভোকেট মতিউর রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ ল'সোসাইটি এবং এডভোকেট আব্দুর রশিদ সাধারণ সম্পাদক সবাইকে এ আহ্বান জানিয়েছেন।

‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের প্রার্থী ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সংগঠিতভাবে নির্বাচন করতে আতাউর রহমান সেলিম এবং মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে সেলিম-আলী পরিষদের প্রচার প্রচারণা চলছে দীর্ঘদিন যাবৎ। ২৮ আগস্ট বুধবার, জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে পরিষদের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রার্থীদের প্রাথমিক পরিচিত সভার মধ্যে দিয়ে শোডাউন করলো প্যানেলটি। সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলীসহ কার্যকরী পরিষদের ১৯টি পদে প্রতিদ্বন্দিতাকারী কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন এই প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক শাহ নেওয়াজ। পরবর্তীতে সভাপতিত্ব করেন যুগ্ম আহবায়ক কাজী আযম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন জামিল আনসারী। এছাড়াও গীতা থেকে পাঠ করা হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন খান।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্কটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এবং এনআরবি ওয়ার্ল্ড-এর অন্যতম উপদেষ্টা বাংলাদেশি-বৃটিশ ফয়সল চৌধুরী। অতিথিদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ডা. চৌধুরী সারোয়ারুর হাসান, আলী ইমাম শিকদার, ডা. মাসুদুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, আব্দুর রহীম হাওলাদার, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, জুনায়েদ চৌধুরী, বদরুন্নাহার খান মিতা, আমীন মেহেদী বাবু, সালেহ আহমেদ মানিক, নাঈম টুটুল ও রেজাউল আলম অপু।

এছাড়াও ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, পদপ্রার্থী জাহাঙ্গীর সোহরাওয়াদী, আশরাফ আলী খান লিটন, সিদ্দিক পাটোয়ারী, মোহাম্মদ এ আখতার বাবুল, এনায়েত মুন্সী প্রমুখ।

> অনুষ্ঠানে বক্তারা সোসাইটির আগামী নির্বাচনে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের প্রার্থীদের যোগ্য পার্থী হিসেবে মনে করেন এবং তাদেও নির্বাচিত করার জন্য সবার সহযোগিতা ও ভোট কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাঈদ তারেক, বদরুল হোসেন খান, কাজী আজহারুল ইসলাম মিলন, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, ফারুক চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, আহসান হাবীব ও রাব্বী সৈয়দ। এছাড়াও ইশতিয়াক রুমী ও মোহাম্মদ সাদেক সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান যৌথভাবে পরিচালনা করেন ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী ছাড়াও মোহাম্মদ আলী, মহিউদ্দিন দেওয়ান ও মফিজুল ইসলাম রুমী।

অনুষ্ঠানে ঘোষিত ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- কামরুজজামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক- মোগাম্মদ আলী, সহকারী সাধারণ সম্পাদক- আবুল কালাম ভুইয়া, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুর ইসলাম ভুইয়া রুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ এ আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- আশরাফ আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক- হাসান জিলানী এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ সাদিক, আবুল কাশে চৌধুরী, মনসুর আহমেদ, আল হারুন, জাহাঙ্গীর সেহরাওয়ার্দী ও হাসান খান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সোসাইটির আগামী নির্বাচনে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের প্রার্থীদের যোগ্য পার্থী হিসেবে মনে করেন এবং তাদেও নির্বাচিত করার জন্য সবার সহযোগিতা ও ভোট কামনা করেন।

মিশিগানের হ্যামট্রাম্যাক সিটিতে তিন দিনব্যাপী লেবার ডে ফ্যাস্টিভাল অনুষ্ঠিত

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

মিশিগানের হ্যামট্রাম্যাক সিটিতে লেবার ডে ফ্যাস্টিভালে প্রবাসী বাংলাদেশীরা। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক সিটিতে প্রতিবারের মতো এবারো তিন দিনব্যাপী (৩১ আগষ্ট, ১ ও ২ সেপ্টেম্বর) লেবার ডে ফ্যাস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানা গেছে এবার মেলার ৪৪তম বর্ষ উদযাপন করা হয়েছে। মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে শহরের জোসেফ ক্যাম্পু সড়কে। তিন দিনের এ মেলাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ গ্রহণ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে এ ঐতিহ্যবাহী এ মেলা দেখতে লোকজন এসেছিলেন। শিশু থেকে সিনিয়র সিটেজেন সব মানুষের জন্য ছিল বিনোদনের ব্যবস্থা। মেলায় ছিল কেনাকাটার জন্য রকমারী স্টল, গান, বাজনাসহ খাবারের দোকান। ছিল কার্নিভ্যাল রাইড, রেষ্টলিং প্রতিযোগিতা। ২ সেপ্টেম্বর ছিল মেলার শেষ দিন এবং আকর্ষণীয় প্যারেড। এতে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নেচে, গেয়ে অংশ গ্রহণ করেন। প্যারেডটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। রাস্তার দুই পাশে দাড়িয়ে থাকা মানুষজন তাদেরে হাত নাড়িয়ে অভিনন্দন জানান। এ বছর প্রবাসী বাংলাদেশীদের একাধিক সংগঠন এতে অংশ গ্রহণ করে। তারা বাংলাদেশের পতাকা, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পোষাক পরে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন।

জানা যায় ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম এই ফ্যাস্টিভ্যাল শুরু হয়। তখন হ্যামট্রাম্যাক শহরের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। হ্যামট্রাম্যাকে অবস্থিত ডাজ মোটর ফ্যাক্টরীর প্রধান কারখানাটি ৭০ বছর চলার পর হঠাৎ করে এ সময় বন্ধ করে দেয়া হয় এতে প্রায় ১০ হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে যায় এবং মিলিয়ন ডলার রাজস্ব হারায়। সেই সময়ের হ্যামট্রাম্যাক সিটির মেয়র রবার্ট কজারেন কয়েকজন উদ্যোগী মানুষকে নিয়ে এ ফ্যাস্টিভ্যাল শুরু করেন। সে মেলায় ১০ হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করেছিল বলে ইতিহাসবিদ গ্রেগ কাওয়ালস্কি'র এক প্রবন্ধ থেকে জানা যায়।

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্ত-রিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (প রিষ্কার - প রিচ্ছন্নত া) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৩১৪-৭৯১৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস ১ ব্লক দুরত্বে নতুন রেনুভেটেড দুই বেড, লিভিং ১ বাথ কিচেন ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি স্কুল নিকটে। ভাড়া ২৩৫০ ডলার। ফোন 646-645-9830

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সা-বওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 $). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ওয়াশিংটন ফোবানার সমাপ্তি

‘আসুন বাংলাদেশটাকে ভালবাসি’

জুয়েল সাদত

ওয়াশিংটন ডিসি ভার্জিনিয়ায় তিনদিনের ফোবানা সফল ভাবে সম্পন্ন। ৩৮ তম ফোবানার সফলতার পর ২০২৫ সালের ৩৯ তম আটলান্টার পথে ফোবানা।

ভার্জিনিয়ায় ডিএসএ এয়ারপোর্ট এর পাশেই মেরিয়েট ক্রিস্ট্রাল গেইট ওয়েতে ছিল তিনদিন প্রবাসী বাংলাদেশী মিলন মেলা। মেরিয়েট এর বিশাল হেটেলের লবি, কনভেনশন সেন্টার ছিল ৩৫ টি স্টেটের প্রবাসী দের পদচারনায় মুখরিত।

১ ম দিন ৩০ আগস্ট উদ্বোধন ছিল জাকজমকময়। উত্তর আমেরিকার ওয়াশিংটনডিসির ভার্জিনিয়ায় ৩৮ তম ফোবানার তিনদিনের কনভেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ভয়েস আফ আমেরিকার সাংবাদিক ও ফোবানার প্রতিস্টাতা ও ১৯৮৭ সালের ১ম ফোবানার কনভেনর ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, আমি কালের সাক্ষী। আজ ফোবানা নানা মাধ্যমে কাজ করে। ফোবানার ৩৮ তম আসরে আমি উপস্থিত হয়ে গৌরববোধ করছি। ৩৭ বছর আগে বেশী প্রবাসী ছিলেন না, আমরা একটি স্বপ্ন বুনেছিলাম আজ ফোবানা পুর্নতা পেয়েছে। ফোবানা যেন প্রবাসীদের বিভাজন মুক্ত রাখে।

আবীর আলমগীর ও শামীম আহমদের পরিচালনায় ফোবানায় উদ্ভোধনী অনুষ্টান শুরু হয় বাংলাদেশ, আমেরিকা ও কানাডার জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফোবানার নির্বাহী সংসদ ও আগত অতিথিরা মঞ্চে আসন গ্রহন করেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন স্কটল্যান্ডের শ্যাডো মিনিস্টার ফয়সাল আহমদ এমবিই , তিনি বলেন ফোবানার পজিটিভ বিষয়গুলো আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, আমি বাংলাদেশের সকলকে মুলধারার রাজনীতিতে যোগ দেবার আহবান জানাব। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি সায়েন্স এন্ড ট্যাকনোলজি এর ভিসি ইন্জিনিয়ার আবু হানিফ বলেন, ফোবানার জন্ম ওয়াশিংটনে, আজ আমরা ৩৮ তম আসরটিও ওয়াশিংটনে করছি, এটা একটা মাইলস্টোন। ফোবানার সাথে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি সব সময় একসাথে কাজ করবে।

ভয়েব অব আমেরিকার রোকেয়া হায়দার বলেন, ফোবানার নানা মুখি কাজ সমাজকে আলোকিত করছে। আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বক্তৃব্য রাখেন ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেটের ডক্টর গাজালা এফ হাসমী ও সাদ্দাম এজলান সেলিম। আরলিংটন কাউন্টি বোর্ডে সোসান কানিংহাম, রিজিওনাল ডায়রেক্টর তানিয়া টলেনটো ও ইউ এস সিনেটর মার্ক আর ওয়ার্নার।

ফোবানার নির্বাহী সংসদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ট্রেজারার ডক্টর প্রিয়লাল কর্মকার, জয়েন্ট সেক্রেটারি খালোদ আহমদ রউফ, এক্জিকিউটিভ সেক্রেটারি আবীর আলমগীর, ভাইস প্রেসিডেন্ট মাসুদ রব চৌধুরী ও চেয়ারম্যান এটর্নী মোহাম্মদ আলমগীর। ৩৮ তম হোস্ট কমিটি বাগডিসির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মেম্বার সেক্রেটারি আবু রুমী, প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন নুরু ও কনভেনর রোকশানা পারভীন।

কনভেনর রোকশানা পারভীন বলেন, আপনাদের সকলের সহযোগীতায় আজ ৩৮ তম ফোবানা সফল হতে যাচ্ছে। আশা করছি আগামী তিন দিন আপনারা উপভোগ করবেন। হোস্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন বলেন, আমাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, যদি কোন ভুলত্রুটি আগামী তিনদিন চোখে পড়ে, আপনারা তা সহজ ভাবে নিবেন।

ফোবানার চেয়ারম্যান এটর্নী আলমগীর বলেন, আপনারা ৩৮ তম ফোবানা সফল করতে অনেকেই সহযোগীতা করেছেন। সবাইকে ধন্যবাদ।।

রাত ৯.৩০ মিনিটে ফোবানার ভেটারান ইকবাল বাহার চৌধুরী আনুষ্ঠানিক ভাবে ৩৮ তম ফোবানার উদ্ভোধন করেন। সে সময় মঞ্চে ছিলেন ফোবানার এক্স চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং ফোবানার প্রতিস্টাতা সময়কালের গোলাম ফরিদ আক্তার ও মাজহারুল ইসলাম।

উদ্বোধনী মুল অনুষ্ঠানের পুর্বে সন্ধ্যা ৬ টায় ব্লাক টাই ডিনারের মাধ্যমে ৩৮ তম ফোবানার তিনদিনের কনভেনশন শুরু হয়।

রাত ৯.৪৫ মিনিটে বাংলাদেশের দেশের গানের সাথে ঐতিহ্যগত নাচের পরিবেশনা ও বাংলাদেশ থেকে আগত নৃত্যশিল্প মৌ ও লায়লা হাসানের দেড় ঘন্টার গীতিনাট্য পরিবেশনা ছিল মনোমুগ্ধকর। নতুন প্রজন্মের নাচের শিল্পীদের পরিবেশনায় দর্শকরা উপভোগ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভেন্যুতে নানা ভেন্ডরদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। ফোবানার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাত ১টা পর্যন্ত চলে।

ওয়াশিংটনডিসির ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পাশে ছোট হল রুমে ১৯৮৭ সালে ফোবানার ১ম সম্মেলন শুরু হয়ে ধারাবাহিক ভাবে তা ৩৭ টি সফল সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় ৩৮ তম ওয়াশিংটন ফোবানার শুরু হয়।

৩১ আগস্ট শনিবার, ছিল ফোবানা কনভেনশনের দ্বিতীয় দিন। দুপুর ১২ টায় ছিল ইউথ ফোরামের সেমিনার সহ বেশ কয়েকটি সেমিনার, ১১ টায় শুরু হয় ফোবানার ইসি কমিটির মিটিং। সাড়ে ১২ টায় ছিল ফোবানার আকর্ষনীয় বিজনেস লাঞ্চ। স্পন্সর্ সহ সফল ব্যবসায়ীদের নিয়ে বিজনেস লাঞ্চে কথা বলেন, আমেরিকার নানা শহর ও নানা দেশের ব্যবসায়ীরা। অতিথি হিসাবে ছিলেন স্কটল্যান্ড এর মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ফয়সাল আহমদ এমবিই। আগত ব্যবসায়ীরা তাদের সফলতার কথা বলেন এবং কিভাবে কমিউনিটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার গল্প বলেন। তাদের ধন্যবাদ জানান, ফোবানার চেয়ারম্যান এটর্নি মোহাম্মদ আলমগীর, কনভেনর রোকশানা পারভীন ও বিজনেস লাঞ্চ এর চেয়ারম্যান আজাদুল হক।

দ্বিতীয় দিনের সকালে ছিল বাচ্চাদের সায়েন্স ফেয়ার ও বিকাল ৩ টায় কাব্য জলসা। উত্তর আমেরিকার ৫৪ জন স্বনামধন্য কবিদের উপস্থিতিতে কবি ও সাহিত্যিকদের পদচারনায় মুখরিত ছিল কাব্য জলসার ভেন্যু।

কাব্য জলসা উপলক্ষে মৃদুল রহমানে সম্পাদনায় একটি সুভেনির প্রকাশিত হয়। কাব্য জলসায় কবিরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

সন্ধ্যায় শুরু হয় ফোবানার মুল ভেন্যুতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কালচারাল শো তে ছিল নানান শহরের সংগঠনগুলোর নানান পরিবেশনা। নাচ, গান, নাটক, ও বাচ্চাদের পরিবেশনায় মুখরিত ছিল মেরিয়ট এর বলরুম।

সন্ধ্যায় শুরু হয়ে তা রাত ২ টায় কুমার বিশ্বজিৎ এর শেষ পরিবেশনা দিয়ে শেষ হয়। ফোবানার ভেন্যুতে একটি খাবারের দোকান ছিল, সেখানে খাবারের কমতি ছিল না। ছিল অনেকগুলো কাপড়ের দোকান,বইয়ের দোকান সহ নানান রকমারি বিজনেস প্রমোশনাল বুথ।

দুবাই থেকে ও ঢাকার রিয়েল এস্টেট এর প্রতিনিধিরা ছিল কনভেনশনে। শনিবারের পুরোটা দিন জুড়ে ছিল সায়েন্স ফেয়ার, ওমেন এমপাউয়ারিং, ইউথ ফোরাম, বই মেলা, ক্রাফট এন্ড ক্লথিং শো, ফোবানা ফিল্ম শো, কাব্য জলসা, সেমিনার -ইমিগেশন ডিসকাশন। ৩১ শে ডিসেম্বর উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত মুক্তিযোদ্বাদের সম্মামনা প্রদান করা হয়।

১ সেপ্টেম্বর, রোববার ছিল ফোবানার ৩য় দিন। দুপুর ১২ টায় শুরু হয় ফোবানার এজিএম। ৩ ঘন্টা ব্যাপী এজিএম এ ফোবানার বিগত বছরের পর্যালোচনা, আয় ব্যায়ের হিসাব, আইন কানুন পরিবর্তন, ভোটিং সিস্টেম আপডেট, নতুন কমিটির পরিচিতি, ২২ টি সাব কমিটির কার্যক্ষম সহ নানা বিষয় অপেন ডিসকাশন ছিল।

সকাল ১১ টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত ছিল বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার। সেমিনার গুলোর সমন্বয় করেন রোপম ও ডক্টর তারেক।

বিকাল ৫ টায় ছিল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ছিল "বায়োগ্রাফি অফ নজরুল" নামের ৯০ মিনিটের একটি অনবদ্য ফিল্ম। ফোবানার তিনদিনের কালচারাল শোর উপস্থাপনায় ছিলেন শামিম আহমদ, রাহি ও ইভা। তৃতীয় দিনের মুল শিল্পী যারা শো এর শেষ পর্যায়ে ছিলেন আঁখি আলমগীর, মোজা ও জেফর। মোজা ও জেফারের এর গানের উন্মাদনা নতুন প্রজন্ম উপভোগ করে।

আরো যে সব শিল্পী শেষ দিনে পারফর্ম করেন কালাচাঁদ সরকার, শিল্পী রোজারিও, বনানী চৌধুরী, অপর্না মিত্র, মম, মিমি আলাউদ্দিন, সারজিল, স্বপ্নিল ও হাসনাত সানী ও বাচ্চাদের পরিবেশনা। মোট কমবেশী ২৫০ জন পারফর্মার ফোবানাকে জমিয়ে রাখেন, আটলান্টার বাংলাধারা, ড্রামা সার্কেল সহ নানান শহরের সংগঠনগুলো নানান পরিবেশনা উপস্থাপন করেন।

শেষ দিনের রাত ১১ টায় মঞ্চে ২০২৪ সালের ফোবানার নির্বাহী সংসদের দায়িত্ব গ্রহন ও ২০২৫ সালের আটলান্টা ফোবানা হোস্ট কমিটির দায়িত্ব হস্থান্তর। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে এটর্নী মোহাম্মদ আলমগীর, আবীর আলমগীর, মাসুদ রব চৌধুরী, খালেদ আহমদ রউফ, ডক্টর প্রিয়লাল কর্মকার, রেহান রেজা, মাহবুব রেজা রহিম, নুরুল আমিন নুরু, রোকশানা পারভীন, মাহবুব রহিম, দিলু মওলা ও ডিউক খান।

২০২৫ সালের ৩৯ তম আটলান্টা ফোবানার কনভেনর নাহিদুল খান সাহেল ও মেম্বার সেক্রেটারি মাহবুব ভুইয়া আটলান্টা ফোবানায় সকলকে উপস্থিত থাকার আহবান জানান। ফোবানার তৃতীয় দিনে “ফোবানা স্কলারশীপ” প্রদান করা হয়, রেহান রেজার পরিচালনায় ফোবানার স্কলারশীপ প্রাপ্ত দের পুরস্কার প্রদান করেন স্কলারশীপের স্পন্সররা।

ফোবানা প্রবাসীদের একত্রিত করার চেষ্টা করে: বাহার

বিশেষ প্রতিনিধি

উত্তর আমেরিকার ওয়াশিংটনডিসির ভার্জিনিয়ায় ৩৮ তম ফোবানার তিনদিনের কনভেশন এর উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ভয়েস আফ আমেরিকার সাংবাদিক ও ফোবানার প্রতিস্টাতা ও ১৯৮৭ সালের ১ ম ফোবানার কনভেনর ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, আমি কালের সাক্ষী। আজ ফোবানা নানা মাধ্যমে কাজ করে। ফোবানার ৩৮ তম আসরে আমি উপস্থিত হয়ে গৌরববোধ করছি। ৩৭ বছর আগে বেশী প্রবাসী ছিলেন না, আমরা একটি স্বপ্ন বুনেছিলাম আজ ফোবানা পুর্নতা পেয়েছে। ফোবানা যেন প্রবাসীদের বিভাজন মুক্ত রাখে।

আবীর আলমগীর ও শামীম আহমদের পরিচালনায় ফোবানায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় বাংলাদেশ, আমেরিকা ও কানাডার জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে। উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে ফোবানার নির্বাহী সংসদ ও আগত অতিথিরা মঞ্চে আসন গ্রহন করেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন স্টটল্যান্ডের শ্যাডো মিনিস্টার ফয়সাল আহমদ, তিনি বলেন ফোবানার পজিটিভ বিষয়গুলো আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, আমি বাংলাদেশের সকলকে মুলধারার রাজনীতিতে যোগ দেবার আহবান জানাব। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি সায়েন্স এন্ড ট্যাকনোলজি এর ভিসি ইন্জিনিয়ার আবু হানিফ বলেন, ফোবানার জন্ম ওয়াশিংটনে, আজ আমরা ৩৮ তম আসরটিও ওয়াশিংটনে করছি, এটা একটা মাইলস্টোন। ফোবানার সাথে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি সব সময় একসাথে কাজ করবে।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বক্তৃব্য রাখেন ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেটের ডক্টর গাজালা এফ হাসমী ও সাদ্দাম এজলান সেলিম। আরলিংটন কাউন্টি বোর্ডে সোসান কানিংহাম, রিজিওনাল ডায়রেক্টর তানিয়া টলেনটো ও ইউ এস সিনেটর মার্ক আর ওয়ার্নার।

ফোবানার নির্বাহী সংসদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ট্রেজারার ডক্টর প্রিয়লাল কর্মকার, জয়েন্ট সেক্রেটারি খালোদ আহমদ রউফ, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি আবীর আলমগীর, ভাইস প্রেসিডেন্ট মাসুদ রব চৌধুরী ও চেয়ারম্যান এটর্নী মোহাম্মদ আলমগীর। ৩৮ তম হোস্ট কমিটি বাগডিসির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মেম্বার সেক্রেটারি আবু রুমী, প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন নুরু ও কনভেনর রোকশানা পারভীন।

কনভেনর রোকশানা পারভীন বলেন, আপনাদের সকলের সহযোগীতায় আজ ৩৮ তম ফোবানা সফল হতে যাচ্ছে। আশা করছি আগামী তিন দিন আপনারা উপভোগ করবেন। হোস্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন বলেন, আমাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, যদি কোন ভুলত্রুটি আগামী তিনদিন চোখে পড়ে, আপনারা তা সহজ ভাবে নিবেন।

ফোবানার চেয়ারম্যান এটর্নী আলমগীর বলেন, আপনারা ৩৮ তম ফোবানা সফল করতে অনেকেই সহযোগীতা করেছেন। সবাইকে ধন্যবাদ।

রাত ৯.৩০ মিনিটে ফোবানার ভেটারান ইকবাল বাহার চৌধুরী আনুষ্ঠানিক ভাবে ৩৮ তম ফোবানার উদ্ভোধন করেন। সে সময় মঞ্চে ছিলেন ফোবানার এক্স চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং ফোবানার প্রতিস্টাতা সময়কালের গোলাম ফরিদ উদ্দিন ও মাজহারুল ইসলাম।

উদ্বোধনী মুল অনুষ্ঠানের পূর্বে সন্ধা ৬ টা ব্লাক টাই ডিনারের মাধ্যমে ৩৮ তম ফোবানার তিনদিনের কনভেনশন শুরু হয়।

রাত ৯.৪৫ মিনিটে বাংলাদেশের দেশের গানের সাথে ঐতিহ্যআাহী নৃত্য পরিবেশনা ও বাংলাদেশ থেকে আগত নৃত্যশিল্প মৌ ও লায়লা হাসানের দেড় ঘন্টার গীতিনাট্য পরিবেশনা ছিল মনোমুগ্ধকর। নতুন প্রজন্মের নাচের শিল্পীদের পরিবেশনায় দর্শকরা উপভোগ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভেন্যুতে নানা ভেন্ডরদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। ফোবানার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাত ১ পর্যন্ত চলে।

ওয়াশিংটনডিসির ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পাশে ছোট হল রুমে ১৯৮৭ সালে ফোবানার ১ ম সম্মেলন শুরু হয়ে ধারাবাহিক ভাবে তা ৩৭ টি সফল সমেলন এর ধারাবাহিকতায় ৩৮ তম ওয়াশিংটন ফোবানার শুরু হয়।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

মোহাম্মদ আলীর জব হেল্পে'র ২১তম ক্লাস শুরু ৮ অক্টোবর

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের জন্য চাকুরি সংক্রান্ত সেবা দিয়ে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে মোহাম্মদ আলীর প্রতিষ্ঠিত 'জব হেল্প অ্যান্ড এপ্লিকেশন প্রোসেসিং সার্ভিস'। প্রতিষ্ঠানটির ২০তম ক্লাস শেষ হচ্ছে আগামী ১ অক্টোবর এবং ৮ অক্টোবর থেকে শুরু হবে ২১তম ক্লাস।

জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিশেষ করে তরুণদের চাকরি সংক্রান্ত সেবা করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির সার্ভিসের মধ্যে রয়েছে-পোস্টাল জব, সিটি জব, সিভিল সার্ভিস জব, ইউএসএ জব, এমটিএ জব, কাস্টমার সার্ভিস, সিকিউরিটি জব, অফিস অ্যাসিসট্যান্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং জব, ডেলিভারি জব, রেস্টুরেন্ট জব, ট্রান্সপোর্টেশন জব এবং রিজুমি তৈরি।

দরখাস্ত প্রোসেসিং সার্ভিসের মধ্যে রয়েছে-সিটিজেনশিপ, পাসপোর্ট নবায়ন, দ্বিনাগরিকত্ব, নো ভিসা রিকয়ারমেন্ট ফর ট্রাভেল, পাসপোর্ট সংশোধন, ফুডস্ট্যাম্প, ওম্যান ইনফ্যান্ট অ্যান্ড চিলড্রেন প্রোগ্রাম, এনওয়াইসি হাউস, এফরডেবল হাউস এবং টিএলসি লাইসেন্স প্রোসেসিং।

মোহাম্মদ আলী

'জব হেল্প'-এর প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী বলেন, কমিউনিটির মানুষদের চাকুরি সংক্রান্ত সেবা দিতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বিদেশের মাটিতে এসে বাংলাদেশিরা চাকুরি খুঁজতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। এমন নতুন যারা আছেন কিংবা যাদেরই চাকরির প্রয়োজন আমি তাদের প্রত্যেককে আমাদের অফিসে আমন্ত্রণ জানাই। একটা চাকরির ক্ষেত্রে যতগুলো প্রোসেস মেনটেইন করতে হয়, আমরা সবগুলোর ব্যাপারে হেল্প করে থাকি। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন প্রার্থীর চাকরি না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমরা।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে জ্যামাইকার ১৪৬-১০ হিলসাইড এভিনিউতে 'জব হেল্প অ্যান্ড এপ্লিকেশন প্রোসেসিং সার্ভিস' নামে একটি প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি থেকে ইতিমধ্যে অনেক বাংলাদেশি সেবা পেয়ে চাকুরি পেতে সক্ষম হয়েছেন।

সাউথ জার্সিতে সাত সেপ্টেম্বর থেকে 'গনেশ চতুর্থী উৎসব'

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের সাউথ জার্সিতে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার থেকে ১১ সেপ্টেম্বর, বুধবার পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী 'গনেশ চতুর্থী উৎসব' অনুষ্ঠিত হবে।

আটলান্টিক কাউন্টির প্রবাসী হিন্দুদের উদ্যোগে এগ হারবার শহরের ৫৭১, দক্ষিন পোমনাতে অবস্থিত বৈকুণ্ঠ হিন্দু জৈন মন্দিরে 'গনেশ চতুর্থী উৎসব' অনুষ্ঠিত হবে।'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' - এই আপ্তবাক্য অন্তরে ধারন করে বিগত বছরগুলোর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবারও বর্ণাঢ্য আয়োজনে "গনেশ চতুর্থী উৎসব" উদযাপিত হবে। সাউথ জার্সিতে 'গনেশ চতুর্থী উৎসব' আয়োজনের সংবাদে কমিউনিটিতে বেশ সাড়া পড়েছে।

ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানি আংশিক স্থগিত করল যুক্তরাজ্য

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানি আংশিক স্থগিত করেছে যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ সরকার বলেছে, অস্ত্রগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের গুরুতর লঙ্ঘনে ব্যবহৃত হতে পারে এমন আশঙ্কায় ইসরায়েলের কাছে ৩৫০টি অস্ত্র রপ্তানি লাইসেন্সের মধ্যে ৩০টি লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, গতকাল সোমবার ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি সংসদে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'এই আংশিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় এমন সামগ্রী রয়েছে যা গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে বর্তমান সংঘর্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে; তবে এতে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের যন্ত্রাংশ অন্তর্ভুক্ত নয়।'

ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারকে যুক্তরাজ্য সমর্থন করে জানিয়ে ডেভিড ল্যামি বলেন, 'লাইসেন্স স্থগিত করার অর্থ অস্ত্র রপ্তানির ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা বা আংশিক নিরাপত্তা নয়। যুক্তরাজ্য এখনও ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারকে সমর্থন করে।

এ দিকে যুক্তরাজ্যের এ সিদ্ধান্তের পর প্রকিক্রিয়া জানিয়েছে ইসরায়েল। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল ক্যাটজ বলেন, ব্রিটিশ সরকারের বেশ কিছু সিদ্ধান্তে হতাশ হয়েছে ইসরায়েল, যার মধ্যে প্রতিরক্ষা রপ্তানি স্থগিত করার সিদ্ধান্তটি অন্যতম।

কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক হাসান বারারি বলেন, যুক্তরাজ্যের এ ঘোষণায় একটি ফাঁকি রয়েছে।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
tax refund
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax · Business Licenses and Setup · FBAR and FATCA Filing
Notary Public · Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন
PROHEALTH HOMECARE
PROHEALTH HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

বাংলাদেশিদের অবৈধ অর্থ জব্দের আবেদন

ঢাকা অফিস

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও যুক্তরাজ্যভিত্তিক চারটি দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ওই সব দেশে থাকা বাংলাদেশিদের অবৈধ সম্পদ জব্দ করতে দেশগুলোর সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

টিআইবি ছাড়া যারা এই আহ্বান জানিয়েছে, সেই সংস্থাগুলো হলো টিআই-ইউকে, ইউকে অ্যান্টি করাপশন কোয়ালিশন, ইন্টারন্যাশনাল লইয়ারস প্রজেক্ট, স্পটলাইট অন করাপশন। সংগঠনগুলো যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়েছে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশে অর্থ ও সম্পদ পাচার করা হয়েছে, তাদের সবাই আমাদের উন্নয়ন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদার এবং তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রতিশ্রুতির কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসব দেশকে তাদের এখতিয়ারে থাকা সকল বাংলাদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবৈধ সম্পদ জব্দ করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান জানাই।' তিনি আরও বলেন, 'পাচারকৃত সম্পদ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ ও অর্থ পাচারকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর পাশাপাশি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই।'

স্পটলাইট অন করাপশনের নির্বাহী পরিচালক সুসান হোলে বলেন, 'যুক্তরাজ্যে পাচারকৃত সম্পদ খুঁজে বের করতে এবং আশ্রিত দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে যুক্তরাজ্যকে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সহায়তা করতে হবে।'

টিআই-ইউকের ডিরেক্টর অব পলিসি ডানকান হেম্‌জ বলেন, 'ব্রিটিশ সরকারসহ এই দেশগুলো এবং বাংলাদেশের সুশীল সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করা উচিত, যাতে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং তাদের সহায়তাকারীদের বিদেশে পাচারকৃত সম্পদ ফ্রিজ করা উচিত; যাতে তাদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ তারা ভোগ করতে না পারে।'

পুড়ে অঙ্গার প্রবাসী ৪ তরুণ-তরুণীর

শেষ পৃষ্ঠার পর

মারা যান। কর্তৃপক্ষ তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে ডিএনএ পরীক্ষার উপর নির্ভর করছে।

নিহতরা হলেন আরিয়ান রঘুনাথ ওরামপতি, ফারুক শাইক, লোকেশ পালাচারলা এবং ধারশিনী বাসুদেবন। ওরামপতি এবং তার বন্ধু শাইক ডালাসে তার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরছিলেন। লোকেশ পালাচারলা তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে বেন্টনভিলে যাচ্ছিলেন। ধারশিনী বাসুদেবন নামের ওই তরুণী টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন। তিনি বেন্টনভিলে তার চাচার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। তারা একটি কারপুলিং অ্যাপের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে এবং এটি কর্তৃপক্ষকে তাদের পরিচয় শনাক্ত করতে সহায়তা করেছে।

দর্শিনী বাসুদেবনের বাবা তিন দিন আগে একটি টুইটার পোস্টে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে ট্যাগ করেছিলেন এবং তার মেয়েকে খুঁজে পেতে সাহায্য চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, প্রিয় স্যার, আমার মেয়ে ধারশিনী বাসুদেবন ভারতীয় পাসপোর্ট নং-টি৬২১৫৫৫৯ নিয়ে গত ৩ বছর যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে। সে দুই বছর এমএস অধ্যয়ন এবং পরের এক বছর চাকরি করছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি অন্য ৩ জনের সঙ্গে একটি কার পুলিং নিয়েছিলেন বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে মেসেজিং করছিলেন এবং বিকেল ৪টার পরে ফোনে আর যোগাযোগ করা যায়নি। এবং তার সঙ্গে অন্য ৩ জনের সঙ্গে যারা ওই গাড়িতে ছিলেন তাদের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ স্থাপন করা যায়নি,' তিনি পোস্টে জানিয়েছেন।

ওরামপতির বাবা সুভাষ চন্দ্র রেড্ডি ম্যাক্স এগ্রি জেনেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড নামে হায়দ্রাবাদভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। আরিয়ান কোয়েম্বাটুরের অমৃতা বিশ্ব বিদ্যাপীঠমে তার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তার বাবা-মা মে মাসে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সমাবর্তনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। সমাবর্তনের পরে, তারা তাকে ভারতে ফিরে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে তিনি আরও দুই বছর যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে চান। করুণ নিয়তি তাকে এভাবে শেষ করে দিলো, তার এক আত্মীয় বলেন।

ওরামপতির বন্ধু শাইকও হায়দ্রাবাদের বাসিন্দা এবং বেন্টনভিলে থাকতেন। তামিলনাড়ুর দর্শিনী টেক্সাসের ফ্রিস্কোতে থাকতেন। ফারুক শেখের বাবা মাস্থান ভ্যালি জানান, তিন বছর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। তিনি তার এমএস ডিগ্রি শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি তা সম্পন্ন করেছেন।

মাস্থান ভ্যালি একজন অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারী কর্মকর্তা এবং পরিবারটি বিএইচইএল হায়দ্রাবাদে থাকে। আমার মেয়েও যুক্তরাষ্ট্রে থাকে এবং পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, একটি দ্রুতগামী ট্রাক পিছন দিক থেকে এসইউভিটিকে সজোরে ধাক্কা দিলে গাড়িটিতে ধাউ ধাউ করে আগুন ধরে যায় এবং সব যাত্রী সম্পূর্ণ পুড়ে যান৷ কর্তৃপক্ষ পরিচয় নিশ্চিত করতে ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং এবং দাঁত ও হাড়ের নমুনার উপর নির্ভর করছে। মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্য ডিএনএ এবং ফিঙ্গারপ্রিন্টিং করা হবে, এবং নমুনাগুলো বাবা-মায়ের সঙ্গে মিলানো হবে,' একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক দিনের ছুটি থাকায় শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছে। এতে করে ভুক্তভোগী পরিবারের কষ্ট আরও দীর্ঘায়িত হয়।

মানি ইন ইওর পকেট

শেষ পৃষ্ঠার পর

অ্যাডামস্ প্রশাসন "মানি ইন ইওর পকেট" উদ্দ্যোগটি গ্রহণ করেছে। এই নতুন আউটরিচ উদ্যোগের সাহায্যে পাঁচটি বরোর বাসিন্দারা ৭০টিরও বেশি স্থানীয়, স্টেট এবং ফেডারেল উদ্যোগগুলির সন্ধান করতে এবং শিখতে সক্ষম হবে, যা নিউ ইয়র্কবাসীদের জীবনকে আরও সাশ্রয়ী, ন্যায়সঙ্গত এবং বাসযোগ্য করে তুলতে পারে৷

এই উদ্দ্যোগটি সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ এর পাবলিক এনগেজমেন্ট ইউনিটের নেতৃত্বে রয়েছে। শহরের কর্মীরা এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীরা শহর জুড়ে অনুন্নত এলাকাগুলি পরিদর্শন করবে এবং সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীকে তাদের যোগ্য সুবিধাগুলি খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। এই সুবিধার মধ্যে রয়েছে, আর্নড ইনকাম ট্যাক্সট ক্রেডিট-যা কর্মরত ব্যক্তিদের তাদের পকেটে অর্থ ফেরত দিয়ে গ্রোসারি, ভাড়া এবং অন্যান্য ব্যয়ের জন্য অর্থ প্রদান করতে সহায়তা করে। চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট- যা পরিবারগুলিকে স্কুল সরবরাহ এবং জামাকাপড়ের মতো দৈনন্দিন খরচগুলো বহন করতে সহায়তা করবে। দ্য ফেয়ার ফেয়ারস্ প্রোগ্রাম-যা যুবক, প্রবীণ এবং নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য ট্রানজিট ভাড়ার খরচ কমিয়ে আনবে এবং রেন্ট ফ্রিজ প্রোগ্রাম-যা সিনিয়রদের ভাড়া বৃদ্ধি না করে স্থিতিশীল উপায়ে বাড়িতে থাকতে সহায়তা করবে।

আগস্ট ৩০, শুক্রবার কমিউনিটি অপ:এড-এ সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, 'যদিও এই প্রোগ্রামগুলি পরিবারের খরচ কমিতে আনে, কিন্তু বহু নিউইয়র্কবাসী কখনো দুটো চাকরি করতে গিয়ে কিংবা পরিবারকে সমর্থন করার চেষ্টায় ব্যস্ততার কারণে সেগুলি সম্পর্কে অবগত নন বা সিস্টেম সম্পর্কে জানার জন্য সময় বের করতে পারেন না।'

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমি একজন একক মা দ্বারা বড় হয়েছি এবং দেখেছি তিনি আমাদের পরিবারের জন্য একাধিক কাজ করেছেন। আমার মনে পড়ে, আমার মা আশা নিয়ে সরকারি অফিসে ঢুকতেন, কিন্তু ভাঙ্গা হৃদয় নিয়ে তিনি বের হতেন।এভাবে গভর্নমেন্টের কাজ করা উচিত নয়। আমাদের অবশ্যই জনগণের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে, তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে এবং লড়াই করে টিকে থাকা মানুষগুলোর জীবন আরো কঠিন করার পরিবর্তে সহজ করে তোলতে হবে।'

অফিসের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই অ্যাডামস্ প্রশাসন সমস্ত সরকারী স্তরে উদ্যোগের সৃষ্টি, পরিচালনা এবং সহায়তার মাধ্যমে, নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য কার্যকরভাবে প্রায় $৩০ বিলিয়ন বাঁচাতে সাহায্য করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ৫ লাখ নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য চিকিৎসা ঋণ অপসারণ করা, যার সঞ্চয় আনুমানিক $১.৮ বিলিয়ন। আর্নড ইনকাম ক্রেডিট এর মাধ্যমে পরিবার এবং শ্রমিক শ্রেণীর বাসিন্দাদের $৩৪৫ মিলিয়ন সঞ্চয় করা এবং বিগ অ্যাপল কানেক্টের মাধ্যমে নিউ ইয়র্কবাসীদের পাবলিক হাউজিংয়ে বিনামূল্যে উচ্চ-গতির ইন্টারনেট এবং বেসিক টিভিতে অ্যাক্সেস দেওয়া।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমাদের "মানি ইন ইওর পকেটে" প্রোগ্রাম কৃতিত্বের এই ট্র্যাক রেকর্ড গড়ে তুলবে এবং কঠোর পরিশ্রমী নিউ ইয়র্ক সিটির পরিবারকে আরও সুযোগ সুবিধা দেবে। সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসী যাদের সহায়তা এবং উত্তরের প্রয়োজন আছে, আমি তাদেরকে nyc.gov/moneyinyourpocket-এ যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এই সাইটে তারা সুবিধা পেতে যোগ্য হতে পারে এমন অসংখ্য তথ্য ও সারসংক্ষেপ খুঁজে পাবেন। আমরা বিশ্বাস করি, সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীর সুযোগ এবং সমৃদ্ধির সমান অ্যাক্সেস থাকা উচিত।'

রেকর্ড খেলাপি ঋণের পরিমাণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

খাতে সুশাসন না থাকার কারণে দিন দিন খেলাপি বেড়েছে। এ সমস্যা মোকাবিলায় ঢালাওভাবে ছাড় দিয়েও নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। পাশাপাশি খেলাপি ঋণের তথ্য গোপনেরও একটি প্রচেষ্টা ছিল। সবমিলিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খেলাপি তথ্য গোপন না করায় হঠাৎ এই সূচকে বড় লাফ দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি বছরের জুন শেষে দেশে বর্তমানে মোট ঋণের পরিমাণ ১৬ লাখ ৮৩ হাজার ৩৯৬ কোটি। এর মধ্যে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ১২ দশমিক ৫৬ শতাংশ। ৩ মাস আগে মার্চ শেষে এই ঋণের পরিমাণ ছিল এক লাখ ৮২ হাজার ২৯৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৩ মাসের ব্যবধানে দেশে খেলাপি ঋণ বেড়েছে কোটি টাকা বা ১৫ দশমিক ৯৬ শতাংশ। আর ২০২৩ সালের ডিসেম্বর শেষে দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৪৫ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৬ মাসের ব্যবধানে খেলাপি বেড়েছে ৬৫ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকা বা ৪৫ দশমিক ১৫ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তথ্য বলছে, জুন শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ১২ হাজার ৭৩৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১ লাখ ২ হাজার ৪৮৩ কোটি টাকাই খেলাপি। যা বিতরণকৃত ঋণের ৩২ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

আর বেসরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৯৯ হাজার ৯২১ কোটি টাকা, যা বিতরণকৃত ঋণের ৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ। রাষ্ট্রের বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫ হাজার ৭৫৬ কোটি টাকা, যা বিতরণকৃত ঋণের ১৩ দশমিক ১১ শতাংশ।

এ ছাড়া বিদেশি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ২২৯ কোটি টাকা বা বিতরণকৃত ঋণের ৪ দশমিক ৭৪ শতাংশ

খোরশেদ আলম বাবুর অদম্য সাফল্যের গল্প

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রথম সত্যিকারের সংগ্রাম শুরু করেন, যেখানে তাকে সহ্য করতে হয়েছিল কঠোর পরিশ্রম এবং অবর্ণনীয় কষ্ট। ১৯৮৬ সালে, জাহাজটি আমেরিকার বন্দরে নোঙর করে। বাবুর হাতে তখন মাত্র ২০ ডলার ছিলো, যা দিয়ে তিনি জাহাজ থেকে পালিয়ে নিউইয়র্কের এক বাঙালির বাসায় ওঠেন। জীবনের নতুন যাত্রা শুরু হয় তার। আমেরিকার কঠোর বাস্তবতা তাকে নতুন করে জীবন যুদ্ধের ময়দানে নামিয়ে দেয়। বাবু কাজ শুরু করেন নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে। ১৯৮৬ সাল থেকে বাবু নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে শুরু করেন। কাজের প্রথম দিনই তার মনে গভীরভাবে গেঁথে যায়; ৫০ কেজির বস্তা মাথায় নিয়ে চারতলায় উঠার সেই অভিজ্ঞতা আজও তার চোখে জল এনে দেয়। জীবনের প্রথম দিনেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আমেরিকার মাটিতে টিকে থাকা কতটা কঠিন। তবে বাবু কখনো থেমে থাকেননি। তিনি নিজেকে প্রতিদিন আরও শক্তিশালী করে তুলতে থাকেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে একদিন তিনি নিজেই কনস্ট্রাকশন ব্যবসার মালিক হবেন। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে সততার সাথে কাজ করে তিনি পুরো কাজের কৌশল ও অভিজ্ঞতা রপ্ত করেন। তার দক্ষতা, পরিশ্রম, এবং সততার প্রতি অঙ্গীকার তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। এই সময়ে তার জীবনে আসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। তিনি এক আমেরিকান ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেন, যার নাম এনমেরি আলম। এই বিয়ে তার জীবনে শুধু এক নতুন সম্পর্কই নয়, বরং নতুন সম্ভাবনারও দ্বার উন্মোচন করে। ১৯৮৮ সালে বাবু ও তার স্ত্রী মিলে ডেফোডিল কনস্ট্রাকশন ফার্ম নামে একটি কনস্ট্রাকশন ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসার প্রথম দিকে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় তাদের। আর্থিক সংকট, ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা, এবং কর্মীদের সাথে সামঞ্জস্য বিধান—সবকিছুই ছিল কঠিন। কিন্তু বাবু কখনো হাল ছাড়েননি। তার স্ত্রীও এই যুদ্ধে ছিলেন তার অন্যতম সহযোদ্ধা। তাদের কঠোর পরিশ্রম, সততা, এবং কর্মীদের প্রতি যত্নশীল মনোভাব তাদের ব্যবসাকে ধীরে ধীরে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রথম দিকে কাজ পেতে নানা ধরনের অসুবিধা ছিল। বাবুর ব্যবসা ছোট, পুঁজির অভাব ছিল। তবুও তার দৃঢ় মনোবল এবং সুপরিকল্পিত ব্যবসায়িক কৌশল তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ব্যবসার শুরুতে অর্থাভাব এবং ঝুঁকির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকলেও, বাবু কখনো পিছু হটেননি। নিজের সততা ও আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করে মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন তিনি। ধীরে ধীরে ডেফোডিল কনস্ট্রাকশন ফার্ম একটি পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাবুর জীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও নিষ্ঠা। এই গুণগুলোর জন্যই তিনি সকল বাধাকে জয় করতে পেরেছিলেন। ডেফোডিল কনস্ট্রাকশন ফার্ম আজ নিউইয়র্কের অন্যতম সফল নির্মাণ কোম্পানি। বাবু ও তার সহধর্মিনী দু'জনই কঠোর পরিশ্রম করে তাদের প্রতিষ্ঠানকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। তাদের দূরদর্শী পরিকল্পনা, নেতৃত্বের গুণাবলি, এবং কর্মীদের প্রতি আন্তরিকতা তাদেরকে নিয়ে এসেছে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। বাবু তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই প্রমাণ করেছেন যে ইচ্ছাশক্তি আর কঠোর পরিশ্রম থাকলে কোনো বাধাই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেও খোরশেদ আলম বাবু কখনো নিজেকে সমাজের দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। তিনি একজন সমাজসেবক এবং মানবিক কাজের জন্যও সুপরিচিত। তার ব্যবসার আয় থেকে তিনি অনেক মানবিক এবং সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত। সমাজের অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান, এবং বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অবদান রাখার মাধ্যমে তিনি একজন দায়িত্বশীল সমাজকর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাবুর ব্যক্তিগত জীবনেও সততা, দায়িত্ববোধ এবং ভালোবাসার মিশ্রণ দেখা যায়। তার তিন সন্তান—দুই মেয়ে ও এক ছেলে—উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত। বাবুর জীবনের এই সফলতা শুধুমাত্র তার নিজের নয়; এটি তার পরিবারের সকল সদস্যের পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের ফল। খোরশেদ আলম বাবুর জীবন কাহিনি আমাদের শিক্ষা দেয় যে জীবনের প্রতিটি ব্যর্থতা এক একটি শেখার সুযোগ এবং প্রতিটি সংগ্রাম সাফল্যের দিকে এক একটি ধাপ। তার জীবন আমাদের অনুপ্রাণিত করে, সাহস জোগায়, এবং শিখায় যে কোন বাধাই অতিক্রম করা সম্ভব যদি থাকে আত্মবিশ্বাস, ইচ্ছাশক্তি, এবং কঠোর পরিশ্রমের মিশেল। বাবুর মতন একজন সংগ্রামী মানুষকে দেখে আমরা উপলব্ধি করি যে, সফলতা কোনো রাতারাতি অর্জিত জিনিস নয়; এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যা শুধুমাত্র অধ্যবসায় এবং দৃঢ় মনোবলের দ্বারা সম্ভব। খোরশেদ আলম বাবু আমাদের সকলের জন্য এক প্রেরণার নাম, যার জীবন যুদ্ধ ও সাফল্যের কাহিনি আমাদের সবসময় মনে করিয়ে দেয় যে 'সফলতার কোনো শর্টকাট নেই'। তার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

শেষ একটি পরিবারের স্বপ্ন

শেষ পৃষ্ঠার পর

শহীদ হয়েছেন। ২০২৪ সালে আমার সন্তান শহীদ হয়েছে। আমি একজন শহীদের পিতা এবং একজন শহীদ মায়ের সন্তান। এইরকম ভাগ্য সবার হয় না। আমার সন্তান দেশের জন্য জীবন দিয়েছে নিজের জন্য নয়।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে বেলায়েত হোসেন বলেন, শাকিল আমার একমাত্র হিরার টুকরো ছিল। তিন মেয়ের পরে সে ছিল আমার একমাত্র ছেলে। আমার সন্তান এমন ছিল কারও বিপদ দেখলে আগে দৌড়ে এগিয়ে যেতো। সে এই বয়সে অনেক সুনাম অর্জন করেছে। হাজার হাজার মানুষ তার জানাজায় অংশ নিয়েছে, কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল আমার সন্তানের মৃত্যুতে। ওর মা পারভীন আক্তার দীর্ঘ আট বছর ধরে শয্যাশায়ী। দুইবার স্ট্রোক করে প্যারালাইসেস হয়ে গেছে। এখন সন্তানের শোকে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ৩৬ বছর ধরে পরিবার নিয়ে টঙ্গীতে ভাড়া থাকি। সেখানে ছোট একটা ব্যবসা করি। সন্তানদের নিয়ে ছিল আমার বসবাস। তিন মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। সব বাবা-মায়ের একটা স্বপ্ন থাকে সন্তানদের নিয়ে। ওর স্বপ্ন ছিল ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার। আমার সন্তান কতো রক্ত যে দিয়েছে মানুষের জীবন বাঁচাতে। সব সময় এসকল মানবিক কাজে আমি তাকে উৎসাহ দিতাম। সে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শুরু থেকেই মাঠে অনড় ছিল।

শহীদ সন্তানের স্মৃতিচারণা করে তিনি বলেন, আমার বুকে যে একটা যন্ত্রণা আছে সেটি কীভাবে মুছে ফেলবে। কীভাবে কমবে আমার বুকের যন্ত্রণা। তার পড়ার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বইগুলো ছুঁয়ে দেখি । তার জামা-কাপড়গুলো সাজিয়ে রেখেছি সুন্দর করে। ওর সাজানো সবকিছুর দিকে তাকালে মনে হয় আমার শাকিল আছে, ঘোরাঘুরি করছে। বাজারের দিকে গেলে অনেক লোকজন দেখলে মনে হয় আমার শাকিলও দাঁড়িয়ে আছে। মোবাইলে কোনো কল আসলে মনে হয় আমার শাকিল কল দিয়েছে কিছু বলার জন্য। এই অনুভবগুলো রাত-দিন আমার সঙ্গে ঘুরছে। কখনো মনে হচ্ছে না আমার সন্তান মারা গিয়েছে।

বেলায়েত হোসেন বলেন, গত ১৮ই জুলাই বিকাল সাড়ে চারটার দিকে পুলিশের গুলিতে উত্তরা আজমপুর থানার সামনে শহীদ হয়েছে আমার সন্তান। তখন আমি লক্ষ্মীপুরে গ্রামের বাড়িতে ছিলাম। উত্তরা পূর্ব থানার দিক থেকে তাকে গুলি করে। ঘটনার দিন আছরের নামাজ শেষ করে বের হই তখনই আমার মোবাইলে কল আসে। কল দিয়ে পরিচিত একজন বলে আঙ্কেল আপনি দ্রুত উত্তরা মেডিকেলে আসেন। তখন আমি জানতে চাই কেন কি হয়েছে? এ সময় তারা বলে আমাদের বন্ধু শাকিল অসুস্থ গুলিবিদ্ধ হয়েছে আপনি দ্রুত আসেন। তখন আমি বলি, দেখো আমার শাকিল যদি অসুস্থ হতো তাহলে এভাবে আমাকে বলতো না। আমার শাকিলের কি হয়েছে সেটি বলো। তখনই তার মৃত্যুর কথা আর আড়াল না করে ওরা আমাকে সত্যিটা বলে। ওর বন্ধুরা ও মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শাকিলকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা জানায় শাকিল আর বেঁচে নেই। পরে তারা আমার অনুমতি নিয়ে সব প্রস্তুতি শেষে জানাজা করিয়েছিল। এরপর টঙ্গী নিয়ে এসে আবার জানাজা হয়। এরপর দীঘির পাড়ে আরেকটি জানাজা হয়। গাজীপুর তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসায় আগে পড়াশোনা করতো শাকিল। সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আমার সন্তানের মরদেহ নিয়ে আরেকবার জানাজার আয়োজন করেন। তখন রাত ১২টা বাজে। আমি গ্রামের বাড়িতে থাকা অবস্থায় তাদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে যোগাযোগ ছিল। ওই রাতেই আমার সন্তানের মরদেহ নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকরা আমার গ্রামের বাড়িতে রওনা দেন। সন্তানের অপেক্ষায় আমি গৌরিপুর ব্রিজের নিচে এসে দাঁড়াই। পরের দিন শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় গিয়ে লক্ষ্মীপুরে পৌঁছায়। আমি বাবা কীভাবে সহ্য করবো আমার সন্তানের এই মর্মান্তিক মৃত্যু। একটা গুলি আমার সন্তানের বুকে লেগে পেছন থেকে বেরিয়ে যায়। আর মুখমণ্ডলসহ সারা শরীরে ছিল ছররা গুলির চিহ্ন।

সাবেক সেনাপ্রধান জে. আজিজের দুর্নীতির খোঁজে দুদক

ঢাকা অফিস

অবৈধ সম্পদ, অর্থ পাচারসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সাবেক সেনাপ্রধান অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একইসঙ্গে তার দুই ভাই হারিস আহমেদ এবং তোফায়েল আহমেদ জোসেফের বিরুদ্ধেও চলবে অনুসন্ধান। বুধবার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে দুদক সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন।

২০২১ সালে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে সাবেক সেনাপ্রধান অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আজিজ আহমেদ ও তার ভাইদের দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রচার হয়। যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে দেশে-বিদেশে। এরপর আজিজ আহমেদের উপর আসে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা।

এ বছরের শুরুতে দুদকে অভিযোগ আসলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তবে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ঘুষ, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে জেনারেল আজিজ ও তার দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধান শুরু করে দুদক।

দুদক সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন বলেন, 'বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনৈতিক

আজিজ আহমেদ

কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি, ফ্ল্যাট ক্রয় এবং তার ভাইদের নামেও ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি ও কয়েকশ বিঘা সম্পত্তি ক্রয় সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়াও দেশে বিদেশেও তার বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়।'

অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার পর অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় দুদক।

খোরশেদা ইয়াসমীন বলেন, 'দুর্নীতি দমন কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিটের মাধ্যমে প্রাথমিক সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। এতে প্রাথমিক কিছু সত্যতা পাওয়া গেছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে দুটো বিষয়ই প্রকাশ্যে অনুসন্ধান করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক আমাদের একটি সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে।'

আমেরিকার লাল তালিকায় বাংলাদেশের নাম

ঢাকা অফিস

মার্কিন নাগরিকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ২১ দেশের তালিকায় যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের নাম। আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তরের এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশ করা এক তালিকায় এ তথ্য পাওয়া যায়।

এতে বাংলাদেশসহ ২১টি দেশকে লাল তালিকাভুক্ত করে চতুর্থ পর্যায়ের ভ্রমণ সতর্কতা জারির কথা জানানো হয়েছে। এটিই আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভ্রমণ সতর্কতা। মার্কিন নাগরিকদের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই দেশগুলো ভ্রমণ না করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ছাড়া তালিকায় থাকা দেশগুলো হচ্ছে আফগানিস্তান, বেলারুশ, বুরনিকা ফাসো, মিয়ানমার, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, হাইতি, ইরান, ইরাক, লেবানন, লিবিয়া, মালি, উত্তর কোরিয়া, রাশিয়া, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান, সিরিয়া, ইউক্রেন, ভেনেজুয়েলা এবং ইয়েমেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

আমেরিকায় স্কুলে গুলিতে নিহত অন্তত ৪

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকার জর্জিয়ায় একটি হাইস্কুলে গুলিতে অন্তত চারজন নিহত ও ৩০ জনের বেশি আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সময় বুধবার অঙ্গরাজ্যটির উইন্ডারের অ্যাপালাচি হাইস্কুলে এই হামলা হয় বলে সিনএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা জানিয়েছে, একজন সন্দেহভাজন; যিনি ছাত্র বয়সের, তাকে হেফাজতে রাখা হয়েছে। তবে তিনিই হামলাকারী কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।

প্রতিবদেন বলছে, জেলার সমস্ত স্কুলে লকডাউন অবস্থা জারি রয়েছে। সব স্কুলে ব্যাপক সতর্কতার সাথে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

গুরুতর আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে হেলিকপ্টার দিয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং অতিরিক্ত হেলিকপ্টার স্ট্যান্ডবাইতে রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জর্জিয়া ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (জিবিআই) বলেছে, তারা হাইস্কুলে একটি গোলাগুলির ঘটনা প্রতিহত করেছে। হেফাজতে নেওয়া হয়েছে একজন সন্দেহভাজনকে।

জিবিআই জানিয়েছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ঘটনাস্থলে এসেছে। অনুগ্রহ করে এই সময়ে স্কুলে আসার চেষ্টা করবেন না। জর্জিয়ার গভর্নর ব্রায়ান কেম্প এক্স-এ বলেছেন, সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছে। আর হোয়াইট হাউস বলেছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে গুলির বিষয়ে ব্রিফ করা হয়েছে।

ভিজিট বা স্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং ন্যায়বিচার: একটি মূল্যায়ন

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

সাম্প্রদায়িকতা একটি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব, যেখানে একজন ব্যক্তি তার নিজস্ব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখায় এবং অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি বিদ্বেষ বা ক্ষতির মনোভাব পোষণ করে। এ ধরনের মনোভাবের মূল কারণ হলো নিজের ধর্ম বা মতবাদকে সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং অন্যের ধর্ম বা মতবাদকে তুচ্ছ, মিথ্যা বা অগ্রহণযোগ্য মনে করা। এর ফলে, একজন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি অন্য ধর্মের লোকদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে চায়। এছাড়াও, কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোনো বিশ্বাস গ্রহণ করতে বাধ্য করা বা কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে বাধ্য করাও সাম্প্রদায়িকতার একটি রূপ। ইসলামে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু—উভয়ের নিরাপত্তা সমান গুরুত্ব পায়। এই ধর্মে মুসলিম এবং অমুসলিমদের জীবনের মূল্য, সম্পদের সুরক্ষা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সমানভাবে রক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।যারা ইসলামের নামে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালায় বা তাদের উপাসনালয়ে আক্রমণ করে, তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের কোনো অংশ নয়; বরং তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এসব করে থাকে। ইসলামে নিরাপত্তার বিষয়টি মুসলিম এবং অমুসলিম সবার জন্যই সমান। যেভাবে মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে, তেমনি অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে ইতিহাসে খ্যাত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দলটি জাতিকে একত্রিত করে মুক্তিযুদ্ধে নিয়ে যায়, যা ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত করে। তবে, বর্তমান আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড ও আদর্শগত অবস্থান নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে, অনেকেই দলটির ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। একদিকে, স্বাধীনতার পর প্রণীত সংবিধানে কোনো রাষ্ট্রধর্ম ছিল না, কিন্তু এরশাদের শাসনামলে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরেও এই বিষয়টি পরিবর্তনের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, যা নিয়ে সমালোচনা চলছে। বাংলাদেশে ব্লগার ও অ্যাক্টিভিস্টদের ওপর মৌলবাদী আক্রমণের ঘটনায় আওয়ামী লীগের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দলটি অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতী হলেও, ব্লগার হত্যার ঘটনায় সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। বরং দলটি উগ্রপন্থি ইসলামী সংগঠনগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে, যা ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওলামা লীগ নামক একটি কট্টরপন্থি গোষ্ঠীর কার্যক্রমও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। এই সংগঠনটি বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দিয়ে আসছে, যা আওয়ামী লীগের মূল আদর্শের বিপরীত বলে মনে করা হয়। এছাড়া, জামায়াতে ইসলামী নেতাদের মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শাস্তি দেয়া হলেও, দলটির নিষিদ্ধকরণের জন্য আওয়ামী লীগ কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। এর পাশাপাশি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে, যা ক্ষমতাচ্যুত দলের একটি বড় ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশে বিএনপি ও জামাতে ইসলামী উভয়ই অতীতে হিন্দু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে বিভিন্নভাবে রাজনীতি করেছে। এ দুটি দল, বিশেষ করে যখন তারা জোটবদ্ধ হয়ে ক্ষমতায় ছিল, হিন্দু সম্প্রদায়কে নানা উপায়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য ব্যবহার করেছে। ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি ও জামাতে ইসলামী জোটবদ্ধ হয়ে ক্ষমতায় আসে। ওই সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতা, নির্যাতন, এবং সম্পত্তি দখলের ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। অনেক হিন্দু, বিশেষ করে যারা আওয়ামী লীগ সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। বলা হয়, এই নির্যাতনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করা, যাতে তারা ভবিষ্যতে নির্বাচনে বিএনপি বা জামাতবিরোধী ভোট দিতে না পারে। এছাড়াও, তাদের সম্পত্তি দখল করে রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। বিএনপি ও জামাতে ইসলামী বহু সময়ই হিন্দু সম্প্রদায়কে 'অপর' বা 'বিদেশি সমর্থক' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ ধরনের প্রচারণা মূলত ভোটের রাজনীতিতে সুবিধা নেয়ার জন্য চালানো হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে, বিশেষ করে হিন্দুদের ভারতের পক্ষে কাজ করা বা ভারতের প্রতি অনুগত হওয়ার অভিযোগ তুলে, বিএনপি-জামাত জোট মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে। জামাতে ইসলামী, তাদের ধর্মীয় নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে, মসজিদ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে হিন্দু বিরোধী মনোভাব প্রচার করেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, যেখানে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থান ছিল, সেখানে হিন্দুদেরকে 'অমুসলিম' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হয়েছে। এ ধরনের প্রচারণা বিশেষত ভোটের আগে তীব্র হয়ে উঠত, যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ছিল। বিএনপি ও জামাত প্রায়ই হিন্দু ভোটারদের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছে। নির্বাচনী সময়ে হিন্দুদের ভোটকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক সময় হিন্দু সম্প্রদায়কে ভয় দেখিয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়া হয়েছে, যাতে তাদের ভোট বিএনপি ও জামাতের বিরোধী প্রার্থীদের না যায়। এই ধরনের কার্যকলাপগুলোর ফলে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে একটি নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তৈরি হয়েছে, যা আজও বিদ্যমান। এই ঘটনাগুলো দেশটির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি গভীর প্রভাব ফেলেছে, এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সম্পর্কগুলোতে উত্তেজনা ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে একের পর এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে৷ স্থিতিশীলতা ফেরানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকট কাটানো ও সংস্কারের দাবি মেটানোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ৷ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে বলেছেন, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো মানুষ হিসেবে নিশ্চিত হওয়া উচিত, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। তিনি বলেন, দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, যা বিভিন্ন সমস্যার মূল কারণ।ইউনূস বলেন, সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য থাকা উচিত নয়। তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আইনের অধিকার এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইউনূস আশ্বাস দেন যে, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকার মাঠে থাকবে এবং অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম, এবং ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। এই আন্দোলনটি ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখা হয়েছে। আওয়ামী লীগের দীর্ঘ ১৬ বছরের শাসনামলে ভোট কারচুপি, দুর্নীতি, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় যে ভুলগুলো করা হয়েছিল, সেগুলো ২০২৪ সালের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। ছাত্র-জনতা মেধাবীদের সুযোগ দিতে কোটার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমতার দাবির প্রতিফলন। বর্তমান সরকারের দায়িত্বে সরকার প্রধান নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে দেশের জনগণ একটি নিরাপদ ও ন্যায়পরায়ণ পরিবেশে বসবাস করতে পারবেন বলে আমি মনে করিঃ ১)বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ২) দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা ৩) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি ৪) সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ৫) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা ৫) সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ ৭) সুশীল সমাজ ও নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ ৮) সংবিধান ও আইনের প্রয়োগে সমতা ৯) মানবাধিকার সুরক্ষা।

আমেরিকার নির্বাচন ২০২৪

রতন শরীফ

আগামী ৫-ই নভেম্বর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। দিন হিসেব করলে সময় খুব কম। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যে নির্বাচন নিয়ে কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। অথচ বাংলাদেশে ছয় মাস আগে থেকেই নির্বাচন নিয়ে একটা উৎসবের সৃষ্টি হয়। নমিনেশন পাওয়া থেকে নির্বাচন পর্যন্ত চারিদিকে বিরাজ করে অস্থিরতা। সবাইর মুখে থাকে শুধু নির্বাচনী তর্ক-বিতর্ক। মিটিং-মিছিলের যন্ত্রনায় সাধারন মানুষের ভোগান্তি বেড়ে যায়। সারা দেশ ছেয়ে যায় বিভিন্ন দলের পোষ্টার, ব্যানার আর জমকালো নির্বাচনী সাঁজে। চারিদিকে চলে কালো টাকা খরচ করার উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা। আসলে নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করাটা এক ধরনের ইনভেষ্টমেন্ট যা পরে দুর্নীতির মাধ্যমে হাজার গুনে ফেরত আসে। নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের পুরোপুরি বিপরীত চিত্র এই দেশে। মিটিং-মিছিল তো দূরের কথা, রাস্তা-ঘাটে একটা পোষ্টার পর্যন্ত চোখে পড়ে না। আশ্চর্যের ব্যাপার যে নির্বাচনের দিনেও অফিস-আদালত খোলা থাকে। মানুষ ভোট দেয় কাজে যাওয়ার আগে বা কাজের শেষে। অনেকে লান্চ বিরতির সময় ভোট দেয়। আবার অনেকে কাজের সময়ে সামান্য বিরতি নিয়ে ভোট দিতে যায়। নির্বাচনের কারনে মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের কোন ছন্দপতন হয় না।

আমি নিজের জন্মভূমির চেয়ে অনেক বেশী বছর কাটিয়েছি প্রবাসে। আমেরিকার নাগরিক হয়েছি বহু বছর আগে। শুরু থেকেই আমি একজন ডেমোক্রেট সাপোর্টার। নাগরিক হওয়ার পর সব সময় ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে ভোট দিয়েছি। এইবারের নির্বাচনে দ্বিধায় ছিলাম যে হয়তোবা ভোট দেয়া হবে না। কারন বাইডেনের কর্মকান্ডের জন্য তাকে পুনরায় ভোট দেয়ার আগ্রহ ছিলো না - বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে তার ইন্ধনে হাজারো মানুষের হত্যা। এই দেশের নাগরিক হিসেবে আমি এই দেশকে খুব ভালোবাসি। এই দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ আমার নাগরিক দায়িত্ত। কিন্তু এই দেশের ফরেন পলিসি আমার অপছন্দ। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপড় তাদের পলিসি একেবারে ডাবল ষ্টান্ডার্ড। বিশ্ব জুড়ে হাজারো মৃত্যুর জন্য আমেরিকা দায়ী। আবার আমেরিকাই বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার নিয়ে খবরদারি করে।

আমাদের টেক্স মানি থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার যাচ্ছে ইউক্রেন যুদ্ধে। এক ইউক্রেন যুদ্ধের কারনে সারা বিশ্বের মানুষ ভুক্তভুগী। তার উপড়

নতুন করে ইসরাইল-হামাসের যুদ্ধে বাইডেন প্রশাসন সরাসরি ইন্ধন না যোগালে এতো মানুষ নিহত হতো না। আর শুধু ইন্ধন দেয়া নয় - প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিজে গিয়ে নেতানিয়াহুকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। সব ধরনের সামরিক সহযোগিতা অব্যহত রেখেছেন। উৎসাহ পেয়ে ইসরাইল তার চৌদ্দশত জিম্মির বদলে চল্লিশ হাজারের উপড় প্যালেষ্টাইনীকে হত্যা করে। এতোগুলি মৃত্যুর জন্য দায়ী আমাদের প্রেসিডেন্ট বাইডেন। নির্বিচারে হাজার হাজার প্যালেষ্টাইনীদের হত্যার কারনে এই দেশের বেশীর ভাগ মুসলমান এইবার বাইডেনকে ভোট না দেয়ার পক্ষে। কিন্তু সুইং ষ্টেটগুলির মুসলমানদের ভোট বাইডেনের জয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। বাইডেনকে একবার ভোট দিয়ে আমি যে ভুল করেছি তার পুনরাবৃত্তি করার ইচ্ছে আর ছিলো না। আমি সব সময়ই বলেছি যে বাইডেনের পরিবর্তে অন্য কেউ নির্বাচন করা উচিত। কিন্তু কমলা হ্যারিসকে নিয়ে ভয় ছিলো যে তাকে দিয়ে সামাল দেয়া যাবে কিনা। কারন প্রথমত আমেরিকা একজন মহিলা প্রেসিডেন্টের জন্য প্রস্তুত নয় - তার প্রমান হিলারী ক্লিনটন। দ্বীতিয়ত কমলার গাত্রবরনও আরেকটা ফ্যাক্টর। এদিকে বিভিন্ন জরীপ অনুযায়ী বাইডেন ক্রমাগত তার জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন ও ট্রাম্প থেকে পিছিয়ে পড়ছিলেন। যাই হউক ট্রাম্পের সাথে বিতর্কের পর ডেমোক্রেট দলের ডেলিগেটরা বাইডেনকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানান। অবশেষে বাইডেনের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়। কমলা হ্যারিস দৃশ্যপটে আসার সাথে সাথেই পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হয়। কমলা সফলভাবে ইয়াং জেনারেশনকে উজ্জীবিত করতে পেরেছেন - যা ট্রাম্প এখনও পারেননি। এই ইয়াং জেনারেশনকে বলে জেন-জি। এরা সমাজ ও রাজনীতির ব্যাপারে খুব সচেতন। এরা অঘটন ঘটনপটিয়সী। তার নমুনা দেখা গেছে সারা আমেরিকা জুড়ে প্রো-প্যালেষ্টাইনী আন্দোলনে। আর বাংলাদেশে সদ্য সমাপ্ত স্বার্থক এক বিপ্লবের কৃতিত্বও এই শুধু জেনজি দলের।

ডেমোক্রেট প্রার্থীকে ভোট না দেয়ার অর্থ ট্রাম্পকে জয়ের সুযোগ করে দেয়া। ট্রাম্পের মতো মানসিকভাবে অসুস্থ একজন ব্যক্তিকে কোনভাবেই দ্বীতিয়বার সুযোগ দেয়ার যুক্তি থাকতে পারে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় সে একজন সাইকোপ্যাথ। তার কথা-বার্তার লেভেল এখনও মারাত্বক ভাবে নীচু লেভেলের। পুরো ক্যাম্পেইন জুড়ে সে ব্যস্ত তার প্রতিপক্ষকে ব্যক্তিগত আক্রমন করা নিয়ে। তার নিজের দল থেকে তাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ভবিষৎ পরিকল্পনা ও পলিসি নিয়ে কথা বলার জন্য। কিন্তু সে ব্যস্ত প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ করা নিয়ে। সে কারো উপদেশ শুনতে রাজী নয়, আমেরিকার গনতান্ত্রিক ধারাতে বিশ্বাসী নয়, বিচার বিভাগকে সম্মান করে না, দেশের গোয়েনদা রিপোর্টেও তার আস্থা নেই। রানিংমেট ভেন্সের উদ্ভট কথাবার্তাও ট্রাম্পকে আরও পিছিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে হ্যারিসের রানিংমেট ওয়ালশ্ একজন উপযুক্ত ও স্মার্ট ব্যক্তি যা কমলার ভোট বাড়াবে। আমি মনে করি ট্রাম্পের মতো একজন সাইকোপ্যাথকে থামানোর জন্য কমলা হ্যারিসই এখন একমাত্র ভরসা।

ডেমোক্রেটদের জন্য আশার ব্যাপার যে বিভিন্ন জরীপ অনুযায়ী সুইং ষ্টেটগুলিতে কমলা তার প্রতিপক্ষ ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে আছে। জাতীয় পর্যায়ের জরীপেও দেখা যাচ্ছে যে পুরো দেশেও কমলা এগিয়ে। ডেমোক্রেটরা আশা করছে যে শিকাগোর কনভেনশনের পর তাদের পাল্লা আরও ভারী হবে। তবে কনভেনশনে প্রো-প্যালেনষ্টাইনীদের প্রতিবাদ সমাবেশকেও বিচক্ষনতার সাথে সামাল দিতে হবে।

স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গ

বাসব রায়

স্বপ্ন তৈরি হয় স্বপ্ন ঝরে যায়; বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ পায় না। দিনমজুর দিনমজুরই থাকে, গার্মেন্টসশ্রমিক গার্মেন্টসেই কর্মী হিসেবে থেকে যায়। বৈশ্বিক মুনাফা বৃদ্ধি পায়, কোটিপতিরা কোটিপতি হতেই থাকে, গরিবেরা গরিবের হিসাব থেকে বের হতে পারে না। অথচ কাজ বেড়ে গেছে অনেক গুণ, কাজের দামও এখন অনেক বেশি; কিন্তু দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে হচ্ছে আমাদের নিম্নবিত্তদের। এই শ্রেণিটা কখনো আলোর কাছাকাছি আসার সুযোগ পাচ্ছে না। আশান্বিত হয়, আশাজাগানিয়া স্বপ্নের দোরগোড়ায় পৌঁছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আশা-আলো একসঙ্গেই নিভে যায়। রাজনৈতিক উত্থান আর পতনের ডামাডোলে হারিয়ে যায় তাদের সব স্বপ্ন। এরই মাঝে বস্তির ঘরে প্রেম হয়, ভালোবাসার ভিত তৈরি হয় এবং নহবতের সানাই বেজে ওঠে। শুরু হয় আরেক প্রজন্মের নতুন পৃথিবী আর নতুন পৃথিবীর পুরোনো গল্প। লেখাপড়াহীন জীবনে বেড়ে ওঠা শিশুরা শ্রমিক হওয়া ছাড়া অন্য কোনো স্বপ্ন দেখতে পায় না। তাই তারা স্বাভাবিকভাবে অপরাধীচক্রে মিশে যায়, নেশাগ্রস্ত হয়, জীবনের অর্থ তাদের কাছে বরাবরই অর্থহীনই থেকে যায়।

গ্রামীণ জীবনে জনমজুর হয়ে জীবনযাপনের প্রক্রিয়া হাজার বছরের ঐতিহ্য। যান্ত্রিক সভ্যতার কারণে কাজের ধরন পাল্টেছে; কিন্তু মানুষের স্বপ্নগুলো ওপরে উঠতে পারেনি। আজও মোটা ভাত, মোটা বস্ত্র পেতে অনেক লড়াই করতে হয় তাদের। সাংসারিক জীবনে সুখ-শান্তির ছোঁয়া হাতের বাইরে সব সময়। নানা কারণে ঋণে জর্জরিত হয়ে প্রতিদিন কিস্তির টাকা দিতে হিমশিম খেতে হয়; ফলে নানাভাবে সংসারে বিবাদ-ফ্যাসাদ লেগেই থাকে। কোনোভাবে দিন যায়, দিন কাটে; স্বপ্নেরা স্বপ্ন দেখিয়ে হারিয়ে যায়। সন্তানকে মানুষ করার প্রত্যাশা থাকে, একদিন বড় চাকুরে হয়ে সন্তান তাদের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে বা সন্তানেরা নিজেই নিজের পায়ে দাঁড়াবে—এরূপ ভাবনার মৃত্যু বরাবরই হয়ে থাকে। ভাবনাটুকুতেই আনন্দ, সুখ! সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক কিছুই করা সম্ভব; সরকার এসব ক্ষেত্রে বহু রকমের প্রকল্প হাতে নেয় এবং কোটি কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করে; কিন্তু সেসব প্রকল্পের অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয় না আর হলেও তা হয় 'ধরো হে লক্ষণ' গোছের।

মাঝে মাঝে দু-একজন নানাভাবে ছিটকে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পায়, আলোকিত হতে পারে; তবে সেটা নিজের কাছে শুধু; আলোকবর্তিকা ছড়ানোর শিক্ষা তারা পায় না। লেখাপড়ার সীমাবদ্ধতা এবং জ্ঞানের পরিধি এতটাই সীমিত যে অন্যদের মানুষ ভাবতে হয় এমন শিক্ষা সে পায়নি; বরং কীভাবে মন্ত্রী-এমপি হয়ে আরও আরও বড়লোক হওয়া যায়, সেই পথে হাঁটে; আর হয়তো অনেকেই সেটা পেয়েও যায়। এই শ্রেণিটা তাদের ফেলে আসা অতীতটাকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলে; ফেলানীর মাসি, ফজলু চাচার চায়ের দোকান, বছির ভাইয়ের সবজির দোকানের অপরিশোধিত বাকি, গরিব মা-বাবা, ভাইবোন কাউকেই আর সে মনে রাখতে চায় না। কারণ সে এমপি হবে, মন্ত্রী হবে, কোটি টাকা দামের গাড়িতে ঘুরে বেড়াবে—এসব স্বপ্ন এখন তার হাতের মুঠোয়। আর হয়েও যায় এরাই সব। এরাই হয় কর্ণধার, আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা। পৃথিবীটা কতই কঠিন, আবার কতই সহজ।

জীবনের মানে বোঝার আগেই যদি কেউ মন্ত্রীটন্ত্রী হয়েই যায়, তাহলে এত ঢাকঢোলের কী আছে! এখানে সবকিছুই সম্ভব। হীরক রাজার দেশের একনায়ক রাজার চেয়েও সহজতর জীবন এখানে। এখানে রাতারাতি অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। স্বপ্ন ছাড়াও স্বপ্নপূরণ হওয়ার সুযোগ এখানে আছে। পৃথিবীতে নিত্যনতুন ধারণার সূতিকাগার এখন বাংলাদেশ। এখানে দম্ভের সঙ্গে পৃথিবীর যেকোনো শক্তিধর দেশের সঙ্গে মোকাবিলা করার গালগল্প করা যায়—সে শক্তি থাকুক আর না থাকুক। হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালা সেজে ভারতজুজুর ভয় দেখিয়ে পাকিস্তানি সিস্টেমের কথা বলে রাজপথ ভরতে এখানে সময় লাগে না; কারণ এরা অধিকাংশই অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা মূর্খ। এদের কেজি দরে কেনা যায়, বিক্রিও করা যায়। টাকা দিতে পারলে সবকিছুই সম্ভব। অভাব-অনটন আর নেশার ছোবল এখানকার মানুষকে আর মানুষ রাখেনি। এদের ডানে ঘোরানো যায়, আবার পরক্ষণেই বামেও ঘোরানো যায়।

অস্থির মানসিকতার জীবনযাত্রায় টাকার সরবরাহ করাতে পারলে পুরো সমাজকে পাল্টিয়ে দেওয়া যায়। শিক্ষা, রাজনীতি এখানে তেমন কিছুই নয়; যা ঘটে আর যা ঘটানো যায়, সেটাই শিক্ষা, সেটাই রাজনীতি। স্বকীয়তা বলতে কিছুই নেই; নির্ভরশীলতা এখানে বড় একটি নিয়ামক, যা দিয়ে ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো হিসেবে দাঁড় করানো খুবই সহজ কাজ। টানাপোড়েনের জীবনে হিতাহিতজ্ঞান বলতে কিছুই থাকে না। স্বপ্নের লেশমাত্র আর দরকার পড়ে না।

স্বপ্ন কী? অথবা একটি মানসিক কষ্টের নাম, যা ইহজন্মে পূরণ হওয়ার নয়।

শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন

মাহবুব আরিফ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিপ্লবী নেতৃত্ব আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষা কেবল কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং পুরো জাতির জন্য শিক্ষণীয়। তবে দুঃখের বিষয় হলো, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে এবং তাঁর পরিচয়কে দলীয় রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে আওয়ামী লীগ বড় একটি ভুল করেছে। এই ভুলের ফলে বঙ্গবন্ধুর মতো মহান নেতা দলীয় সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়েছেন এবং জাতীয় সম্পদ হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন যথাযথভাবে করা হয়নি। প্রবাসে থেকে আমি এই চেতনাবাজির অযৌক্তিকতা দেখেছি, যা বঙ্গবন্ধুর মতো মহান ব্যক্তিত্বের সাথে বেমানান। আমাদের উচিত জাতির পিতাকে দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত করে, তাঁর আদর্শকে সব মানুষের জন্য উপলব্ধি করা এবং একটি সত্যিকারের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা গড়ে তোলা। জাতির পিতার মৃত্যু বার্ষিকী আগামী ১৫ই আগস্টের শোক দিবস পালনের সকল উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই, আমিও অন্তর থেকে ১৫ আগস্ট শোক দিবস পালন করবো, অবশ্যই তা হবে বাংলাদেশের পতাকা তলে কিন্তু আওয়ামী লীগের পতাকা তলে নয়, কারণ আমি জাতির পিতার আদর্শের দীক্ষা নিয়েছি কোন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের একজন বিপ্লবী নেতা যার কারণেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তাই বঙ্গবন্ধু হয়েছেন জাতির পিতা, সে কারণেই জাতির পিতাকে নিয়ে আমাদের লেখার ফাউন্ডেশন শক্ত হওয়া চাই, ফাউন্ডেশন শক্ত থাকলেই ইমারত বানাতে সুবিধা হয়। প্রবাসে আছি অনেকদিন, চেতনাবাজদের চিৎকার চেঁচামেচি জয় বাংলা আর সেল্ফি দেখতে দেখতে প্রবাসে আমার বমি এসে গেছে, মনে হয় এই হালুয়া রুটির প্রত্যাশায় মানুষগুলো দুই থাল ভাত খায় আর চার ঘন্টা কালো কাজের খোঁজে থাকে, ২০ বছর প্রবাসে থেকেও যারা জীবনে দুটো বই পড়ে নাই, জীবনের উদ্দ্যেশ্য ঢাকাতে একটা ফ্ল্যাট আর সুযোগ পেলেই আমার নেতা তোমার নেতা চিত্কার। বঙ্গবন্ধুকে যিনি পরবর্তীতে জাতির পিতাকে শুধু আওয়ামী লীগে (বা যে কোন দলের) সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ করা ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি বড় ভুল। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, চিন্তাধারা, এবং ত্যাগ তিতিক্ষা পুরো জাতির জন্য প্রাসঙ্গিক এবং শিক্ষণীয়। একারণে, তাঁকে নিয়ে দলীয় রাজনীতি করাতে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও সম্মানের ক্ষতি হয়েছিল অনেক, কিন্তু যে কারণে জাতির পিতা বিষয়টি জনগণের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করতে পারে আর সে কর্মটাই

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ করেছে খুবই সুকৌশলে দীর্ঘদিন। সুতরাং, জাতির পিতাকে দলীয় করণ না করে জাতীয় সম্পদ হিসেবে দেখা এবং তাঁর ইতিহাস ও আদর্শকে দেশের সকল মানুষ ও প্রজন্মের জন্য উপলব্ধি করা ও জাতিকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা উচিত ছিল, এতে করে তাঁর প্রতি সবার সম্মান অটুট থাকতো এবং দেশের সর্বমঙ্গল হবার কথা ছিল কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সে ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আর সে কারণেই প্রাক্তন সরকারি দলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ গিয়ে পরেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ই জাতির পিতার উপর, উপরন্তু বাংলাদেশ বিরোধী শক্তি জাতির পিতাকে অসন্মান করার সুযোগটাই গ্রহণ করেছে। এবার ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে আলোচনা করি,উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুকে সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি দেয় এবং সেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল। এটা আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শের অংশ, যেহেতু এই দলটি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বিষয়টি দলের বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়, তাই খুবই স্পষ্ট ভাষায় যদি বলতে হয় বঙ্গবন্ধুর জাতির পিতা উপাধিকে সম্পূর্ণরূপে কলঙ্কিত করেছে তারই হাতে গড়া রাজনৈতিক দল

> অনেকেই দুই থাল ভাত খেয়ে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু চিৎকার চেঁচামেচি করে, আসলে জাতির পিতা ও রাজনৈতিক দলের মাঝে যে ভিন্নতা সেটা বোঝে কয় জন? "জয় বাংলা" ছিল একটি মুক্তি আন্দোলনের স্লোগান, এই "জয় বাংলা" উক্তিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, এর ব্যর্থতার দায় বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের। আমরা সকলেই জানি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ দুটি ভিন্ন বিষয় হলেও তারা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা, এবং তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। তাই বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস ও পরিচিতি আওয়ামী লীগের সাথে গভীরভাবে জড়িত। তাই বলে দলের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে জাতির পিতাকে বা জাতির পিতার নাম সম্পৃক্ত করা অন্যায়। যুক্তি দিয়ে যে কেউই আমার সাথে আলোচনায় আসতে পারেন। অনেকেই দুই থাল ভাত খেয়ে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু চিৎকার চেঁচামেচি করে, আসলে জাতির পিতা ও রাজনৈতিক দলের মাঝে যে ভিন্নতা সেটা বোঝে কয় জন? "জয় বাংলা" ছিল একটি মুক্তি আন্দোলনের স্লোগান, এই "জয় বাংলা" উক্তিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়। এখানে মূলত বলা হচ্ছে যে বিপ্লবের সারাংশ কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য বা সংযুক্তিতে নয়, বরং জনগণের মুক্তি এবং তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিহিত। কাজেই বঙ্গবন্ধু একজন বিপ্লবী নেতা পরবর্তীতে জাতির পিতা। বিপ্লবীদের কোন রাজনৈতিক দল থাকা মুখ্য বিষয় নয়, বিপ্লবীদের মুখ্য বিষয় হচ্ছে গণ-মানুষের মুক্তির আন্দোলন, অধিকার অর্জনের আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন বিপ্লবী নেতা পরবর্তীতে তিনি হলেন একটি জাতির পিতা, তাই আওয়ামী লীগের দলের সাথে উনাকে আবদ্ধ করাই ছিল বড় ভুলের কারণ, বিপ্লবীদের মুখ্য বিষয় কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল নয়, বরং সমাজের নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের মুক্তি এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। রাজনৈতিক দল একটি মাধ্যম হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো গণ-মানুষের মুক্তি। এই উদ্দেশ্যেই বিপ্লবীদের সংগ্রাম, ত্যাগ, ও আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা একটি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তন আনার জন্য পরিচালিত হয়। এখন আমার এই বক্তব্যকে উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করবো তাই আসেন আমি এবং আপনি আলোচনায় লিপ্ত হই, জাতির পিতার ভাস্কর্য ধ্বংস করা কি স্বাধীনতা বিরোধী কর্ম কাণ্ড, নাকি মানুষের ক্ষোভের প্রকাশ অথবা আন্দোলনে জামাত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া আবার এমনও হতে পারে দুষ্কৃতিকারীদের অসৎ চরিত্রের সুযোগ গ্রহণ? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক বিপ্লবী সংগঠন ও ব্যক্তিত্ব ছিল, যারা সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। উদাহরণস্বরূপ, ভগৎ সিং এবং তার সংগঠন "হিন্দুস্তান সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক অ্যাসোসিয়েশন" (HSRA) ছিল একটি বিপ্লবী দল, কিন্তু এটি কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত ছিল না। ভগৎ সিং ও তার সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। তাদের কর্মকাণ্ড সরাসরি গণ-মানুষের মুক্তির উদ্দেশ্যে পরিচালিত ছিল, যার জন্য তারা নিজেদের জীবনের বলিদানও করেছিলেন। বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তী তখন চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ানবাজার দেওয়ানজী পুকুরপারে 'সাম্য আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে ও ওখানে থাকেন। সেখানে গোপনে বিপ্লবীরা জমায়েত হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা চারুবিকাশ দত্ত তার সহকর্মীদের নিয়ে অনুশীলন দলের সাথে যুক্ত হয়ে যান। কিউবার বিপ্লবের নেতা ফিদেল কাস্ত্রো প্রথমদিকে কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না। তিনি মূলত জনগণের মুক্তি এবং অত্যাচারী বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। ২৬ জুলাই আন্দোলন একটি সামরিক সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কিউবার জনগণের মুক্তি এবং একটি সমতাপূর্ণ সমাজ গঠন। এই বিপ্লবটি কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য ছিল না, বরং একটি সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণ-মানুষের মুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ছিল। মাও সেতুং-এর নেতৃত্বাধীন চীনা বিপ্লব ছিল একটি গণ-আন্দোলন, যেখানে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবে মাও সেতুং-এর মতাদর্শে রাজনৈতিক দলটি কেবল একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। মূল লক্ষ্য ছিল শোষিত ও নিপীড়িত কৃষকদের মুক্তি, সামন্তবাদী ব্যবস্থার পতন, এবং একটি গণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা। নতুন এই ছাত্র-জনতা আন্দোলনে সকল হতাহতদের জন্যে গভীর ভাবে মর্মাহত হয়েছি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুক্তি কামী সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করছি।

পরিচয়

রুবানা ফারাহ্ আদিবা উর্মি

আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে নিজেকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই "বাঙালি" হিসেবে পরিচয় দিয়েছি, গর্ববোধ করেছি। "বাংলার মাটি বাংলার জল" গানটি গাইবার সময় বিশেষ করে, "বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন-- এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥" — এই দুটো পঙক্তিতে এসে অশ্রুসজল হয়েছে দু'চোখ। ভারতীয় দল ক্রিকেটের মাঠে সার বেঁধে দাড়িয়ে, "জন গন মন" গাইবার সময় কণ্ঠ মিলিয়ে অন্তরের সবটুকু শুভেচ্ছা ছড়িয়ে দিয়েছি হাওয়ায় হাওয়ায়। আমার ঘরের সবাই আমাকে একজন অত্যন্ত নির্ভেজাল, নির্বিবাদী আবেগী বাঙালি হিসেবেই জেনে এসেছে। আড়ালে আবডালে হেসেছেও।

আমি উপভোগ করেছি ওদের এই লুকোচুরি। কিন্তু, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ছাত্রজনতার আন্দোলনে ভারত এবং ভারতীয় কিছু "বন্ধু"(?) দের ব্যবহার আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। আমি শঙ্কিত হয়েছি। এবং সবশেষে আমি নিশ্চিত হয়েছি, আমার পরিচয় প্রকৃতপক্ষে একজন "বাংলাদেশী বাঙালি। না হলে, একটা দেশের গণতান্ত্রিক জাগরণকে এত নেতিবাচক তকমা দেয়ার চেষ্টা কেন?

যে সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি, তাদের কিছুর নমুনা একটু দিতে চাই। প্রশ্ন ১। হঠাৎ করে সব বদলে গেল এমন করে, যা নিশ্চয়ই কাম্য ছিল না কারো! বুঝতে পারছি না... অথবা হয়তো আঁচ পাচ্ছি! অনেক প্রশ্ন... প্রশ্ন ২। খুব সামান্য একটা কথা জানতে চাই। একটা রাষ্ট্রে এতো বড়ো ধরনের বিপ্লব করতে গেলে এবং বিপ্লব পরবর্তী অরাজক পরিস্থিতিতে বিপুল অঙ্কের অর্থ প্রয়োজন হয়। পাকিস্থানের আর্থিক অবস্থা যতদূর জানি, খুবই খারাপ। তবে কি ভারতের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য বৃহত্তর অন্য কোনো তৃতীয় শক্তি অর্থ ও ইন্ধন যোগাচ্ছে...! আমি সত্যিই খুব কম বুঝি। তাই একটা জিজ্ঞাসা। এর অন্য কোনো দ্বিতীয় মানে নেই, সবিনয়ে জানাচ্ছি। এরকম আরো বহুকিছু আমার নজরে এসেছে। যেখানে যতটুকু সম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছি।আঁচ করেছি, আমার জবাব তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এরপর থেকে, নিয়ম করে প্রতিদিন ভারতীয় মিডিয়াগুলোর প্রচার শুনে বুঝতে চেষ্টা করেছি, পাশের দেশে উন্মত্ত উত্তাল এই আন্দোলনের হৃদস্পন্দন বুঝতে তাদের কোথায় অসুবিধে হচ্ছে এবং কেন অসুবিধা হচ্ছে। দেখলাম ও শুনলাম, "রিপাবলিক বাংলা" নামে একটি চ্যানেলে যে পরিমান প্রোপাগান্ডাএবং মিথ্যে প্রচার হচ্ছে তা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু, তবুও প্রশ্ন থেকে যায় তাদের কাছে, যারা মানবতার কথা বলেন, গল্প লেখেন, কবিতা লেখেন, তাদের বোধ এতটা বুদ্ধিহীন কেন? নতুন যে ইতিহাসের সূচনা হলো, তার একটু রেশ টেনে বলি, ছাত্রআন্দোলন শুরু হয়েছিল, এক দফা দাবীতে। এবং সেটা হলো, "কোটা সংস্কার"। হাসিনা ম্যাডাম চীন সফর শেষে ফিরে এসে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিতে বসলেন। তার বৈঠকী কায়দার প্রেস বিজ্ঞপ্তি বেশীক্ষণ শোনা যায় না। একজন প্রধানমন্ত্রীর শব্দ ও বাক্য চয়নে যে ওজন থাকা অতি আবশ্যক সেটা তার মধ্যে কোনোদিনই ছিল না। প্রভাস আমিন নামে তেলের ড্রাম ধরা একজন সাংবাদিক জানালেন যে, "ছাত্ররা তো রাস্তায়- তারা কোটা সংস্কার চায়। আমার কাছে যদি একজন মুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকারের আবেদনপত্র আসে, তা হলে তো আমি মুক্তিযোদ্ধাকেই চাকরী দেব"। হাসিনা ম্যাডামের ভীষণই পছন্দ হলো, তিনি লুফে নিলেন। হাসিমাখা কণ্ঠে বললেন, "চাকরী মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা পাবে? না রাজাকারের নাতিপুতিরা? এই বেলা আমার একটা প্রশ্ন আমি জানিয়ে রাখি। "বঙ্গবন্ধু কন্যা, দেশরত্ন, মাননীয়া, আপনি কি রাজাকারের নাতিপুতিদের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন? না কি , রাজাকারের নাতিপুতিদের নাগরিকত্ব বাতিল করেছিলেন? যদি না করে থাকেন, সকল নাগরিককে সংশয়মুক্ত করার দায় কি আপনার নয়"— যাই হোক, আমি তারুণ্যের সীমা পেরিয়ে এসেছি বহুদিন আগেই। আমার রক্তে প্রতিবাদী উন্মাদনা প্রায় স্তিমিত। যারা তরুণ ছাত্রছাত্রী, এতদিন ধরে রাজপথে ছিল যাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান, এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে ভরা মন্তব্য তাদের বুকে বুলেটের মতো বিঁধছিল। এই বয়স অপমান সইতে জানে না। জানে প্রতিবাদ করতে, জানে রুখে দাঁড়াতে।

১৯৭১ এর পর গত হয়েছে প্রায় পাঁচ দশক। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ভেদাভেদ জানে না। স্পষ্টবাদীতা এবং স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী। ধুনফুন দিয়ে এদের বলা যায় না, "তফাৎ যাও"। এরা রক্তচক্ষুকে পরোয়াও করে না। এই ছাত্রছাত্রীগুলো যে ইতিহাস পড়ে বড় হয়েছে, সে ইতিহাস খণ্ডিত। এরা প্রশ্ন তুলেও কোনো সদুত্তর পায়নি। এরা বড় হতে হতে বুঝে গিয়েছে, এ দেশের সমীকরণ কী? এরা বঞ্চিত হয়েছে একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার 'ভোট' থেকে। তার মানে, এরা কি ভোট দিতে যেতে পারতো না? অবশ্যই পারতো। কিন্তু, গিয়ে কী লাভ? যেখানে ব্যালট বাক্স ভরে যাবে বিনা ভোটে, সেখানে রিক্সা ভাড়া খরচ করে গিয়ে কোনো লাভ নেই, এইটা এরা বুঝে গিয়েছিল। যে বয়সটাতে ওরা রাজপথে, তাদের অভিভাবকরা অথবা পরিবারের কেউই হয়তো মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি। তবে কী তারা রাজাকার? এজন্যই কী তাদের ঐ ৪৩% কোটা নিয়ে মারামারি করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না? "মেধাভিত্তিক কোটা চাই, চাকরীর নিশ্চয়তা চাই"- এই সব স্লোগান পাল্টে গেল সেই বিকেলে। রাতের মধ্যে লেখা হলো নতুন স্লোগান, "তুমি কে আমি কে ,রাজাকার, রাজাকার। কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার, স্বৈরাচার। চেয়েছিলাম অধিকার,হয়ে গেলাম রাজাকার।" রাজাকার বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ঘৃণ্য নাম। স্লোগানটির প্রথম দুটো লাইন নিয়ে সরকারী ও আওয়ামী লীগের তোষামদি স্তাবকরা চাউর করতে লাগলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অপমান করা হয়েছে। এরা সকলেই স্বাধীনতার বিপক্ষের লোক। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, ওবায়দুল কাদের aka কাউয়া কাদের ঘোষণা দিলেন, "এই রাজাকারদের ট্যাকেল করতে ছাত্রলীগই যথেষ্ট"। রাজপথে হাসিনার আদেশে নেমে গেল আওয়ামী লীগের পেটোয়া গুণ্ডা বাহিনী আর পুলিশ। যে পুলিশ জন সাধারনের হেফাজতে নিয়োজিত, হাসিনার আদেশে তাদের হাতে উঠে এলো অটোমেটিক রাইফেল। কয়েকদিন ধরে চললো, একতরফা মারপিট, খুন।রংপুরের আবু সাঈদ খুন হলো নির্মম নৃশংসতায়।যে দেখেছে একমাত্র সেই বলতে পারবে, তার মৃত্যুর দৃশ্য ছিল কতটা ভয়াবহ। "মুগ্ধ"- যে পানি এবং বিস্কুট দিতে এসেছিল তার সহযোদ্ধাদের, তার মাথা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল এক সেকেন্ডে। এই ঘটনার পর যে ছেলেটি স্কুলে পড়ে, যার এ মুহূর্তে কোটার দাবীতে পথে নামার কথা নয়, সেও নেমে এলো।

কলেজের ছাত্রছাত্রী তাদের ভাইদের হত্যার প্রতিবাদে মিছিলে শামিল হলো। অভিভাবকরা সম্মুখ সমরে নামলেন, বললেন, গুলি করলে তাদেরকে গুলি করতে হবে প্রথম। শিক্ষকরা চুপ করে বসে থাকাকে অনৈতিক মনে করে ছাত্রদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। শামিল হলো মুদি দোকানদার, রিকসাওয়ালা মামা, বাংলাদেশের জনগন। হত্যাকাণ্ডের এই অন্যায় খেলায় প্রতিবাদ করলোনা শুধুমাত্র দলদাসেরা, যাদেরকে আমি বিনা দ্বিধায় বলবো এবং আমাদেরই মাঝে মিশে থাকা ছদ্মবেশী লীগের পাণ্ডারা। এর মধ্যে মহামান্যকে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন দফা সহ ছাত্রদের দাবীদাওয়া। যেমন, ক্ষমা চাইতে হবে, কয়েকজন লম্পট মন্ত্রিকে পদত্যাগ করতে হবে। নিহত ছাত্রদের পরিবারে গিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু, মহামান্য তো শেখের কন্যা। বাংলাদেশ তার বাপের তালুকাত। জনসাধারণের কাছে তিনি কেন জবাবদিহি করবেন। তিনি, মেট্রোরেল দিয়েছেন বাংলাদেশকে। তিনি পদ্মাসেতু দিয়েছেন। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ দিয়েছেন। বিনিময়ে কেড়ে নিয়েছেন, ভোটের অধিকার, কেড়ে নিয়েছেন বাক স্বাধীনতা। অবাধ্য নাগরিককে তিনি ভরেছেন আয়নাঘরে, করেছেন শতাধিক গুমখুন। ভোট চুরি করে গদি আঁকড়ে রেখেছেন একটানা পনের বছর।তিনি এই ভেবে সুখ পান, এ সবই তার অধিকার। তিনি মনে করেন এ দেশটা তার , কারণ দেশকে স্বাধীন করেছেন তার বাবা। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি, জনগনকে বাদ দিয়ে কোনো রাজনীতি টেকসই হয় না। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, বাংলাদেশের মাটিতে দাম্ভিক ও স্বৈরাচারী সরকারের পতনের নিদর্শন রয়েছে। ধীরে ধীরে ছাত্র আন্দোলন রূপান্তরিত "ছাত্রজনতার আন্দোলনে"। হলো সব দফার দফারফা। ১৬ই জুলাইয়ের পর থেকেই ঢাকার রাজপথের উত্তাল বিক্ষোভ ও প্রতিরোধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের অন্যান্য বিভাগে, জেলা এবং অঞ্চল থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

রক্তাক্ত জুলাইয়ের ভয়ার্ত চিৎকার দেশের ঘরে ঘরে ১৯৭১ এর হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের থেকেও যে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, তা অবর্ননীয়। পথে ঘাটে যে কোনো ছাত্রদের, সাধারণ মানুষদের ধরে ধরে চালান করে দেয়া হচ্ছে কারাগারে। প্রতি রাতেই চলছে crack down. পাক হানাদার বাহিনী যা করেছিল, ঠিক একই কায়দায়। পার্থক্য শুধু এই যে, ৭১ এ, দরজায় বা সিঁড়িতে পাওয়া যেতো রাজাকারের "ঠক ঠক ঠক" বা পায়ের আওয়াজ। আর ২০২৪ শে দরজায় কড়া নেড়েছে সরকারী দলের পাণ্ডারা। ডিবি অফিস থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে যাকে তাকে। পরিবারের স্বজনরা ডিবি অফিসে দেখা করতে গেলে তাঁরা অস্বীকার করছেন। শুনেছি, দরজা খোলার পর একটাই প্রশ্ন ছিল, "বাড়িতে ছাত্র আছে?" এ যেন ৭১ এর সেই প্রতিধ্বনি, "স্যার একটু বাইরে আসবেন? কথা আছে"- তারপর চোখ বেঁধে গুম খুন। ঘরে ঘরে সেই একই হিমশীতল আতঙ্ক, একই আর্তনাদ — শুধুমাত্র পাল্টেছে শোষকের গায়ের জামা, এই দৃশ্যে রক্ষক হয়েছে ভক্ষক। একাত্তরে ভক্ষকই ছিল ভক্ষক। ১৮ই জুলাই। "কোটা আন্দোলন" তখন আর কোটা আন্দোলন নেই। রূপ নিয়েছে 'বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন"এ। জনমানুষের তখন একটাই দাবী। স্বৈরাচারী সরকারের পতন। সরকারী খবর এ প্রকাশ ছাত্ররা হানা দিয়েছে মেট্রোরেল, বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন, ডাটা সেন্টার ইত্যাদি আরও বেশ কয়েকটি KPI (key performance indicator). আমার ধারণা এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, যে সমস্ত স্থাপনাকে KPI বলা হচ্ছে সেখানে থাকা উচিত কঠিন নিরাপত্তা। এমন না যে, একজন পুলিশকে একটা ছররা বন্দুক দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়। বরং Automatic Rifle টা এখানেই দরকার ছিল। এমন একটা অস্থিতিশীল অবস্হায় সে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি কেন? বিটিভি ভবন একটা দুর্গের মতো। ওখানে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করা যায় না। বেশ কয়েকটা ধাপ পেরোতে হয়। ওখানে নিরাপত্তা ছিল না কেন? শোনা যায়, কর্মকর্তারা জিম্মি হয়ে ছিলেন কয়েক ঘণ্টা। এবং অনেক পরে আর্কাইভ পুড়িয়ে দেয়া হয়। জিম্মি করে রাখবার কোনো কারণ তো দেখি না। যদি, ধ্বংসই লক্ষ্য হতো তাহলে এ তো এক ঘণ্টারও কাজ না। খবরে আরও প্রকাশ, Data centerএ ঢুকে পদ্মা সেতুর জরুরী দলীলপত্র পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এবার একটু নড়ে চড়ে বসলাম। পদ্মা সেতুর দলীল দস্তাবেজ "নাই" হয়ে গেলে কার লাভ সবচেয়ে বেশি? প্রশ্নবিদ্ধ হয়, হামলাকারীরা আসলে কারা? বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন মাননীয়া সেদিন প্রেস ব্রিফিংএ শোক ভারাক্রান্ত কণ্ঠে মেট্রোরেলের জন্য কেঁদে দিলেন প্রায়। একবারের জন্যও নিহত ছাত্রদের জন্য শোকাকূল

জনগণই নির্বাচন করে তাদের অভিভাবক। অভিভাবককে দাঁড়াতে হয় জনগনের পাশে। নতুবা, বিশ্বের ইতিহাস বাদই দিলাম— বাংলাদেশ বার বার প্রমান করেছে, এই দেশে স্বৈরাচার গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের এই বাংলাদেশে ২০২৪ শে তারুণ্যের হাত ধরে যে বিপ্লব এল- অনেকেই বলছে এর নাম, "Monsoon Revolution". এই লেখার সময়কাল পর্যন্ত কোথাও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণা আমি দেখিনি। তবে, একথা অনস্বীকার্য, এক যুগেরও বেশী একটি বিষাক্ত স্বৈরতন্ত্রকে হটিয়ে দেয়ার জন্য এই বিপ্লবী এবং অকুতোভয় সেনানীদের সোচ্চার প্রতিবাদ বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

হলেন না। বরং দুঃখ প্রকাশ করলেন, নিহত পুলিশের জন্য এবং লিগের কতিপয় গুণ্ডাদের মৃত্যুর জন্য, যারা নিরস্ত্র মানুষকে মারতে গিয়ে মরেছিল। পরদিন থেকে রাজপথে নেমে গেল সেনাবাহিনী। নামলো কারফিউ। ইন্টারনেট শাট ডাউন।

বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কারণ দেখানো হলো ছাত্রছাত্রীরা Data Center পুড়িয়ে দেবার ইন্টারনেট যোগাযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। একটা মিশমিশে কালো অন্ধকারে বাংলাদেশকে ডুবিয়ে দেয়া হলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে। কার্টুন তথ্যমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদের (ডাক নাম- "পড়ে না চোখের পলক") অসংলগ্ন মিথ্যে কথায় বোঝাই যাচ্ছিল এটি, বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন মাননীয়ার আদেশ ছিল। মিথ্যে বলার জন্য তিনি জনসাধারণের কাছে মাফ চেয়েছেন, (হয়তো দোয়াও চেয়েছিলেন)। অন্যায়কে অন্যায় বলতে না পারা মৌলিক অনৈতিকতার পরিচয়। অনেক যশস্বী ব্যাক্তিকেই সেই কৈশোর থেকে পছন্দের শীর্ষতালিকায় রেখেছিলাম। এদের থেকে শিক্ষা নিতে ভালো লাগত। শিল্প , সংস্কৃতি এবং সাহিত্য মাধ্যমের মানুষদের উপস্থিতিই অধিক ছিল। টের পাচ্ছিলাম, এরা ঝরে যাচ্ছেন একের পর এক। অবাক বিস্ময়ে দেখেছি নিবেদিত প্রাণে নির্লজ্জের মতো, বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন মাননীয়ার প্রেমে তারা তখনও হাবুডুবু খাচ্ছেন। বন্দনা করছেন, পূজো করছেন অন্ধ শিষ্যের মতো। অথচ, আপনারাই একদিন কবিতায়, গানে, নাটকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কথা বলেছিলেন। শিখিয়েছিলেন ব্যক্তিপুজোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়। হায়রে দলকানা বুদ্ধিজীবির দল! হায়রে দলদাসের পঙ্গপাল! আত্মাটাকে বিক্রি করলেন কী মূল্যে? জানতে ইচ্ছে হয় বড়ো।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফলে যে বিপ্লবের জন্ম হয়েছিল, জুলাই এর শেষের সপ্তাহে তা তুঙ্গে পৌঁছেছিল। জল গড়িয়েছে অনেকটাই। জটিল হয়েছে পরিস্থিতি। এর মধ্যে একজন প্রধান সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় DB-র সাদা পোষাক পরা লোকজন। একদিন পর, চোখ বাঁধা অবস্থায় তাকে রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। তার সারা শরীরে ছিল আঘাতের চিহ্ন, জমাট বাঁধা রক্ত শরীরের এখানে ওখানে। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল তাকে। আরও একজন সমন্বয়ককেও তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যচার করার সময়টুকু ছাড়া কড়া ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়, এবং পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। খুব সম্ভবত ২৬/২৭শে জুলাই হবে, খবর পেলাম ৬ জন প্রধান সমন্বয়ককে DB (Detective Branch) তুলে নিয়ে গেছে। কাউকে হাসপাতাল থেকে, কাউকে বাড়ি থেকে। এদের পরিবার থেকে স্বজনরা দেখা করতে গেলে দেখা করতে দেওয়া হয় না। তিনদিন ধরে এদের কোথাও কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আইনজীবিরা মাঠে নামলেন। কারণ, বিনা মামলায় কাউকে তিনদিন আটকে রাখার নিয়ম নেই। ৬ জনকেই আদালতে সোপর্দ করার দাবী নিয়ে তাঁরা বিবৃতি দিলেন। হঠাৎই একদিন, একটা ভিডিও ক্লিপ ছাড়া হলো সামাজিক মাধ্যমে, যেখানে রেকর্ড করা হয়েছে, এই ৬ জন সমন্বয়ক দেশের সকল ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন প্রত্যাহার করতে আহ্বান জানিয়েছেন। এই ছয় জনের expression, body language দেখে পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছিল, এদেরকে জোর করে ভুলভাল একটা স্ক্রিপ্ট পড়ানো হচ্ছে। DB-র অফিসে যখন আন্দোলন প্রত্যাহারের বিবৃতি পড়ছিল, তখন ওরা প্রায় প্রত্যেকেই Morse code এর মাধ্যমে ওদের সহযোদ্ধাদের সংকেত বার্তা পাঠিয়েছিল। বিভিন্ন শহর থেকে অন্যান্য সমন্বয়করা পাল্টা বিবৃতি দিলেন, বিপ্লব চলবে। এবং সপ্তাহব্যাপি তাঁদের কার্যক্রম প্রকাশ করলেন।

দোসরা অগাস্ট : ব্রড ব্যান্ড ইন্টারনেট খুলে দেওয়া হয়েছিল খুব সম্ভবত ২৯ তারিখে। ঐ সপ্তাহান্তে আমার প্রচুর ব্যস্ততা চলছিল। সকালে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাই। রাতে ফিরি। মন পড়ে থাকে দেশে। বের হওয়ার আগে যতটুকু সময় পাই, টেলিভিশন, সামাজিক মাধ্যম, প্রিন্ট মিডিয়া থেকে জানতে চেষ্টা করি, কী চলছে বাংলাদেশে। আবার রাত বারোটার দিকে ঘরে ফিরে দু'টো তিনটে পর্যন্ত সেই একই প্রচেষ্টা। যাই হোক, ফেসবুকে এক বন্ধুর পোষ্ট নজর কাড়লো। রক্তাক্ত লাল রঙে লেখা "৩৩"। আমরা Baby Boomers প্রজন্ম। নিউরনগুলো নড়ে চড়ে উঠতে একটু সময় লাগে। মাথার মধ্যে "৩৩" নিয়ে বেরোলাম। এ'কাজ করি সে'কাজ করি, কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না তেত্রিশকে। আচানক যেন মাথার মধ্যে একটা বিজলীর ঝিলিক খেলে গেল। হায় রে বাচ্চারা, আমাদের লক্ষীমন্ত বাচ্চারা ! তোমাদের Gen Z দের এই অভিনব কায়দা আমাকে ক্রমশই মুগ্ধ করে চলেছে!

আমি ছোট ছোট সব বিন্দুগুলোকে মালায় গাঁথলাম।বুঝতে পারলাম, ছেলেমেয়েগুলো "জুলাইকে" শেষ হতে দেবে না যতদিন না পর্যন্ত এই নির্মম প্রহসনের শেষ না হচ্ছে। "৩৩" শে জুলাই অর্থাৎ ৩ রা অগাস্ট বাংলাদেশের সকল আন্দোলনকারীদের কর্মসূচি হলো, "Complete Shutdown". এর মধ্যে, "শান্তি রক্ষার্থে" সেনাবাহিনী তখনও রাজপথে আছে। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন মাননীয়া "Shoot at sight" আদেশ অব্যাহত রেখেছেন, এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে কারফিউ চলছে। কিন্তু, জনগনের জোয়ার থামানোর কোনো পথ খোলা নেই। সেদিনও নিরস্ত্র ছাত্রদের সাথে লীগের পেটোয়া হেলমেট বাহিনী আর বিজিবি পুলিশের আর এক রক্তক্ষয়ী কাউন্টার হলো। ছাত্র মরছে। পুলিশ মরছে। গুণ্ডারাও আহত নিহত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন মাননীয়া হাসিনা তবুও গদি আঁকড়ে ধরে পড়ে আছেন। তাঁর প্রেস ব্রিফিংগুলো বিরক্তিকর হয়ে উঠছে আরও প্রকটভাবে। প্রতিটি প্রেস ব্রিফিং-এ তাঁর স্বজন হারানোর অভিনয় বিষময় হয়ে উঠছে। তিনি বলছেন বটে স্বজন হারানোর দুঃখ তিনি বোঝেন। কিন্তু, তাঁর কাজে প্রমাণ নেই , নেই প্রকাশ, এতগুলো মৃত্যুতে কোনো শোক নেই। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর স্বজন হারানোর ব্যথা ছাড়া আর কারোটা আসলেই বোঝেন কিনা, তা মর্মান্তিক ভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ছে। এই সময়ের একটা স্লোগান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যার মধ্যে ছিল তীব্র শ্লেষ। "দিনে নাটক রাতে আটক" কার্যত মাননীয়া তাই করছিলেন।

হাসপাতালে যাচ্ছেন, নিহতদের পরিবারের সাথে কথা বলছেন। আহতদের পাশে তার কৃত্তিম সমবেদনা জানাচ্ছেন। কিন্তু, রাতের বেলা লেলিয়ে দিচ্ছেন পুলিশ বাহিনীদের। বিভিন্ন এলাকায় তারা ত্রাস সৃষ্টি করে রাতের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে। দেয়ালে দেয়ালে ছাত্ররা লিখেছিল, "নাটক কম করো পিও"। ৩৩ শে জুলাইএর Complete Shutdown কার্যক্রম শেষ হলো সফল ভাবে। যানবাহন বন্ধ, জনজীবন বাধাপ্রাপ্ত, ব্যবসা বানিজ্য স্থগিত, কিন্তু তাদের কোনো অভিযোগ নেই। আপামর জন সাধারণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল ঐতিহাসিক। মাননীয়া তার ভাষণে জানালেন গণভবনের দরজা খোলা। ছাত্রছাত্রীদের সাথে তিনি আলাপে রাজী আছেন। যা যা দাবী আছে তিনি ভেবে দেখতে রাজী। যা সম্ভব, তিনি মেনে নেবেন। এই প্রস্তাবে পরিষ্কার , তিনি গদি ছাড়বেন না এবং অচিরেই আরও একটি প্রহসনের সম্ভাবনা। আলাপের প্রস্তাবও এতটাই বিলম্বিত যে, ততক্ষণে তিনি Checkmate এর challenge নিয়ে দাবার বোর্ডে একাকী হিমশিম খাচ্ছেন। মন্ত্রীরা তাকে একা করে দিয়ে পালিয়েছেন যে যার মতো। ৩৪ শে জুলাই : গণভবন ঘেরাও - এক দফা এক দাবী এক দফা এক দাবী। স্লোগানে ধ্বনিত হলো, স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, স্বৈরাচারী সরকারের পদত্যাগ চাই"।

আগেই উল্লেখ করেছি যে এই সপ্তাহটা বিশেষ ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে চলছিলাম। আমাদের সবারই বুক দুরু দুরু। আজ কিছু একটা হবেই। নিজেদের মধ্যেও আলোচনা হচ্ছিল, যে আমরা যতজন সম্ভব টেক্সাসের রাজধানী অস্টিনে যাবো এবং ক্যাপিটাল হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করবো এই স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে। কিন্তু, অতটা সময় আমাদের হাতে আছে কি? রাতে বাড়িতে ফিরবার পর আবারও সেই সংবাদ সংগ্রহের কাজ। প্রায় রাত বারোটা। সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছিল ঢাকার অবস্থা। বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্ন ভাবে গণজমায়েত শুরু হয়েছে। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। ধীরে ধীরে গমগম করতে শুরু করল আনাচ কানাচ। গর্জে উঠেছে সমগ্র বাংলাদেশ আবার। কোনোরকমে রাত দেড়টা পর্যন্ত জেগে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছি। ইচ্ছে করছিল আরও একটু সময় জাগবার কিন্তু সারাদিনের ক্লান্ত অবসন্ন শরীর সায় দেয়নি।

৩৫ শে জুলাই : ৫ই অগাস্ট বিজয় ভোরবেলা অ্যালার্মের আওয়াজে ধড়ফড় করে উঠলাম। বুকের ভেতরে বাজছে ডামাডোল। কী হলো কী হলো উদ্বেগ। ঘুমের ঘোর কেটে গেছে বহু আগে। আহা, এও সম্ভব হলো শেষ পর্যন্ত!! সামাজিক মাধ্যমে ভেসে আসছে বিজয়ের আনন্দ। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয়া মহোদয় পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, এবং শুধু তাই নয়, দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে তাঁকে। এই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে গণভবনে ঘটে গেছে অনেক কিছু। সেনাবাহিনী তার পাশে থাকতে রাজী হয়নি। শেষ অস্ত্র হিসেবে তিনি পুলিশ বাহিনীকে ইস্তেমাল করেছিলেন, বলেছিলেন আরও হাজার খানেক লাশ ফেলে দিতে। ইতিহাসের ঘৃণ্যতম অধ্যায়ের একদিন শেষ হতে হয়।

জনগণই নির্বাচন করে তাদের অভিভাবক। অভিভাবককে দাঁড়াতে হয় জনগনের পাশে। নতুবা, বিশ্বের ইতিহাস বাদই দিলাম— বাংলাদেশ বার বার প্রমান করেছে, এই দেশে স্বৈরাচার গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের এই বাংলাদেশে ২০২৪ শে তারুণ্যের হাত ধরে যে বিপ্লব এল- অনেকেই বলছে এর নাম, "Monsoon Revolution". এই লেখার সময়কাল পর্যন্ত কোথাও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণা আমি দেখিনি। তবে, একথা অনস্বীকার্য, এক যুগেরও বেশী একটি বিষাক্ত স্বৈরতন্ত্রকে হটিয়ে দেয়ার জন্য এই বিপ্লবী এবং অকুতোভয় সেনানীদের সোচ্চার প্রতিবাদ বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। সুতরাং, এমন একটা গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মাটিতেই সম্ভব। এমন শিরদাঁড়া বাংলাদেশীদেরই আছে। চারটে গুলি বুক ঝাঁঝড়া করে দেয়ার পরও বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে একজন আবু সাইদ। টিয়ার শেলে চোখ রক্তলাল, তারপরও মুগ্ধ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, "পানি লাগবে? পানি লাগবে? সেই মুহূর্তেও সে জানে না. এক সেকেন্ড পরেই সে রক্তাক্ত হবে।

একজন মুদি দোকানওয়ালা, তার দোকানের সব বিস্কুট চানাচুর নিয়ে বের হয়ে বিলিয়ে দেয় ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে। লাভ ক্ষতির হিসেব তখন মূল্যহীন।শত শত মা, তার নিজের হাতে রান্না করা খাবার খাইয়ে দেয় যে ছেলেটি বা মেয়েটির সাথে তার পথে দেখা হয়ে যায়। অথচ জানে না, তার সন্তান কই? ভাই রে, এই আন্দোলনে জনসাধারণরাই অর্থসংকট দূর করে।যারা জন্মাবধি এই নজীরবিহীন প্রতিবাদের চেহারা দেখেননি, তারা তো সন্দেহের গন্ধ খুঁজবেনই। জেনে নিন, দেখে নিন - এই সাহস অকল্পনীয় , অপ্রতিরোধ্য। পনের বছরের এক কুৎসিত জীবন যাপনের পরিসমাপ্তি হোক—এই দাবী ছিল দলকানা, দলদাস, জাতীয় পর্যায়ের চোর ছ্যাচ্চর ছাড়া গোটা বাংলাদেশের। হ্যাঁ, আমরা সকলেই এই স্বৈরাচারী হাসিনার পতন চেয়েছিলাম এবং জনগনই ছিল, আর এক বৃহৎ শক্তি।

'জঙ্গী-জামাত শিবির' আখ্যা দেওয়া: সামাজিক বিভাজন ও প্রোপাগান্ডার বাস্তবতা

এইচ বি রিতা

বিশ্বব্যাপী চরমপন্থী কর্মকাণ্ডের কারণে ইসলাম ধর্মকে অনেক সময় ভুলভাবে জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এর ফলে, সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরও 'জঙ্গী' বা 'জামাত-শিবির' বলে আখ্যা দেওয়া একটি প্রচলিত, কিন্তু ভুল ধারণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সাধারণীকরণ শুধু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে না, বরং এটি সামাজিক বিভাজন ও বিদ্বেষকেও উস্কে দেয়। এই লেবেলিংয়ের পেছনের বাস্তবতা এবং এর বিপর্যয়কর প্রভাব নিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

ল্যাটিন শব্দ 'মিলিট্যার' থেকে জঙ্গী শব্দের উৎপত্তি। 'মিলিট্যার' শব্দের অর্থ হলো সৈনিক হিসেবে কাজ করা। তবে, আচরণগত দৃষ্টিকোণ থেকে "জঙ্গি" বলতে তাদের বোঝায় যারা যুদ্ধবাজ, আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে লিপ্ত। এই শব্দটি বিশেষ করে এমন লোকদের বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় যারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উগ্রপন্থা, সন্ত্রাসবাদ, এবং সহিংসতার আশ্রয় নেয়। জঙ্গিরা সাধারণত আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র বা সমাজে অনুমোদিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বা অননুমোদিত সংস্কারের সমর্থনে সমবেতভাবে কাজ করে। তারা চরম এবং হিংসাত্মক পন্থার আশ্রয় নিয়ে সমাজে তাদের বিশ্বাস বা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। শুধুমাত্র ধংসাত্মক কাজে সরাসরি অংশগ্রহণকারী নয়, বরং এই ধরনের কর্মকাণ্ডে চাঁদা প্রদান, সংগ্রহ, পরিকল্পনা গ্রহণ, এবং অন্যান্য সহায়তাকারীরাও জঙ্গি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। জঙ্গি কার্যক্রম এককভাবে বা দলীয়ভাবে পরিচালিত হতে পারে, এবং এর মূল লক্ষ্য থাকে বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণে তাদের সংগঠন প্রণীত ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ধারণা বা দর্শন সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবর্তন করা।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তবে, "জঙ্গী" শব্দটি প্রায়শই অপব্যবহার করা হয়, এবং এটি এমন লোকদের বর্ণনা করতেও ব্যবহৃত হয় যারা কেবলমাত্র তাদের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিশ্বাস অনুসারে জীবনযাপন করে, যদিও তারা সহিংস নয়।

আমরা 'সংখ্যালঘু' নিয়ে কথা বলি যেখানে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর করা জুলুমের কর্মকাণ্ড উঠে আসে। কিন্তু এখানে ইসলাম বিশ্বাসী বা ধর্মাবলম্বীদের যে গণহারে 'জঙ্গী-জামাত শিবির' বলে পৃথক করা হয় এবং কখনো মৌখিক, মানসিক, শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়, তা নিয়ে আমরা খুব কমই কথা বলি। এটা কেন?

গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে সাধারণত সংখ্যালঘুদের ওপর হওয়া নির্যাতনের খবর বেশি উঠে আসে, কারণ এটি সমাজের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয় যে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তবে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি হওয়া নির্যাতনের বিষয়টি অনেক সময় প্রচার পায় না, কারণ এটি কিছু মানুষের কাছে সংবেদনশীল বা বিরোধপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশসহ অনেক দেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচয়ের সাথে ধর্মীয় পরিচয় জড়িত। কেউ যদি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উপর নির্যাতনের কথা বলে, তবে সেটি অনেক সময় রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ধরা হয়। ফলে অনেকেই এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন।

বাংলাদেশে অনেক সময় ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। এই পরিবেশে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি মৌখিক বা মানসিক নির্যাতন ঘটে, কিন্তু এটি বৃহত্তর সমাজে আলোচিত হয় না, কারণ মনে করা হয় যে, এটি দ্বন্দ্বকে আরও বাড়িয়ে দেওয়ার আশঙ্কা রাখে। আবার সমাজে অনেক সময় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নির্যাতনের বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও সমর্থন পায় না। ফলে প্রশাসনিক পর্যায়ে অথবা সাধারণ মানুষের মধ্যে এটি একটি কম গুরুত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 'জঙ্গী' বা 'জামাত-শিবির' বলে আখ্যা দেওয়া একটি ভুল সাধারণীকরণ। এটি একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ছোট একটি গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করা, যা প্রচলিত ধারণাকে বিকৃত করে। ফলে, অনেক সময় এটি একটি "সামাজিক ট্যাবু" হিসেবে রয়ে যায়, এবং এ নিয়ে আলোচনা না করে সবাই বিষয়টি এড়িয়ে চলে।

কেউ নামাজ করলে, কোরআন তেলওয়াত করলে, টুপি পাঞ্জাবি, হিজাব পরলে, হাতে তসবিহ নিলে, তাদেরকে "জঙ্গী, জামাত শিবির" বলে আখ্যা দেয়া হয়, নানাভাবে কটাক্ষ করা হয়, সমাজ রাষ্ট্রের কাছে তাদেরকে অপরাধী কেউ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। এটা অন্যায় এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর মানসিক নির্যাতন এবং বৈষম্যমূলক একটি আচরণ। ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার, এবং কেউ তার ধর্মীয় অনুশীলন পালন করার জন্য হেনস্তার শিকার হলে তা অবশ্যই একটি গুরুতর সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা।

কেউ যখন শরীরের উত্তেজনামূলত স্থানগুলো উন্মুক্ত করে বের হন, তখন প্রকৃত মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা সেদিকে তাকাবে না, এ নিয়ে কটাক্ষও করবে না। হয়তো সুযোগ পেলে পরামর্শ দিবেন। কিন্তু কে তাকায় জানেন? কটাক্ষ কে করে জানেন? আপনার, আমার মতো চতুর্থ লিঙ্গের অজ্ঞানী মানুষেরা যারা না জানে আধুনিকতার প্রকৃত সংজ্ঞা, না জানে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা।

হ্যাঁ, আমরা স্বাধীনভাবে থাকতে চাই। স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে চাই। আমরা অনেকেই ইসলামী রাষ্ট্র চাই না। কারণ এমন রাষ্ট্র হয়তো আমাদেরকে পর্দা করতে বাধ্য করবে, হয়তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনাপনে খোলামেলা চলাচলের স্বাধীনতাকে খর্ব করবে। হয়তো আমাদের হাতাকাটা, শর্টপ্যান্ট, শর্টড্রেস, উড়ু-হাঁটু-বুকের ভাজ প্রদর্শন করা বাদ দিতে হবে। পরকিয়ার সুযোগ থাকবে না। আসর, পার্টিতে নাচ গান, মদ-গাঁজায় সুখটান বাদ দিতে হবে, বিশেষ করে নারীদের। পুরুষরা হয়তো সে সুযোগে চারজন বিছানার সঙ্গী পাবার সুযোগ খুঁজে নিবেন। এগুলিই হচ্ছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের ভয়। বিষয়টা হল ইসলাম নারীর শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে কোনো বাধা না দিলেও সমাজের কতিপয় ধর্মান্ধরা সেখানে বহু বাঁধ তৈরি করেছেন। ভয়টা সেখানেই। রাষ্টীয় আইনে সকল ধর্মের সম্মান ও সমান সুযোগ থাকবে, এবং রাষ্ট্র যেন কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিধিনিষেধে না চলে-এটাই আমাদের বহুজনের প্রত্যাশা। এখানে কোনো সমস্যা নেই।

প্রসঙ্গটা হল, গণহারে ইসলাম ধর্ম পালন করাদের জঙ্গী-জামাত শিবির বলা। কেন গণহারে ইসলাম ধর্ম পালন করাদের জঙ্গী-জামাত শিবির বলা হয়?

বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই রাজনীতি ও ধর্ম জড়িত। কিছু রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী ইসলামিক পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকায়, তাদের সমর্থকদেরকে বা ধর্ম পালনকারীদেরকে রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করতে বিরোধীরা "জঙ্গী" বা "জামাত-শিবির" বলে আখ্যা দেয়। এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য একটি কৌশল হতে পারে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলামফোবিয়া বা ইসলামের প্রতি ভীতি একটি বড় কারণ। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর কর্মকাণ্ডের কারণে সাধারণ ধর্ম পালনকারী মুসলমানদেরও জঙ্গী বলে ভুলভাবে আখ্যায়িত করা হয়। এটি একটি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি যা পুরো মুসলিম সমাজকে অন্যায়ভাবে লক্ষবস্তু বানায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, জামাত-শিবিরের সাথে মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং পরবর্তী সময়ে সংঘটিত অপরাধ ও সহিংসতার ইতিহাস জড়িত। তাই, যারা ইসলাম ধর্ম পালন করে, তাদেরকে সহজেই এই লেবেল দেওয়া হয়, যদিও এরা সহিংসতায় জড়িত নয়।

আবার, সমাজে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে কেউ কেউ তাদের ভিন্নমতের লোকদের হেয় করার জন্য "জঙ্গী" বা "জামাত-শিবির" বলে আখ্যা দেয়। এটি সামাজিক বিভাজন ও বিদ্বেষকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

এই ধরনের সাধারণীকরণ গভীরভাবে ক্ষতিকর, কারণ এটি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক পরিচয়কে এক করে ফেলে, যা কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি অযৌক্তিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। যে কেউ ধর্ম পালন করতে পারেন এবং এটি তার মৌলিক অধিকার, আর সেই ধর্মীয় অনুশীলনের জন্য কাউকে জঙ্গী বা উগ্রবাদী বলে আখ্যা দেওয়া সম্পূর্ণ অন্যায়। সমাজে পারস্পরিক সম্মান, সহনশীলতা এবং উদারতা বজায় রাখতে এই ধরনের লেবেলিং এড়িয়ে চলতে হবে।

বাংলাদেশে একটি ট্রুথ কমিশন দরকার

ইফফাত রহমান

আয়নাঘরের বন্দীরা সবেমাত্র তাদের ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষার বর্ণনা করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা শাখা দ্বারা পরিচালিত হতো এই গোপন বন্দিশালা, যেখানে বন্দীদের অমানবিক অবস্থায় রাখা হয়েছিল। নানা বয়সের এবং নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়ের এই বন্দীদের মধ্যে কয়েকজনকে এক দশকেরও বেশি সময় আটক রাখা হয়েছে।

১৫ বছর কর্তৃত্ববাদী নেতৃত্বের পর শেখ হাসিনা এখন ক্ষমতাচ্যুত। বাংলাদেশের বলপূর্বক গুমের শিকার ব্যক্তিরা ন্যায়বিচার পাওয়ার যোগ্য। এখনো যারা নিখোঁজ রয়েছেন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের মনের ও আত্মার শান্তির জন্য তাঁদের প্রিয়জনের অবস্থান জানার অধিকার আছে। কিন্তু শুধু গুমের শিকারদের জন্য নয়, গত দুই দশকে সরকারের দ্বারা যারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন, তাঁদের জন্যও ন্যায়বিচার প্রয়োজন।

ন্যায়বিচার ও পুনর্মিলনের বোধ তৈরি না হলে ট্রমার মধ্যে থাকা একটি দেশ খুব কমই এগিয়ে যেতে পারে। অন্য কথায়, বাংলাদেশের জনগণ এ থেকে উত্তরণের যোগ্য। আর উত্তরণের জন্য তাদের প্রয়োজন সত্য, ন্যায়বিচার ও সম্মিলন। এটি অর্জনের জন্য বাংলাদেশের একটি ট্রুথ কমিশন দরকার।

ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস রিসোর্স সেন্টারের মতে, ট্রুথ কমিশন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ‘বলপূর্বক গুম, বিচারবহির্ভূত মৃত্যুদণ্ড এবং অন্যান্য অপরাধের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া বহু উত্তরহীন প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকে।

ট্রুথ কমিশন বিশেষজ্ঞ প্রিসিলা বি হায়নারের মত–এতে সাধারণত চারটি উপাদান থাকে: ১) তারা বর্তমানের চেয়ে অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকে বেশি মনোনিবেশ করে; ২) কোনো বিশেষ ঘটনার বদলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি ব্যাপক চিত্র উপস্থাপন করতে চায়; ৩) অল্প সময়ের জন্য কাজ করলেও তারা তাদের অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্তসার প্রতিবেদন আকারে পেশ করে; এবং পরিশেষে ৪) তাদের সর্বদা এক ধরনের কর্তৃত্ব থাকে, যা তাদের তথ্য প্রাপ্তি ও এর সুরক্ষার অনুমতি দেয়, বিশেষ করে যখন তারা গুমের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলো নিয়ে তদন্ত করে।

ট্রুথ কমিশন এশিয়ায় নতুন ধারণা নয়। ২০১০ সালে দুর্নীতি মোকাবিলার জন্য ফিলিপাইনে ট্রুথ কমিশন গঠন হয়েছিল। বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অধীনে একটি ট্রুথ কমিশন গঠন করা যেতে পারে, যা বলপূর্বক গুমের সব ঘটনা প্রকাশের দাবি জানিয়েছে। একটি আদর্শ কমিশন গঠনে বলপূর্বক গুমের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, স্বাধীন ও আন্তর্জাতিক আইনজীবীদের সাথে নেওয়া উচিত। অনেক আন্তর্জাতিক আইনজীবী এই গুরুত্বপূর্ণ সত্য-সন্ধানী প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে সহায়তা করতে প্রস্তুত।

বাংলাদেশ অনেক উদাহরণ টানতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রুথ অ্যান্ড রিকন্সিলিয়েশন কমিশন (টিআরসি) প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বর্ণবাদী শাসনামলে জাতির জন্য নিপীড়নমূলক অভিজ্ঞতা মোকাবিলার জন্য। জাতীয় ঐক্যমতের সরকারই এটা করেছিল। টিআরসি প্রক্রিয়া থেকে বর্ণবাদ যুগে সংঘটিত অপরাধের জন্য হওয়া কমপক্ষে ১৩৭টি মামলা দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্ত ও বিচারের জন্য নথিভুক্ত করা হয়।

কলম্বিয়ার ট্রুথ কমিশন কলম্বিয়ার সরকার এবং সে দেশের বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীর (ফার্ক-ইপি) মধ্যে ২০১৬ সালের শান্তি চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে ৭০ ও ৮০-র দশকে ঘটে যাওয়া বলপূর্বক অন্তর্ধানের সব ঘটনা অনুসন্ধানের বিধান যুক্ত ছিল।

> আর্জেন্টিনার ট্রুথ কমিশন তথাকথিত ‘ডার্টি ওয়ার’-এর সময় সংঘটিত ৩০ হাজারের বেশি জোরপূর্বক অন্তর্ধানের তদন্ত করেছে। আর্জেন্টিনার ট্রুথ কমিশনের প্রতিবেদন জান্তা শাসকদের বিচারের দ্বার উন্মুক্ত করেছে, যা সফলভাবে যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের বিচার করেছে।

বাংলাদেশ ট্রুথ কমিশন বলপূর্বক গুমের অপরাধীদের বিচারের সুপারিশ করতে পারে। একই সঙ্গে এই বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, নাকি স্থানীয় আদালতে করা উচিত সে বিষয়েও তাদের পরামর্শ দিতে পারে। কমিশন এমনকি অপরাধীদের বিচারের জন্য কলম্বিয়ার মতো নিজস্ব আদালতও গঠন করতে পারে। কলম্বিয়ায় লাখো মানুষ হত্যার বিচারে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বিচার আদালত গঠন করা হয়েছিল। সেই বিচারে একজন জেনারেল এবং আরও দশজন মানবতাবিরোধী অপরাধের কথা স্বীকার করেছিলেন।

আর্জেন্টিনার ট্রুথ কমিশন তথাকথিত ‘ডার্টি ওয়ার’-এর সময় সংঘটিত ৩০ হাজারের বেশি জোরপূর্বক অন্তর্ধানের তদন্ত করেছে। আর্জেন্টিনার ট্রুথ কমিশনের প্রতিবেদন জান্তা শাসকদের বিচারের দ্বার উন্মুক্ত করেছে, যা সফলভাবে যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের বিচার করেছে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ। হাসিনা সরকারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিভিন্ন দেশের কাছে ট্রুথ কমিশনের অভিজ্ঞতা জানানোর জন্য অনুরোধ করতে পারে। গুমকাণ্ডের ভুক্তভোগী, পরিবার, এমনকি সমগ্র গোষ্ঠী প্রায়শই ক্ষতিপূরণের দাবিদার, যা আন্তর্জাতিক আইনেও স্বীকৃত।

মানবাধিকার লঙ্ঘন ও এর কারণে হওয়া ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী এ সম্পর্কিত বিধি ও ব্যবস্থা যেন পর্যাপ্ত, কার্যকর, দ্রুত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেকোনো অর্থনৈতিক ক্ষতি, উপার্জনের ক্ষতি, অর্থনৈতিক সুযোগ হারানো এবং নৈতিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পুনর্বাসনে চিকিৎসা ও মানসিক যত্নের পাশাপাশি সামাজিক সেবাও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

এমন কিছুর পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, সে সম্পর্কিত নীতিও এই ক্ষতিপূরণের অংশ হতে পারে এবং তা হওয়াই উচিত। কলম্বিয়াসহ লাতিন আমেরিকার যেসব দেশে গুমের মতো ঘটনা ঘটেছে, ট্রুথ কমিশন ও ইন্টার-আমেরিকান হোর্ট অব হিউম্যান রাইটস সাধারণত ক্ষতিপূরণের অংশ হিসেবেই এমন নীতির সুপারিশ করেছে।

বাংলাদেশের জন্য এখনই সময় আন্তর্জাতিক কনভেনশন ফর দ্য প্রোটেকশন অব অল পার্সনস ফ্রম ফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সকে অনুমোদন দেওয়া, যাতে রাষ্ট্র কখনোই এই ধরনের জঘন্য অপরাধের পুনরাবৃত্তি করতে না পারে এবং যা জোরপূর্বক গুমকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দেশীয় আইন প্রণয়নের পথ প্রশস্ত করবে।

কেউ কেউ জাতিসংঘ-সমর্থিত অ্যাডহক আদালত স্থাপনের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন। এটি তাত্ত্বিকভাবে চমৎকার হলেও এই ধরনের বিষয় সবসময় কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে পারে না। এমন ট্রাইব্যুনালগুলো বেশ ব্যয়বহুল এবং এর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জোরদার আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত এবং জাতিসংঘ এখন বাজেট সংকটে আছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের জন্য জাতিসংঘ-সমর্থিত আরেকটি আদালত গঠনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিস্পৃহ হতে পারে।

কম্বোডিয়ার গণহত্যার বিচারে জাতিসংঘ-সমর্থিত খেমার রুজ ট্রাইব্যুনালের মোট ব্যয় ছিল ৩৩ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি। সেখানে অনেক অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। অপরাধী তো বটেই অনেক ভুক্তভোগী এবং ভুক্তভোগীদের পরিবারের সদস্য ন্যায়বিচার পাওয়ার আগেই মারা গেছে।

বাংলাদেশে ভুক্তভোগীরা সেই সব অপরাধের জন্য ন্যায়বিচার পেতে এত দীর্ঘ অপেক্ষা করতে ইচ্ছুক কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে, বিশেষত যে অপরাধগুলোর অধিকাংশই এখনো অপ্রকাশ্য।

ইফফাত রহমান
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষিত একজন কানাডিয়ান আইনজীবী।

ভোরাই

তুহীন বিশ্বাস

খরশালে বীতশ্রদ্ধ শৃঙ্খলে পাখসাট ;
মুমুক্ষায় জিজীবিষার নিমিত্তে তিতীর্ষা,
তামসীর মহানিশায় প্রজ্জ্বলিত অন্তর
দুরন্ত দুর্নিবার দীপ্যমানে ভোরাই।

নশ্বরের নিক্কণে উন্মাদ বিকারগ্রস্ত!
আদ্যন্তে প্রাপ্তি রক্তাক্ত মানচিত্র।

কোন স্বর্গে

কাকন রেজা

কোন সে দেশে জানের চেয়েও মালের বেশি মূল্য
কোন সে দেশ, হীরক রাজার দেশের সাথে তুল্য

২
কাটবে জবান বললে কথা, কোন সে দেশ বলো
কাটার আগে সুশীল ভাষণ আছে এমন খলও

৩
ত্রাসের শহর, লাশের বহর রয়েছে কোথায় ঢাকা
কোন শহরে সকল কাগজ তোষামুদিতে মাখা

৪
কোন দেশেতে সুশীল মুখ ভাঁড়ের মুখোশ আঁটা
শহরগুলোর কিশোর তরুণ বুকে বুলেট সাঁটা

৫
বিদ্যালয়ে পড়তে দিয়ে লাশ খুঁজতে হয় মর্গে
বলুন দেখি কোন সে দেশ, বাস করি কোন স্বর্গে

চোখ খুলে যাবে

তোফায়েল তফাজ্জল

সম্পর্কের স্নিগ্ধ-নিবিড়তা বুঝতে চাইলে
বাঁশদের দেখে এসো, চোখ খুলে যাবে।
উইয়ের গা ঘেঁষা উপদ্রব থেকে রাখে তা অছোঁয়া, নিরাপদ।
দূরত্ব বজায় রাখা, স্বজাতির গায়ে দাঁত ফুটানোর চিন্তা
থেকে শির রাখে সম্পূর্ণ পবিত্র।
হ্যাঁ, কুড়াল-করাতের আচরণে সমস্বরে কাঁদে,
ভেঙে পড়ে সকলেই।

অথচ এরা বা অন্যান্য উদ্ভিদ সদা দেয় ছায়া, ফুল-ফল।
শাখা-প্রশাখায় পাখি ডেকে
আসর বসিয়ে কানকে বিলায় শীতল সঙ্গীত।
পথে-ঘাটে, কারখানায় আছে উপস্থিতি,
বাড়িঘরে লাকড়ি হয়ে পুড়েও দাঁড়ায় দু'পায়ীর পাশে।

মানুষের সম্বন্ধ চর্চা ও হাত বাড়ানোর প্রবণতা
ছিলো শিকড় ছড়ানো, স্বাদু পানিরূপ।
এখন এসবে ঘাটতি, বাড়ছে অবিশ্বাস অহরহ!
প্রত্যাশায় মিশে যাচ্ছে নর্দমার জল,
দলে-উপদলে বেরোচ্ছে দুর্গন্ধ; টানে পড়ছে টান।
রক্তের বন্ধনে দেখাচ্ছে চোখের মণি খাওয়ারূপ।

এর অর্থ, সৃষ্টি সেরা হয়ে যাচ্ছে বৃক্ষের অধম।

অকাল বন্যা

সাধন চন্দ্র দাস

ভাসছে মানুষ, পশু পাখি, ভাসছে কত ঘর
প্রকৃতি আজ করালগ্রাসী, করছে কত পর।

হঠাৎ করে বানের জলে,তলিয়ে গেলো স্থল
সব প্রাণী আজ দিশেহারা, নাইকো দেহে বল।

তলিয়ে গেলো সোনার ফসল,গোলা ভরা ধান
ঘরে বাহিরে কত প্রাণী, নিথর শত হাজার প্রাণ।

ক্রান্তিলগ্নে বিপদগ্রস্ত, যতো মানুষ জন
দলে দলে ঝাপিয়ে পড়ছে,যুবক বৃদ্ধের দল।

হিন্দু মুসলিম নাই যে বিভেদ, সবার একই চাওয়া
সোনার দেশে, সোনার মানুষ, সবই পাক রক্ষা।

কেউ যাচ্ছে নৌকা নিয়ে, কেউ নিচ্ছে ত্রাণ
তবুও যেন রক্ষা পায়, সব মানুষের প্রাণ।

বাংলা মায়ের সন্তান মোরা, সবার লাল রক্ত
হৃদয় দিয়ে বাংলার মাটি, করবো পাকাপোক্ত।

দেশ বিদেশে আছে যারা,আমার দেশের ছেলে
সহযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে, দুইটি বাহু মেলে।

কলম যোদ্ধা লিখে যাচ্ছেন, করতে উৎসাহিত
আমার দেশে কোন মানুষ, হবে না নিরুৎসাহিত।

স্রষ্টা তুমি সহায় হও, ক্রান্তিকাল চলছে।
এবার তুমি রক্ষা করো, তোমার ইশারাতে।

স্বীকৃতির গোলকধাঁধায়

ড. স্বয়ংদীপ্ত বাগ

সারা জীবন কত দায়িত্ব, কাজ, পরোপকার...
এবার কী জুটবে না একটু স্বীকৃতি, একটা পুরস্কার?

পরিবার বলে, বাড়তি কী করেছো যা আর কেউ করেনা?
সংসার কী শুধু তুমিই দেখেছো, যেমনটা কেউ দেখে না?

কর্মক্ষেত্র আরো সরেস, বলে, কর্তব্য তোমার দায়িত্ব পালন,
যা করেছো তাইতো উচিত, কোথায় সেটা অসাধারণ?

বন্ধু বলে, শুধু নিজেরটা নিয়েই সারাজীবন তো কাটিয়ে দিলে,
ভেবেছো কখনো, কতটুকু দিলে, আর কতগুণে তার
ফেরত পেলে?
সমাজ হতাশ, পেলোনা কিছুই, শুধুই নাকি নিয়ে গেলাম...
সাজালো সে জীবনটাকে, পেলোনা তবু একটা সেলাম!

ঈশ্বর, তুমিও কী একই ভাবো - জীবনটা শুধু দায়িত্ব পালন?
স্বীকৃতি কেবল কিছু মানুষেরই, বাকিদের শুধু দিনযাপন?

বিষণ্ন কার্নিশ

সাইদ মুহাম্মাদ ওলিউল্লাহ

সুমিষ্ট তমিস্র আর পাড় ভাঙা নদীর কল্লোলে ভেসে যাওয়া তরুণীর
ঘুমপায়ী ভঙ্গিমায়
অনিন্দ্য মুহূর্তের লজ্জিত রক্তিম গালে ফুটে উঠছে যে ফুল-
সেটা মূলত তুমি-তোমার অনস্তিত্বের নিখুঁত কোনো ঈঙ্গিত
তুমি নিরুদ্দেশ, নিখোঁজ আর অদৃশ্য হওয়ায় এতোটা সুন্দর

অধরা হওয়ায় তুমি সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো প্রস্ফুটিত গোলাপ
হৃদয়ের পথ ধরে আসতে পাড়ি দিতে হবে, দীর্ঘ পাথুরে
ভূমির সমুদ্র
আগুনের মাতাল ঢেউ যেখানে থৈ থৈ করে বেপরোয়া মনোভাবে
মনে করো, তুমি একলা নাবিক এড়িয়ে চলো সেইসব
বাধা বিপত্তি
পৌঁছতে পারো কি না, তা সম্ভাব্য—!

ফুলভর্তি খোঁপার বাঁধনে যে রাণী ফুল লুকিয়ে আছে—
কাঁচের পাত্রে যে শীতল আলো, তা দেখে আর
প্রশ্ন করি না, কে তুমি তিলোত্তমা?

ম্যাজিক লন্ঠন

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

আকাশের পলেস্তারা খসে পড়া
রাতেও জেগে থাকে প্রত্যাশার চোখ;
উল্কার মতো বিরহী স্বপ্নগুলোর
ঝরে পড়া দেখে নীরব বেদনায়।
ঝুলন্ত ঝাড়বাতির মিটিমিটি আলো
অন্ধকার নিঝুম পথের ঘুম ভাঙায়,
অথচ ঘুমিয়ে পড়া শিশুর বোধে
চন্দ্রগ্রহণ শুধুই অবান্তর, শুধুই অর্থহীন।
ঘুম ভাঙলেই
আগামীর শিশুরা কেঁদে বলে,
"আমাদের একটু আলো দেবে
ঝলমলে স্বচ্ছ আলো?"
অতঃপর!
রাত্রি জেগে থাকা কিছু কলম
হামাগুড়ি দিয়ে কাছে আসে
তমসার বুকে ম্যাজিক লন্ঠন নিয়ে।

তারুণ্যের জয়গান

রফিকুল ইসলাম

এখন শ্রাবণ মাস কি দারুণ উপহাস
বর্ষার বদলে ঝরে রক্ত ঝরার উচ্ছ্বাস
বন্ধ রয়েছে পাঠ, শূন্য খেলার মাঠ
তারুণ্যের খুনে রাঙানো রক্তস্নাত ইতিহাস।
মৃত্যুলালায়িত মহামারী করোনার মতো
পথের কুকুর গুলো বড়ই নিস্তেজ
ফেলে যাওয়া পায়ের জুতা পড়ে আছে
রাত্রির গহ্বর থেকে জয়ী তুমি এলে অবশেষ
মানুষের দম্ভে কত মায়ের বুক খালি করে গেছে।
সড়ক মহাসড়ক থেকে কথাহীন সময়গুলো
বিপ্লব সংগ্রামে মুছে গেছে কত প্রজাপতি রঙ
পথজুড়ে শুয়ে আছে আজও অগ্নিঝরা স্লোগান।
অপেক্ষার সময়ের ওপার থেকে যদি—
দমন পীড়নে ফিরে আসে আবার স্বৈরাচার
বোধিক্ষেত জুড়ে জন্মায় যেন এই বাংলায়
মুগ্ধ আর আবু সাঈদের মতো লক্ষ রাজাকার।

পথমেলা কমিটি
মেলা উপদেষ্টা:
গিয়াস আহমেদ
হারুন ভূইয়া
শাহ্ নেওয়াজ
পিয়ার মোহাম্মদ
জাকারিয়া মাসুদ
আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম
আসিফ বারি টুটুল
মহসিন ননী
কাজী মন্টু
মোহাম্মদ আজীজ
ননী মহসিন
আব্দুর নুর ভূইয়া
সরোয়ার চৌধুরী (সিপিএ)
কাজী সামসুদ্দোহা
জাফর মাহমুদ
পারভেজ কাজী
ড: শাহজাদী পারভিন
মোল্লা মাসুদ
আসাদুল বাড়ি আসাদ
জামিলুর রহমান
ড: রফিক আহমেদ
সিপিএ চিশতি
এটর্নী মঈন চৌধুরী
আজিজুল এইচ চৌ মাসুম
বেলাল হোসাইন (বাংলা ট্রাভেল)
মাকসুদুর রহমান
রাজীব হক (ফার্মেসী)
মালেক (স্ট্যান্ডার্ড)
মাহমুদ
হেলাল খান
ওয়ালী খান
খাইরুল বাশার (ইসক)
জামিল (বেংগল হোমকেয়ার)
মাহবুব এ চৌধুরী
আনোয়ার জাহিদ
মাহমুদ রহমান
ড. তৌহিদ শিবলী
ড. ইহতেশাম হক
প্রদিপ শাহা
ড. নাঈমা খান
লিয়াকত আলী
মীর নিজামুল হক
বাবু খান
সান্টু
স্টল
মাহমুদ হোসেন (বাদশা)
শাখাওয়াৎ বিশ্বাস
লটারি
শাহ্ চিশতি
কামরুজ্জামান বাচ্চু
আবুল হাসান
আবতাবুজ্জামান শিমুল
সাংস্কৃতিক
রাশেদ আহমেদ
ড. রফিক আহমেদ
ইসতিয়াক রুমী
জাফরুল্লাহ্ মিলান
ট্রেজারার
আবুল হাসান (ইঞ্জি.)
সিপিএ সরোয়ার চৌধুরী
সেলিম হারুন
সিপিএ চিশতি
স্টেজ এন্ড ক্রেস্ট
হাসান জিলানী
আলমগীর খান আলম
মোশাররফ হোসেন
রুহুল আমিন সরকার
অভ্যর্থনা
মো: আজাদ
এএসএম উদ্দিন পিন্টু
দেওয়ান মনির
মনিরুল ইসলাম
প্রচার ও প্রকাশনা
আতিকুল ইসলাম জাকির
শাহীন (ঈশিকা প্রিন্টিং)
বশির আহমেদ
আবুল কাশেম
টেক
রিজু মোহাম্মদ
এস.কিউ আলম
আলম (মাল্টি সার্ভিস)
ফারুক আহমেদ
আহমেদ সোহেল
কালাম জুয়েলার্স
মমিন মজুমদার
মনিরুল ইসলাম
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায়
রনজিত দেব
মনিরুজ্জামান
আবুল কালাম আজাদ
সিকিউরিটি
ফাহাদ সোলায়মান
মাকসুদ এইচ চৌধুরী
জোসি
জ্যাকসন হাইটস্ বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই (জেবিবিএ)
JACKSON HEIGHTS BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION OF NY (JBBA)
JBBA
JACKSON HEIGHTS POTHOMELA 2024
জ্যাকসন হাইটস্
পথমেলা
2024
র‍্যাফেল ড্র
১ম পুরস্কার গাড়ী সহ
আরও আকর্ষণীয় পুরস্কার
সঙ্গীত
পরিবেশনায়:
দেশ ও প্রবাসের
জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ
SATURDAY SEPTEMBER 07, 2024
TIME: 12PM-7PM PLACE: 37 ROAD (BTN. 75TH & 77TH ST)
শাহ্ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
আহ্বায়ক
তারেক হাসান খান
সদস্য সচিব
মো: সেলিম হারুন
প্রধান সমন্বয়কারী
জেড আলম নমি
সমন্বয়কারী
মনসুর চৌধুরী
কো চেয়ারম্যান
মোল্লা মাসুদ
কো চেয়ারম্যান
মফিজুর রহমান
কো চেয়ারম্যান
যুগ্ম আহ্বায়ক
যুগ্ম সদস্য সচিব
গ্র্যান্ড স্পন্সর
স্পন্সর
প্যাটেল ব্রাদার্স
সিকে চিস্ট
শাহ্ জালাল
হক এন্ড সন্স
সাউথ এশিয়া
এশিয়া ফুড
স্কয়ার ডিস্ট্রিবিউটর
জেকে ২ ডিস্ট্রিবি
মাছওয়ালা ডিস্ট্রিবি
আজিজ ট্রুটার হাউজ
মক্কা হালাল
আফিন হালাল
বিসমিল্লাহ পোলট্রি
হাট বাজার
প্রিমিয়াম সুপারমার্কে
ইত্যাদি সুপারমার্কে
আপনা বাজার
দাশ আঙ্কেল
সোনা চাঁদি
বাংলা গোল্ড
মান্নান সুপারমার্কেট
খামার বাড়ি
নবান্ন রেস্টুরেন্ট
মামাস রেস্টুরেন্ট
গ্লোবাল
নাজিনা
জীবিকা প্রিন্টিং
মইনুল রিয়েল্টর
শাহ্ ভাই
ফাতিমা
মিন চৌধুরী
ক্লস কিশর
সেলিম আতাউর
মাসুদ রানা
মফিজ
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
কর্ণফুলী ইনস্যুরেন্স
জমজম ট্রাভেলস
নুরুল আজিম
আজম সোহাগ ভাই
খলিল বিরিয়ানি
মাছ বাজার
মিনা বাজার
আব্দুল আলীম
গ্লোবাল ট্রাভেলস
শিকির রিয়েল্টর
SHAH NAWAZ
APNA BAZAR
FARMERS MARKET
NURUL AZIM
516-451-3740
Moin Choudhury
All County Health Care
ITTADI
Grocery & Halal Meat
CK
CHISHTI CPA PC
347-515-3856
PUTUL DISTRIBUTORS
MAMA'S HALAL MEAT & FISH
CARING FRIENDS DIRECT
AZIZ SLUGHTER HOUSE
MECCA HALAL MEAT
Shahjalal
Khan's Tutorial
DESHI DISTRIBUTORS
HAAT BAZAAR
TAREQ HASAN KHAN
CEO
Global MS Inc
FAHAD SOLAIMAN
CEO
ASIA FOOD
SOUTH ASIAN FOOD
KARNAFULLY TAX SERVICES
Mannan
MAMA'S RESTAURANT
TEL: 347 448 6802
LAW OFFICE OF EHSAN
Rafique Ahmed
RAHMAN DISTRIBUTORS
PATEL BROTHERS
Blue Green
Square Distributor
NAVEENA NOMI
মিডিয়া পার্টনার:
CHANNEL i
ঠিকানা
আজকাল
বাংলাদেশ প্রতিদিন
দেশ
স্টল ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ: মো: হোসেন বাদশা ৬৪৬-৫৫২-১৩০৯ । ফাহাদ সোলায়মান ৩৪৭-৩৯৩-৮৫০৪ । রাশেদ আহমেদ ৭১৮-৩১৬-১৯৪৮

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মি: থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মি: থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মি: থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
LAW FIRM
2022
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
5 September 2024, Thursday, Issue 390

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ২১ ভাদ্র ১৪৩১, ২ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার

স্বপ্ন জয়ের লড়াই

খোরশেদ আলম বাবুর অদম্য সাফল্যের গল্প

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

সফলতা কোনো এক রাতের গল্প নয়, এটি অর্জন করতে হয় ধৈর্য, নিষ্ঠা, পরিশ্রম, এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে লেগে থেকে। যারা আজকের দিনে সফল হয়েছেন, তাদের এই সাফল্যের পেছনে লুকিয়ে আছে ব্যর্থতা, ত্যাগ, এবং সংগ্রামের এক দীর্ঘ ইতিহাস। আমরা সবাই বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত সফল মানুষদের নাম জানি, কিন্তু তাদের সাফল্যের নেপথ্যের গল্পগুলো কতটুকু জানি? এই লেখায় আমরা এমন একজন মানুষকে নিয়ে আলোচনা করবো যিনি জীবনের চড়াই-উতরাই, নানা চ্যালেঞ্জ ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং সফলতার শিখরে পৌঁছেছেন। তিনি হলেন খোরশেদ আলম বাবু, এক জীবনযুদ্ধে জয়ী সৈনিক, যিনি নিজের কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় মনোবলের মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন নিজের সফলতার গল্প। শৈশব থেকেই বাবু ছিলেন স্বপ্নবাজ। স্কুলের পড়াকালীন সময়ে, যখন শিক্ষকরা জানতে চাইতেন তার জীবনের লক্ষ্য কী, তখন তার সহপাঠীরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট কিংবা শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। কিন্তু বাবুর স্বপ্ন ছিল আলাদা—তিনি আমেরিকা যেতে চেয়েছিলেন, প্রচুর অর্থের মালিক হতে চেয়েছিলেন। বাবুর স্বপ্ন ছিলো বড়, এবং সেই স্বপ্নের পেছনে তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অধ্যবসায় তাকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। ১৯৮০-এর দশকে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদের কাছে আমেরিকা ছিলো এক সোনার হরিণ। আমেরিকা যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যেমন ছিল কঠিন, তেমনি কঠিন ছিল সেই স্বপ্নের পেছনে ছুটে চলা। বাবুও এ স্বপ্ন পূরণের পথে বহুবার ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু কখনো হতাশ হননি। তার মনোবল ছিল দৃঢ়, আর সে কারণেই একদিন সে স্বপ্ন সত্যি করার জন্য জীবনকে বাজি রাখতে পেরেছিলেন। এইচএসসি পাস করার পর বাবু লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র আমেরিকা যাওয়ার চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু আমেরিকা যাওয়ার অনেক চেষ্টার পরও সফল হতে না পেরে, বাবু সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি অন্যভাবে চেষ্টা করবেন। বাবুর এক ফুফার সহযোগিতায় তিনি আমেরিকা গামী একটি জাহাজে ক্লিনারের চাকরি নেন। সেই জাহাজে বাবু জীবনের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

স্কুল বর্ষ ৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে ছিল স্কুল বর্ষের প্রথম দিন। অনেকেরই প্রথম স্কুলে যাওয়ার দিন। কুইন্সের পিএস সিক্সটি থ্রি'র সামনে থেকে ছবিটি ধারণ করেছেন রুদ্র মাসুদ

টেক্সাসে সড়ক দুর্ঘটনা

পুড়ে অঙ্গার প্রবাসী ৪ তরুণ-তরুণীর পরিচয় যেভাবে শনাক্ত

উত্তর আমেরিকা অফিস

টেক্সাসে পাঁচটি গাড়ির সংঘর্ষে এক তরুণীসহ চার ভারতীয় তরুণ মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছেন। তারা সবাই একটি গাড়িতে ছিলেন। স্থানীয় সময় ৩০ আগস্ট শুক্রবার যখন হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে তখন তারা কারপুলিং অ্যাপের মাধ্যমে একত্রে ওই গাড়িটি ব্যবহার করছিলেন। তারা আরকানসাসের বেন্টনভিলে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় তারা যে এসইউভিতে ছিলেন তাতে আগুন ধরে যায় এবং তারা গাড়ির মধ্যে পুড়ে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

রেকর্ড খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২ লাখ ১১ হাজার কোটি টাকা

বেশির ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের

ঢাকা ডেস্ক

চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ প্রায় ৬৬ হাজার কোটি টাকা বেড়ে প্রথমবারের মতো ২ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। গত জুন শেষে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা।

৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের খেলাপি ঋণের হালনাগাদ বিবরণী থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্য অনুযায়ী, জুন শেষে ব্যাংকগুলোর

খেলাপিদের নানা সুবিধা দিয়েও এই সূচকের লাগাম টানতে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০২৪ সালে জুন শেষে দেশের খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ১১ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ১২ দশমিক ৫৬ শতাংশ। দেশের ইতিহাসে এটিই সর্বোচ্চ খেলাপি ঋণের রেকর্ড।

এর আগে গত মার্চ শেষে খেলাপি ঋণ ছিল ১ লাখ ৮২ হাজার কোটি। অর্থাৎ মাত্র ৩ মাসের ব্যবধানে দেশে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১৫ দশমিক ৯৬ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

ব্যাংকাররা বলছেন, বিগত সরকারের আমলে সুশাসন ও খেলাপি ঋণই বর্তমান ব্যাংকিং খাতের বড় সমস্যা ছিল। ব্যাংক

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

শেষ একটি পরিবারের স্বপ্ন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

গত ১৮ই জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে উত্তরায় গুলিবিদ্ধ হন মো. শাকিল হোসেন।

মানবজমিন

শাকিল হোসেন

সন্তান হারানোর এই যন্ত্রণা কীভাবে কমবে? আমার সন্তান যে বিছানায় ঘুমাতো সেই বিছানায় এখন আমি ঘুমাই। যে টেবিল-চেয়ারে বসে পড়াশোনা করতো ওইখানে আমি বসি। দরজায় কলিংবেল বাজলে মনে হয় দরজা খুললে 'আব্বু' বলে শাকিল জড়িয়ে ধরবে। সবসময় মনে হয় 'আব্বু আব্বু' বলে আমার সন্তান ডাকছে। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন বুনেছিলাম। ওরা আমার বুকের মানিককে কেড়ে নিলো। ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার ইচ্ছা ছিল শাকিলের। পড়াশোনা শেষে চাকরি করে সংসারের হাল ধরবে। বাবা-মাকে অনেক যত্নে রাখবে। একমাত্র সন্তানকে হারানোর ব্যথা বুকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়েছেন শাকিলের বাবা-মা।

গত ১৮ই জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে উত্তরায় গুলিবিদ্ধ হন মো. শাকিল হোসেন। তিনি মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থী ছিলেন।

নিহত শাকিলের বাবা বেলায়েত হোসেন মানবজমিনকে বলেন, পরিবারে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমার পরিবারের আলো ছিল শাকিল। তার পড়াশোনা শেষের দিকে ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল শাকিলের একটা ভালো চাকরি হবে, আগামী বছর তাকে বিয়ে দিবো। একসময় গ্রামে একটা বাড়ি করবো। ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর বাকি জীবনযাপন সেখানে কাটাবো। এখন আমাদের কে দেখবে? ১৯৭১ সালের যুদ্ধে আমার মা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

কমিউনিটি অপ এড

'মানি ইন ইওর পকেট' শহরবাসীকে সমর্থন দিবে: এরিক

এইচ বি রিতা

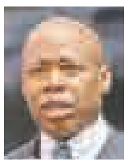

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক শহরে শ্রমজীবি মানুষ্র জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসন, শিশু যত্ন, স্বাস্থ্যসেবা, ট্রানজিট এবং আরও অনেক কিছুর খরচ বহন করতে সহায়তামূলক অনেক সংস্থান বা প্রোগ্রাম রয়েছে। তবে, অনেকেই এইসব সুবিধামূলক প্রোগ্রামগুলির সন্ধান সম্পর্কে অবগত নয় কিংবা বলা যায় তারা জানে না আসলে কীভাবে এই সহায়তাগুলো পেতে পারে। আর একারণেই শহরবাসীকে প্রয়োজনীয় সমর্থন দিতে এবং প্রাপ্য সুযোগগুলো পেতে নিশ্চিত করতে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

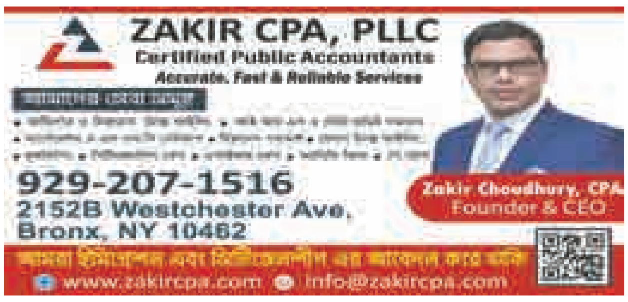

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com